আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী ১৯০৮-২০০৮
আল্ ওসীয়্যত
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর প্রতিষ্ঠাতা

আল্ ওসীয়্যত

(নিয়মাবলী সম্বলিত)

হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ
ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর প্রতিষ্ঠাতা

প্রকাশনায়
আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

প্রকাশক
মাহবুব হোসেন
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

পুনর্মুদ্রণ

রবিউল আউয়াল ১৪১২ হিজরি কামরী
ইখা ১৩৭০ হিজরি শামসী
আশ্বিন ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ
সেপ্টেম্বর ১৯৯১ খৃষ্টাব্দ

পুনর্মুদ্রণ

জমাদিউল আউয়াল ১৪২৯ হিজরি কামরী
হিজরত ১৩৮৭ হিজরি শামসী
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ
মে ২০০৮ খৃষ্টাব্দ

২,০০০ কপি

মুদ্রণে

বাড-ও-লিভস্
২১৭/এ, ফকিরেরপুল ১ম লেন
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Al Wassiyyat
By : Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (P.B)
Published by : Mahbub Hossain, National Secretary Isha'at
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211, Bangladesh.

ISBN 984991001-1

মুখবন্ধ

আল ওসীয়্যত পুস্তিকাটির চতুর্থ সংস্করণ খেলাফত আহমদীয়ার শতবর্ষ পূর্তি ২০০৮ জুবিলী উৎসবকে সামনে রেখে প্রকাশিত হলো।

উম্মতে মোহাম্মদীয়ার ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ হিসেবে শতাব্দীর দাবীকারক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আলাইহেস্ সালাম) আল্লাহ তা'লার বিশেষ ইলহামের আলোকে উর্দুতে (১৯০৫-০৬ সনে) এ পুস্তিকাটি রচনা করেন। আজ থেকে সত্তর বছর আগে মরহুম মৌলভী এ.এইচ.এম আলী আনোয়ার সাহেব পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ করেন এবং তা' তদানীন্তন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়া ১৯৩৮ সনে প্রথম প্রকাশ করেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের তদানীন্তন ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব ১৯৯১ সনে পুস্তিকাটির প্রকাশনাকালে তার অনুবাদ ও সংস্করণ দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। এ কমিটিতে মরহুম আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী (পরবর্তীতে ন্যাশনাল আমীর), মরহুম মকবুল আহমদ খান (পরবর্তীতে নায়েব ন্যাশনাল আমীর), জনাব মোহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা, মোহতরম মৌলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী (বর্তমান মিশনারী ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর) এবং তদানীন্তন সেক্রেটারী ওসীয়্যত আলহাজ্ব এ.কে. রেজাউল করীম অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। এ সংস্করণে মূল পুস্তিকাটির শেষাংশে 'ওসীয়্যতের নিয়মাবলী' যা' হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহেঃ) ১৯৮৫ সনে লন্ডনে অনুষ্ঠিত মজলিসে মুশাবেরাতে অনুমোদন করেছিলেন- তা' সংযোজন করা হয়। এ অংশটুকু "কাওয়াদে ওসীয়্যত" থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন সিলসিলা আলীয়া আহমদীয়ার তিন মুরব্বী যথাক্রমে মোহতরম মৌলানা ইমাদাদুর রহমান সিদ্দিকী, মৌলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী ও মৌলানা বশীরুর রহমান সাহেব। আলহাজ্ব মৌলানা সালেহ

আহমদ, আলহাজ্ব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান এবং তদানীন্তন সেক্রেটারী ওসীয়্যত পুরো অনুবাদ ও সংস্করণের বিষয় আরেকদফা দেখেছেন।

পুস্তিকাটির মজুদ শেষ হয়ে পড়ায় আমরা তা' শীঘ্র ছাপানোর ব্যবস্থা করতে গিয়ে এবারেও যুগোপযোগী ভাষা সংস্কারের বিষয়টার উন্নতি করতে পারনি বলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

পুস্তিকাটি ছোট হলেও এতে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলাইহেস সালামের ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ হওয়ার দাবীসহ অন্যান্য দাবীসমূহ, তাঁর ইন্তেকালের পর দ্বিতীয় কুদরতের আগমন, আহমদীয়া জামা'তের বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের ভবিষ্যদ্বাণীসহ 'নেযামে ওসীয়্যত' এর মাধ্যমে দারিদ্র ও ক্ষুধা দূরীকরণের জন্য স্বেচ্ছা প্রণোদিত বিশ্বব্যাপী এক ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার গোড়া-পত্তন করে গেছেন। পবিত্র কুরআন মজীদের সূরা নূরে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মোতাবেক হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ আলাইহেস সালামের ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক তাঁর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এ বছর (২০০৮ সনে) খেলাফতে আহমদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলী উৎসব পালন করছে। নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান প্রধান ও পঞ্চম খলীফা সৈয়্যদেনা হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আইঃ) ২০০৪ সনের ১লা আগস্ট তারিখে লন্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সালানা জলসার সমাপনী অনুষ্ঠানে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সকল সদস্যের উদ্দেশ্যে বলেন, "আমার ইচ্ছা এবং আমি এ ঘোষণা করতে চাই যে, আপনারা আপনাদের নিজের জীবনকে পবিত্র করতে, নিজেদের বংশধরদের জীবনকে পবিত্র করতে এ ঐশী নেযামে অর্থাৎ ওসীয়্যতের নেযামে অংশ নিন। এগিয়ে আসুন এবং খেলাফতের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে কমপক্ষে পঞ্চাশ ভাগ ওসীয়্যতকারী হউন।"

আমি আশা করছি, বাংলা ভাষাভাষি ভাই-বোনেরা 'আল ওসীয়্যত' পুস্তিকার এ বাংলা অনুবাদটি পড়ে় যুগ খলীফার এ আহবানে সাড়া দেবেন এবং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভে এগিয়ে আসবেন।

পুস্তিকাটির প্রকাশনায় যারা-যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ্ তাদের সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন!

(মোবাশশের উর রহমান)

ন্যাশনাল আমীর

পুণ্যময় আহ্বান

বেশ কিছুদিন হতে আল ওসীয়্যত পুস্তকের (বাংলা তর্জমার) প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল। নানা কারণে (প্রধানতঃ আর্থিক) পুস্তকটির পুনঃ প্রকাশ সম্ভব হয়নি। তাঁর অসীম করুণায় আল্লাহ্‌তা'লা পুস্তকটি প্রকাশের সব অসুবিধা দূর করে দিয়েছেন। আশা করা যায় এদেশের আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ভাই বোনেরা বইটি পড়ে ওসীয়্যত করতে অনুপ্রাণিত হবেন।

উল্লেখ্য যে, ওসীয়্যতকারী দুনিয়ার সামনে শুধু মালি কুরবানীর অনন্য দৃষ্টান্তই তুলে ধরেন না, তাক্‌ওয়া ভূষিত হয়ে তারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উজ্বল নক্ষত্র রূপেও প্রতিষ্ঠিত হন।

কোন নবীর আগমনের সাথে সাথে তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামা'তের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে ব্যাপক ভাংগা গড়ার কাজ প্রবল বেগে চলতে থাকে। ভাংগার কাজে থাকে মুনুষের ভুল ধ্যান-ধারণা বিশ্বাস ইত্যাদি দূর করা এবং এসবকে ভিত্তি করে যেসব অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছে তা হতে মানবতাকে মুক্ত করা। গড়ার কাজে থাকে নবীর মারফত প্রেরিত আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষা ও আদর্শকে ভিত্তি করে অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানাদি গড়ে তোলা বা পূর্বেকার নবী প্রতিষ্ঠিত ওসবের মাঝে প্রাণ সঞ্চার করে পুনর্বাসিত করা। আল ওসীয়্যত পুস্তকে রয়েছে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শে নতুন বিশ্ব সমাজ গড়ার পুণ্যময় আহবান। তাই এতে অংশ গ্রহণ করা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক।

যারা যে ভাবেই এই পুস্তকটি প্রকাশের সাথে জড়িত আছেন তাদের সবার সামগ্রিক কল্যাণ এবং তারা যাতে ভবিষ্যতে জামা'তের জন্য আরো বেশী বেশী খেদমত করতে পারেন সেজন্য দরদে দিলে দোয়া করছি।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

তারিখ ১১ আশ্বিন-১৩৯৮ / ২৭ সেপ্টেম্বর-১৯৯১

আমাদের কথা

আল্ ওসীয়্যত পুস্তিকাটি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আল্ মসীহ্ মাওউদ (আঃ) খোদাতা'লার বিশেষ ইলহামের আলোকে (১৯০৫-১৯০৬ সনে) রচনা করেন। ১৯৩৮ সালে তদানীন্তন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়া ইহা বাংলায় অনুবাদ করে প্রথম প্রকাশ করে। মরহুম মৌলবী এ, এইচ, এম, আলী আনোয়ার সাহেব পুস্তিকাটির বাংলা তরজমা করেন। খোদা তাঁকে জান্নাতে উচ্চ মোকাম দান করুন। আমীন।

বর্তমানে পুস্তিকাটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। পূর্বের সংস্করণের চাইতে বর্তমান সংস্করণটি আলাদা ধরণের। পুস্তিকাটির শেষাংশে 'ওসীয়্যতের নিয়মাবলী' যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ১৯৮৫ সনে লন্ডনে অনুষ্ঠিত মজলিসে মুশাবেরাতে অনুমোদন আহমদী ভাই বোনেরা পুস্তিকাটির বর্তমান সংস্করণ থেকে বেশী বেশী ফায়দা লাভ করবেন। যারা দীনকে দুনিয়ার উপর মোকাদ্দম্ (অগ্রগণ্য) পথে ওসীয়্যত করে ও তাতে কায়েম থেকে 'কামেলুল ঈমান' হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবেন- তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।
অনুবাদের কাজটি খুবই কঠিন; আবার তা যদি আইন-কানুনের বিষয় হয় তাহলে আরও দুরূহ। ওসীয়্যতের বিধি বিধানগুলে "কাওয়ায়েদে ওসীয়্যত' থেকে মৌলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, মৌলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী ও মৌলানা বশীরুর রহমান সাহেব বাংলায় অনুবাদ করেছেন। আল্লাহ্তা'লা জামা'তের এ তিন মুরব্বীকে দীন ও দুনিয়ার অশেষ কল্যাণে ভূষিত করুন। আমীন।

পুস্তিকাটির প্রথম সংস্করণ যেমন মরহুম খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেবের সুযোগ্যা কন্যা মোহতারেমা সালেহা খাতুনের বদান্যতায় প্রকাশিত হয়েছিল, তেমনি বর্তমান সংস্করণটির মূল পুস্তিকা আমাদের ঢাকা জামা'তের ভ্রাতা মীর মোহাম্মদ আলী সাহেবের

একমাত্র কন্যা মাহমুদা কায়সারের সৌজন্যে প্রকাশিত হলো। জনাব মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব এর খরচ বাবদ জামাতকে ১৫,০০০/- (পনর হাজার) টাকা প্রদান করেছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁদের সবাইকে অশেষ কল্যাণে ভূষিত করুন। আমীন।

বর্তমান ন্যাশনাল আমীর হোহতরম মোহাম্মদ মোস্তাফা আলী সাহেব পুস্তিকাটির সংস্করণ দেখার জন্য আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী, জনাব মোহাম্মদ ফজলুল করিম মোল্লা, মৌলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী ও খাকসার সমন্বয়ে একটি কমিটির উপর দায়িত্ব আরোপ করেন। জনাব মকবুল আহমদ খান মূল বই এর পান্ডুলিপি একবার দেখে দিয়েছেন। তাছাড়া, শেষাংশের অনুবাদ (ওসীয়্যতের নিয়মাবলী) খাকসার ও জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান মূল উর্দু ও ইংরেজী পুস্তিকার সাথে মিলিয়ে দেখেছি। মূল বইটি উর্দূর সাথে পুনরায় মিলিয়ে দেখেছেন মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী।

পরিশেষে পুস্তিকাটির অনুবাদ ও প্রকাশনা কাজে যাঁরা সময় ও অর্থ কুরবানীতে অংশ নিয়েছেন- আল্লাহ্‌তা'লার দরবারে তাদের দীন ও দুনিয়াবী তরক্কীর জন্য দোয়া করছি।

খাকসার
এ,কে, রেজাউল করীম
সেক্রেটারী ওসীয়্যত
ও
সদর, মজলিসে মুসীয়ান
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী

প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম্ম অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবন যাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের উপর নোংরা অপবাদ-আক্রমণ, মুসলমানদের ভাগ্যের চরম অবনতি, নিজ ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তার অসংখ্য লেখনী (যার মধ্যে নবযুগ সৃষ্টিকারী ও যুগান্তকারী 'বারাহীনে আহমদীয়া' অন্তর্ভুক্ত) বক্তৃতা, আলোচনা, ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতিতে তিনি যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র ইসলাম ও এর বিশ্বাসসমূহকে অবলম্বনের মাধ্যমেই কেবল মানবকূল

তার সৃষ্টিকর্তা প্রকৃত খোদার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। কুরআন-এর শিক্ষা ও ইসলাম ধর্মের প্রচারিত রীতি-নীতিই কেবল মানব জাতিকে নৈতিকতা, উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তি এবং আধ্যাত্মিকতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে। তিনি ঘোষণা করেন- কুরআন, বাইবেল ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মহান আল্লাহতা'লা তাকে মসীহ্ ও মাহ্দী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সন হতে তিনি তাঁর হাতে একত্রিত হওয়ার জন্য বয়আত গ্রহণ করা শুরু করেন যা এখন বিশ্বের ১৯৩ টি দেশ জুড়ে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। ১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওফাতের পর হযরত মাওলানা হেকীম নুরুদ্দীন (রা.) খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল প্রথম খলিফা নির্বাচিত হয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯১৪ সনে খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল-এর মৃত্যুর পর প্রতিশ্রুত মসীহ্র (আ.) প্রতিশ্রুত পুত্র হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) প্রায় ৫২ বছর খলীফাতুল মসীহ্ হিসেবে তার কার্যক্রম চালিয়ে যান। ১৯৬৫ সনে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বড় পুত্র ও ইমাম মাহ্দীর প্রতিশ্রুত পৌত্র মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) খলিফা নির্বাচিত হন। প্রায় ১৭ বছর জামা'তের অভূতপূর্ব সেবা করার পর ১৯৮২ সনে তাঁর তিরোধান হয় এবং তাঁর ছোট ভাই হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) খলিফা নির্বাচিত হন। ১৯শে এপ্রিল ২০০৩ সন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) জামা'তকে বিশ্বে পরিচিতি ও বর্তমানের শক্তিশালী অবস্থায় আনার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করেন। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:) খলীফাতুল মসীহ্ খামেস বর্তমানে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা, আধ্যাত্মিক পিতা ও প্রধান হিসেবে নেতৃত্ব দান করছেন এবং তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর প্রপৌত্র হওয়ার সৌভাগ্যের অধিকারী।

بسم الله الرحمن الرحيم

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

আল্ ওসীয়্যত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

['বিশ্ব-স্রষ্টা, বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর সকল প্রশংসা। তাঁর রসূল মুহাম্মদ (সা.), তদীয় অনুবর্তী ও সহচরগণ–সবার প্রতি তাঁর আশিস ও শান্তি বর্ষিত হোক। –অনুবাদক]

অতঃপর যেহেতু মহামহিমান্বিত খোদা পুনঃপুনঃ ওহীর (ঐশীবাণী) মাধ্যমে আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমার মৃত্যুকাল নিকটবর্তী এবং এ সম্বন্ধে তাঁর ওহী এত উপর্যুপরি অবতীর্ণ হয়েছে যে, আমার অস্তিত্বকে ভিত্তি হতে টলিয়ে দিয়েছে এবং আমার জীবনের প্রতি আমাকে উদাসীন করে দিয়েছে। এই কারণে, আমি আমার বন্ধু-বান্ধব ও সেসব ব্যক্তি যারা আমার কথা দ্বারা লাভবান হতে পারেন, তাদের উদ্দেশ্যে কতগুলো উপদেশ লিখার প্রয়োজন মনে করি। তাই আমি প্রথমতঃ সেই পবিত্র ওহীর কথা বলব যা আমার মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে আমাকে এ বিষয়ে প্রেরণা দিয়েছে। যে ওহীগুলো আরবী ভাষায় হয়েছিল, নিম্নে তা প্রদত্ত হল। পরে উর্দূ ওহীগুলোও লিখা হবে।

খোদাতা'লা বলেছেনঃ-

قَـرُبَ اَجَـلُکَ الْـمُقَدَّرُ۔ وَلَا نُبْقِیْ لَکَ مِنَ الْمُخْزِیَاتِ ذِکْرًا۔ قَلَّ مِیْعَادُ رَبِّکَ۔ وَلَا نُبْـقِـیْ لَکَ مِـنَ الْمُخْزِیَاتِ شَیْئًا۔ وَاِمَّا نُرِیَنَّکَ بَعْضَ الَّذِیْ نَعِدُھُمْ اَوْنَتَوَ فَّیَنَّکَ تَمُوْتُ وَ اَنَا رَاضٍ مِّنْکَ۔ جَآءَ وَقْتُکَ وَنُبْقِیْ لَکَ الْاٰیَاتِ بَاھِـرَاتٍ۔ جَـآءَ وَقْتُکَ وَنُبْـقِـیْ لَکَ الْاٰیَـاتِ بَیِّـنَاتٍ۔ قَرُبَ مَا تُـوْعَـدُوْنَ۔ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّث۔ اِنَّهٗ مَنْ یَّتَّقِ اللّٰهَ وَیَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا یُـضِیْـعُ اَجْـرَالْمُحْسِنِیْنَ۔

অনুবাদঃ 'তোমার মৃত্যুকাল নিকটবর্তী হয়েছে। আমি তোমার সম্পর্কে এমন কোন বিষয়ের চিহ্নও রাখব না যার আলোচনা তোমার অবমাননার কারণ হতে পারে। তোমার জন্য খোদার নিরূপিত কাল সামান্যই অবশিষ্ট রয়েছে। আমি এমন সব আপত্তির অপনোদন করব এবং সেসব বিষয়ের কিছুই অবশিষ্ট থাকতে দিব না যার আলোচনা তোমার অবমাননার উদ্দেশ্যে হবে। এ শক্তি আমাদের আছে যে, বিরুদ্ধবাদীদের সম্বন্ধে আমাদের সেসব ভবিষ্যদ্বাণী আছে তারমধ্যে কতগুলি (বাস্তবায়িত করে) তোমাকে প্রদর্শন করি অথবা তার পূর্বেই তোমাকে মৃত্যু দান করি। তুমি সেই অবস্থায় মৃত্যুলাভ করবে, যে অবস্থায় আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকব। তোমার সত্যতা নিরূপণের জন্য প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ আমি চিরদিন বিদ্যমান রাখব। যা অঙ্গীকার করা হয়েছে তা সন্নিকট। আপন প্রভুর যে সব নেয়ামত তুমি প্রাপ্ত হয়েছ, লোকের কাছে তা ব্যক্ত কর। যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে ও ধৈর্য্য ধারণ করে, খোদা এমন পুণ্যবান সাধুদের পুরস্কার কখনো নষ্ট করেন না।'

এখানে স্মরণ রাখতে হবে, খোদাতা'লা বলেছেন, 'আমি তোমার সম্বন্ধে এমন কোন আলোচনা অবশিষ্ট রাখব না যা তোমার অবমাননা ও সম্মান হানির কারণ হয়।'

এর দু'টি অর্থ আছে। প্রথমত অবমাননার উদ্দেশ্যে যে সব আপত্তি প্রচার ও অপপ্রচার উত্থাপন করা হয় তা তিনি দূর করে দিবেন এবং সেই সব আপত্তির চিহ্নমাত্র থাকবে না। দ্বিতীয়ত যে সব ছিদ্রান্বেষী ব্যক্তি তাদের দুষ্টামী পরিহার করে না এবং কুৎসিত আলোচনা হতে নিবৃত্ত হয় না, এমন ব্যক্তিদেরকে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নিব এবং তাদের অস্তিত্ব বিলোপ করব। তাদের লয় পাওয়ার সাথে তাদের বৃথা আপত্তিগুলিও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

অতঃপর খোদাতা'লা আমার মৃত্যু সম্বন্ধে উর্দু ভাষায় নিম্নলিখিত বাণী দ্বারা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

”بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔ اُس دن سب پر اُداسی چھا جائے
گی۔ یہ ہوگا۔ یہ ہوگا۔ یہ ہوگا۔ بعد اس کے تمہارا واقعہ ہوگا۔ تمام
حوادث اور عجائباتِ قدرت دکھلانے کے بعد تمہارا حادثہ آئے گا۔“

[অর্থাৎ–'অতি অল্পদিন অবশিষ্ট আছে। সেদিন সবার উপর উদাসীনতা ছেয়ে যাবে। এটি হবে, এটি হবে, এটি হবে। এর পর তোমার ঘটনা সংঘটিত হবে। সব দৈব-দুর্যোগ ও অলৌকিক ক্রিয়াসমূহ প্রদর্শনের পর তোমার ঘটনা উপস্থিত হবে।'- অনুবাদক]

এ দুযোর্গ সম্বন্ধে আমাকে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে তা এই যে, মৃত্যু পৃথিবীর সব জায়গায় তার হাত প্রসারিত করবে, ভূমিকম্প হবে এবং প্রচন্ডভাবে হবে, মহাপ্রলয়ের দৃশ্য পরিলক্ষিত হবে, ভূ-পৃষ্ঠ আবর্তিত ও বিবর্তিত হবে, অনেকেরই জীবন তিক্ত হয়ে যাবে। অতঃপর যারা তওবা করবে এবং পাপকর্ম থেকে বিরত হবে, খোদা তাদের প্রতি দয়া করবেন। প্রত্যেক নবীই এই যুগ সম্বন্ধে যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তদ্সমুদয়ই এখন পূর্ণ হওয়া আবশ্যক; কিন্তু

যারা চিত্তশুদ্ধি করবে এবং খোদার পছন্দনীয় পথসমূহ অবলম্বন করবে তাদের কোনই ভয় নাই এবং তাদের কোন দুঃখও থাকবে না। খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেনঃ-

تُو میری طرف سے نذیر ہے۔ مَیں نے تجھے بھیجا تا مجرم نیکو کاروں سے الگ کئے جائیں

[অর্থাৎ–"তুমি আমার পক্ষ হতে সতর্ককারী। আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি যেন আমার সাথে সম্বন্ধ বিচ্ছেদকারী অপরাধীদেরকে সদাচারী সাধুদের থেকে পৃথক করা যায়"। অনুবাদক]

তিনি আরো বলেছেন :-

دنیا میں ایک نذیر آیا۔ پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اُسے قبول کرے گا۔ اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچّائی ظاہر کر دیگا*۔ مَیں تجھے اس قدر برکت دوں گا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔

অর্থাৎ– 'পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছেন, কিন্তু পৃথিবী তাকে গ্রহণ করেনি; কিন্তু খোদা তাকে গ্রহণ করবেন এবং মহাশক্তিশালী আক্রমণসমূহের মাধ্যমে তার সত্যতা প্রকাশ করবেন। * আমি তোমার প্রতি এমন আশিস বর্ষণ করবো যে, বাদশাহ্ তোমার বস্ত্র থেকে কল্যাণ অন্বেষণ করবে' (অনুবাদক)।

ভবিষ্যৎ ভূমিকম্প সম্বন্ধে; যা এক ভীষণ ভূমিকম্প হবে, আমাকে খোদাতা'লা সংবাদ দিয়েছেন এবং বলেছেন ঃ-

---

* পৃথিবী চোখ উন্মীলন করলে দেখতে পেতো, আমি শতাব্দীর শিরোভাগে আবির্ভূত হয়েছি। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রায় চতুর্থাংশ এখন অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং হাদীসসমূহের বর্ণনানুসারে ঠিক আমার দাবির সময়ে রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ এবং সুর্যগ্রহণ হয়ে গেছে। দেশে পেগের প্রাদুর্ভাবও হয়েছে, ভূমিকম্পও হয়েছে এবং আরো হবে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, যারা সংসার প্রেমে মত্ত, তারা আমাকে গ্রহণ করেনি।

"پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی"۔

অর্থাৎ–"আবার বসন্ত এসেছে, খোদার কথা আবার পূর্ণ হয়েছে।" -(অনুবাদক)

সুতরাং একটি প্রচন্ড ভূমিকম্প হওয়া আবশ্যক; কিন্তু সদাচারী (পুণ্যবান) সাধুগণ এথেকে নিরাপদ থাকবেন। **অতএব, সাধু হও এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করো যেন রক্ষা পাও। আজকের দিনে খোদাকে ভয় কর** যেন সেদিনের ভয় থেকে নিরাপদ থাকতে পার। নিশ্চয়ই আকাশ কিছু প্রদর্শন করবে এবং পৃথিবী কিছু প্রকাশ করবে, কিন্তু খোদাভীরুদেরকে রক্ষা করা হবে।

খোদার বাণী আমাকে বলছে, নানান বিপর্যয় ও অঘটন প্রকাশ পাবে, বহু বিপদ পৃথিবীতে আপতিত হবে এবং কোনটি আমার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হবে এবং কিছু আমার পরে প্রকাশিত হবে। তিনি এই সিলসিলাকে (জামা'তকে) পূর্ণ উন্নতি দান করবেন-কিছু আমার হাতে এবং কিছু আমার পরে ।

আর এটা খোদাতা'লার সুন্নত (রীতি) এবং যখন থেকে তিনি পৃথিবীতে মানব সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে সব সময়ই তিনি এ নিয়ম প্রকাশ করে আসছেন যে, তিনি তাঁর নবী ও রসূলদেরকে সাহায্য করে থাকেন এবং তাদেরকে বিজয়মন্ডিত করেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন ঃ-

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِیْ ۔ (সূরা মুজাদালা : ২২)

(অর্থাৎ- খোদাতা'লা লিখে রেখেছেন যে, তিনি এবং তাঁর নবীগণ বিজয়ী থাকবেন।) 'গালাবা' শব্দের অর্থ হচ্ছে, যেহেতু রসূল ও নবীগণও ইচ্ছা পোষণ করে থাকেন যে, খোদার 'হুজ্জত' বা অকাট্য যুক্তি পৃথিবীতে যেন পূর্ণভাবে কায়েম হয় এবং কোন শক্তিই যেন এর

মোকাবিলা করতে সক্ষম না হয় সে অনুসারে খোদাতা'লা প্রবল নিদর্শনসমূহ দ্বারা তাঁদের (নবীদের) সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেন; এবং যে সাধুতা তাঁরা পৃথিবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, খোদাতা'লা তার বীজ তাঁদের হাতেই বপন করেন। কিন্তু তিনি তাঁদের হাতে এর পূর্ণতা দান করেন না বরং এমন সময় তাদেরকে মৃত্যু দান করেন যখন বাহ্যিক ভাবে এক প্রকার অকৃতকার্যতাব্যঞ্জক ভীতি বিদ্যমান থাকে এবং তিনি বিরুদ্ধবাদীদেরকে হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করার সুযোগ দেন। এরপর খোদাতা'লা নিজ কুদরতের অপর হাত দেখান এবং এমন উপকরণ সৃষ্টি করেন যার মাধ্যমে সেসব উদ্দেশ্য, যার কোন কোনটি অসম্পূর্ণ রয়েছিল, সেগুলিও পূর্ণতা পায়।

সংক্ষেপে, খোদাতা'লা দুই প্রকারের কুদরত (শক্তি ও মহিমা) প্রকাশ করেনঃ- ১। নবীদের মাধ্যমে তাঁর শক্তির এক হাত প্রদর্শন করেন । ২। অপর হাত এরূপ সময় প্রদর্শন করেন যখন নবীর মৃত্যুর পর বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রু শক্তি লাভ করে মনে করে যে, এখন নবীর কাজ ব্যর্থ হয়ে গেছে। তখন তাদের এ প্রত্যয়ও জন্মে যে, এখন জামা'ত ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এমনকি জামা'তের লোকজনও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন, তাদের কোমর ভেঙ্গে পড়ে এবং কোন কোন দুর্ভাগা মুরতাদ হয়ে যায়। তখন খোদাতা'লা দ্বিতীয়বার নিজ মহাকুদরত প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামা'তকে রক্ষা করেন। সুতরাং যারা শেষ নাগাদ ধৈর্য অবলম্বন করে তারা খোদাতা'লার এ 'মু'জিযা' দেখতে পায়। যেভাবে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.)-এর সময় হয়েছিল। যখন আঁ-হযরত (সা.)-এর মৃত্যুকে এক প্রকার অকালমৃত্যু মনে করা হয়েছিল; বহু মরুবাসী অজ্ঞলোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং সাহাবারাও শোকাভিভূত হয়ে উন্মাদের মত হয়ে পড়েছিলেন।

তখন খোদাতা'লা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কে দাঁড় করিয়ে

পুনর্বার তাঁর শক্তি ও কুদরতের দৃশ্য প্রদর্শন করেন। এমন ভাবে তিনি ইসলামকে বিলুপ্তির পথ থেকে রক্ষা করেন এবং তাঁর দেয়া সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন যা তিনি করেছিলেন । আল্লাহ্ বলেছেন ঃ-

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا

অর্থাৎ– 'এবং অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয় ভীতির অবস্থার পর একে তিনি তাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিবেন' -(সূরা নূর : ৫৬)।

হযরত মূসা (আ.) এর সময়েও এমনই হয়েছিল। হযরত মূসা (আ.) পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে বণী ইসরাঈলদেরকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছানোর পূর্বেই মিশর থেকে কেনানের পথে মারা যান। এতে বণী ইসরাঈলের মাঝে তাঁর মৃত্যুতে শোক ও আর্তনাদ উপস্থিত হয়েছিল। তাত্তরাতে উল্লেখ আছে, বণী ইসরাঈলরা হযরত মূসা (আ.)-এর এ অকাল মৃত্যুতে শোকাতুর হয়ে চল্লিশ দিন ধরে কান্নাকাটি করেছিল। অনুরূপ ঘটনা হযরত ঈসা (আ.)-এর সময়েও ঘটেছিলো। ক্রুশের ঘটনার সময় তাঁর সব শিষ্য বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলো এবং তাদের একজন ধর্মচ্যুত হয়েছিলো।

অতএব হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল থেকে আল্লাহতা'লার বিধান হচ্ছে, তিনি দু'টি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীদের দু'টি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান; সুতরাং খোদাতা'লা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন এখন এটা সম্ভবপর নয়। এজন্য আমি তোমাদেরকে যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, এটা স্থায়ী, এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন

হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না কিন্তু যখন আমি চলে যাবো, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে। যেহেতু 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্বন্ধে নয় বরং তা তোমাদের সম্বন্ধে। যেমন খোদাতা'লা বলেছেন :- مَیں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا

অর্থাৎ- 'আমি তোমার অনুবর্তী এ জামা'তকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যের উপর প্রাধান্য দেবো' (অনুবাদক)। সুতরাং তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ দিবস উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যেন এরপর সেই চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুত দিবস এসে যায়। আমাদের খোদা প্রতিশ্রুতি পালনকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি তাঁর অঙ্গীকারকৃত সব কিছুই তোমাদেরকে দেখাবেন। যদিও বর্তমান যুগ পৃথিবীর শেষ যুগ এবং বহু বিপদাপদ রয়েছে যা এখন অবতীর্ণ হবার সময় , তবুও সেই সব বিষয় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ দুনিয়া অবশ্যই কায়েম থাকবে, যার সম্বন্ধে খোদা সংবাদ দিয়েছেন। আমি খোদার পক্ষ থেকে এক প্রকার কুদরত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি। আমি খোদার মূর্তিমান কুদরত। আমার পরে আরো কয়েকজন ব্যক্তি যাঁরা দ্বিতীয় বিকাশ হবেন। অতএব, তোমরা খোদার কুদরতে সানীয়ার (দ্বিতীয় কুদরত) অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়া করতে থাকো। প্রত্যেক দেশে নিষ্ঠাবানদের জামা'তের সমবেতভাবে দোয়ায় নিয়োজিত থাকা বাঞ্ছনীয় যেন দ্বিতীয় কুদরত আসমান থেকে অবতীর্ণ হয় এবং তোমাদের খোদা কত মহাপরাক্রমশালী তাও তোমাদেরকে দেখানো হয়। নিজ মৃত্যুকে নিকটবর্তী জানবে; তোমরা জান না, সেই মুহূর্ত কখন আসবে । জামা'তের পবিত্রচেতা বুযূর্গগণ আমার পর আমার নামে লোকদের বয়আত (দীক্ষা) নিবেন।

* খোদাতা'লা চাচ্ছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সব সাধু প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে, তৌহীদের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং তার ভক্ত দাসদেরকে এক ধর্মে একত্রিত করেন তারা ইউরোপেই বাস করুক বা এশিয়াতেই বাস করুক। এটাই খোদাতা'আলার অভিপ্রায় আর এজন্যেই আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি। সুতরাং তোমরা এই উদ্দেশ্যের অনুসরণ কর; কিন্তু বিনম্র ব্যবহার, নৈতিক উৎকর্ষ ও দোয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ সহকারে। যে পর্যন্ত কেউ রূহুল কুদুস বা পবিত্রাত্মা প্রাপ্ত হয়ে দন্ডায়মান না হয় (সে পর্যন্ত) সবাই আমার পরে সম্মিলিত ভাবে কাজ করতে থাক।

---

* এমন ব্যক্তিরা মু'মিনদের সম্মিলিত রায়ে নির্বাচিত হবেন। যাঁর সম্বন্ধে ৪০ জন মু'মিন একমত হয়ে বলবেন যে, তিনি আমার নামে লোকদের বয়আত নিবার উপযুক্ত, তিনি বয়আত নিবার অধিকারী।

তিনি নিজে অপরের জন্য আদর্শ হয়ে যত্নবান হবেন। খোদাতা'লা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন ঃ

مَیں تیری جماعت کے لئے تیری ہی ذرّیت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا اور اس کے ذریعہ سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔

অর্থাৎ 'আমি তোমার জামা'তের জন্য তোমারই বংশধর থেকে এক ব্যক্তিকে দন্ডায়মান করব এবং তাঁকে আমার নৈকট্য ও ঐশী বাণীর মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করবো। তাঁর দ্বারা সত্যের উন্নতি হবে এবং বহু লোক সত্যকে গ্রহণ করবে।

অতএব, সেই সময়ের জন্য প্রতীক্ষা কর। তোমরা স্মরণ রাখবে যে প্রত্যেকের পরিচয় তার জন্য নির্ধারিত সময়ে পাওয়া যায় এবং তৎপূর্বে তাকে একজন সাধারণ ব্যক্তি বলে মনে হতে পারে অথবা কোন ভ্রান্ত ধারণাবশতঃ তাকে সমালোচনার যোগ্য বলে প্রতিপন্ন করা সম্ভবপর। যেমন এক সময়ে যিনি একজন কামেল পুরুষ হবেন, নির্দিষ্ট কাল পূর্বে তিনিও মাতৃগর্ভে 'নুৎফা' (বীর্য) অথবা ঘনীভূত রক্তস্বরূপই অবস্থান করেন।

তোমাদের উচিত, তোমরাও সহানুভূতি ও চিত্তশুদ্ধি দ্বারা রূহুল কুদুস থেকে অংশ লাভ কর, কারণ রূহুল কুদুস ছাড়া প্রকৃত তাক্ওয়া লাভ হতে পারে না। প্রবৃত্তির বশবর্তিতা সম্পূর্ণ ভাবে পরিহার করে খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সেই পথ অনুসরণ করো, যা অপেক্ষা কোন পথই সঙ্কীর্ণতর নয়। দুনিয়ার ভোগবিলাসে মুগ্ধ হয়ো না কারণ, তা খোদা থেকে দূরে নিক্ষেপ করে। খোদার জন্য কঠোর জীবন অবলম্বন করো। যে বেদনায় খোদা সন্তুষ্ট হন তা সেই সুখ সম্ভোগ থেকে উত্তম, যার ফলে খোদা অসন্তষ্ট হন। যে পরাজয়ে খোদা সন্তুষ্ট হন তা সেই বিজয় অপেক্ষা উত্তম, যা খোদার ক্রোধের কারণ হয়। সেই প্রেম পরিহার কর, যা খোদার ক্রোধের নিকটবর্তী করে। তোমরা যদি বিশুদ্ধ চিত্ত নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হও তবে তিনি সব দিক দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন এবং কোন শত্রু তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। খোদার সন্তুষ্টি তোমরা কোন মতেই লাভ করতে পার না, যে পর্যন্ত তোমাদের সন্তষ্টি, সুখ-ভোগ, তোমাদের মান-ইজ্জত, ধন ও প্রাণ উৎসর্গ করে তাঁর পথে সেই দুঃখ ও কঠোরতা ভোগ না কর, যা তোমাদের সামনে মৃত্যুর দৃশ্য উপস্থিত করে। কিন্তু যদি তোমরা জীবনে বেদনা ও দুঃখ ভোগ কর তবে এক প্রিয় সন্তানের মত খোদার কোলে স্থান পাবে। তোমাদেরকে ঐসব সাধু পুরুষদের উত্তরাধিকারী করা হবে যাঁরা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছেন এবং সব ধরনের কল্যাণের দরজা তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে । কিন্তু এমন ব্যক্তি অতি বিরল।

খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

تقویٰ ایک ایسا درخت ہے جس کو دل میں لگانا چاہئے۔ وہی پانی جس سے تقویٰ پرورش پاتی ہے تمام باغ کو سیراب کر دیتا ہے۔ تقویٰ ایک ایسی جڑ ہے کہ اگر وہ نہیں تو سب کچھ ہیچ ہے اور اگر وہ باقی رہے تو سب کچھ باقی ہے۔ انسان کو اُس فضولی سے کیا فائدہ جو زبان سے خدا طلبی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن قدمِ صدق نہیں رکھتا۔

অর্থাৎ– 'তাক্ওয়া' এমন এক বৃক্ষ যা হৃদয়ে রোপন করতে হবে। সেই পানি, যদ্বারা 'তাকওয়া' লালিত পালিত হয়, গোটা উদ্যানকে উর্বর করে দেয়। তাকওয়া এমন এক মূল, যা না থাকলে সবই বৃথা এবং এটা বজায় থাকলে সবই বজায় থাকে। ঐ মানুষের বৃথা দাম্ভিকতায় কী লাভ, যে শুধু কথায় খোদা–অন্বেষণের দাবি করে, কিন্তু কদমে সিদক্ (অর্থাৎ–সত্যের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত) রাখে না' (অনুবাদক)।

দেখ, আমি তোমাদেরকে সত্য সত্যই বলছি, সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয়েছে, যে ধর্মের সাথে কিছু পার্থিব স্বার্থের সংমিশ্রণ রাখে। 'জাহান্নাম' সেই আত্মার নিকটে, যার সব কামনা-বাসনা খোদার জন্য নয়, বরং কিছু খোদার জন্য এবং কিছু দুনিয়ার জন্য। সুতরাং তোমাদের উদ্দেশ্য সমূহে যদি পার্থিবতার অণুমাত্র সংমিশ্রণ থাকে, তবে তোমাদের সব ইবাদত বৃথা। এমন অবস্থায় তোমরা খোদার অনুবর্তিতা করনা বরং শয়তানের অনুবর্তিতা কর। তোমরা কখনো এ আশা করবে না, এমন অবস্থায় খোদা তোমাদের সাহায্য করবেন বরং এমন অবস্থায় তোমরা মাটির কীট ছাড়া আর কিছু নও এবং অল্পদিনে তোমরা সেভাবে নষ্ট হয়ে যাবে যেভাবে কীটগুলো নষ্ট হয়ে যায় আর তোমাদের মাঝে খোদা থাকবেন না বরং তোমাদেরকে ধ্বংস করে খোদা সন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু যদি তোমরা প্রকৃতই নফ্সের দিক দিয়ে

মৃত্যু বরণ কর, তবে তোমরা খোদার মধ্যে প্রকাশ পাবে এবং খোদা তোমাদের সাথী হবেন। আর যে গৃহে তোমরা বাস করতে তা আশিসপূর্ণ হবে। সেই প্রাচীরগুলোতে খোদার রহমত অবতীর্ণ হবে যা হবে তোমাদের গৃহের প্রাচীর এবং সেই শহর আশিসপূর্ণ হবে যে শহরে এমন ব্যক্তি বাস করবে। যদি তোমাদের জীবন, মরণ, তোমাদের প্রত্যেক কাজ, তোমাদের নম্রতা ও কঠোরতা কেবলমাত্র খোদার জন্য হয় এবং প্রত্যেক দুঃখ ও বিপদকালে তোমরা খোদাকে পরীক্ষা করতে উদ্যত না হও এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না কর বরং সামনে অগ্রসর হও, তবে আমি সত্য সত্য বলছি, তোমরা খোদার এক বিশেষ জাতিতে পরিণত হবে। তোমরাও তেমনি মানুষ, যেমন আমি একজন মানুষ। আর সেই খোদা–ই আমার খোদা যিনি তোমাদেরও খোদা। সুতরাং নিজেদের সৎ বৃত্তিগুলো নষ্ট করো না, যদি সম্পূর্ণ ভাবে খোদার প্রতি অবনত হও, আমি খোদার ইচ্ছা মোতাবেক বলছি তবে দেখবে, তোমরা খোদার এক মনোনীত জাতিতে পরিণত হবে। খোদার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা তোমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করো। তাঁর তৌহীদ কেবলমাত্র মুখেই স্বীকার করবে না বরং ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশ করবে যেন খোদাও কার্যত তাঁর করুণা ও অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রতিহিংসা পরায়ণতা থেকে বিরত থাকবে এবং মানব জাতির প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতিসুলভ ব্যবহার করবে। পুণ্যের প্রতিটি পথ অবলম্বন কর। বলা যায় না, কোন পথে তোমরা তাঁর কাছে গৃহীত হবে।

তোমাদের জন্য সুসংবাদ যে, (খোদাতা'লার) নৈকট্য লাভের মাঠ শূন্য। সব জাতিই সংসার প্রেমে মত্ত। খোদা যাতে সন্তুষ্ট হন, জগদ্বাসীর সেদিকে কোন লক্ষ্য নেই। যাঁরা পূর্ণ উদ্যমে এই দ্বারে প্রবেশ করতে চান, তাঁদের জন্য নিজেদের সদ্গুণের পরিচয় দিবার এবং খোদার কাছ থেকে পুরস্কার লাভের এটাই সুযোগ।

খোদা তোমাদেরকে বিনষ্ট করবেন, এটা কখনো মনে করবে না। তোমরা খোদার হাতের এক বীজ বিশেষ যা যমীনে বপন করা হয়েছে। খোদা বলেছেন ঃ-

یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا

অর্থাৎ– 'এ বীজ বাড়বে, ফুল দেবে, প্রত্যেক দিকে এর শাখা-প্রশাখা বের হবে এবং এক মহামহীরূহে পরিণত হবে' (অনুবাদক) । সুতরাং কল্যাণ মন্ডিত তারা, যারা খোদার কথায় ঈমান রাখে এবং মধ্যবর্তী সময়ের বিপদাবলীর জন্য ভীত হয় না। কারণ বিপদাবলীর আগমনও আবশ্যক এ দিয়ে খোদাতা'লা তোমাদের পরীক্ষা করেন–কে তোমাদের মাঝে নিজ বয়আতের দাবিতে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী। যে ব্যক্তি কোন বিপদের সময় পদস্খলিত হবে সে খোদার কোন ক্ষতি করবে না, তার দুর্ভাগ্য তাকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। তার জন্ম না হলেই তার জন্য ভাল ছিলো। কিন্তু সেসব ব্যক্তি যারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরবে, তাদের উপর বিপদাবলীর ভূমিকম্প আসবে, দুর্ঘটনার তুফান বইবে, জাতিসমূহ তাদের প্রতি হাসি-বিদ্রুপ করবে এবং জগৎ তাদের প্রতি ঘৃণাসূচক ব্যবহার করবে, কিন্তু পরিশেষে তারা বিজয় লাভ করবে এবং আশিসের দুয়ারগুলো তাদের জন্য উদ্ঘাটিত হবে।

খোদাতা'লা আমার জামা'তকে অবহিত করার জন্য আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

جو لوگ ایمان لائے، ایسا ایمان جو اُس کے ساتھ دنیا کی ملونی نہیں اور وہ ایمان نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں اور وہ ایمان اطاعت کے کسی درجہ سے محروم نہیں ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں

অর্থাৎ– 'যারা ঈমান এনেছে, এমন ঈমান যে, এতে কোন পার্থিব (স্বার্থ বা লালসার) সংমিশ্রণ নেই এবং সেই ঈমান যা কপটতা, মিথ্যা, ভীরুতাদুষ্ট নয় এবং তা আজ্ঞানুবর্তিতার কোন স্তর থেকে বিবর্জিত নয়, এমন ব্যক্তিরা খোদার প্রিয় ব্যক্তি' (অনুবাদক)। খোদা বলেন ঃ-

وہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے۔

অর্থাৎ– "তাদের পদচারণাই সত্যের পদচারণা"।

হে শ্রোতাগণ! শোন খোদা তোমাদের কাছে কী চান? শুধু এটাই যে, তোমরা তাঁরই হয়ে যাও, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না; আকাশেও না, ভূ-পৃষ্ঠেও না। আমাদের খোদা সেই খোদা–যিনি এখনো জীবিত আছেন যেভাবে পূর্বে জীবিত ছিলেন, এখনো তিনি কথা বলেন যেভাবে পূর্বে কথা বলতেন; এবং এখনো শুনেন যেমন পূর্বে শুনতেন। এ যুগে তিনি শুনেন কিন্তু কথা বলেন না এটা অলীক ধারণা। বস্তুত তিনি শুনেন এবং কথাও বলেন। যাঁর সব গুণাবলী অনাদি ও চিরস্থায়ী। তাঁর কোন গুণই নিষ্ক্রিয় নয় এবং এরূপ কখনো হবে না। তিনি সেই ওয়াহেদ, লা-শরীক খোদা। যাঁর কোন পুত্র নেই এবং যাঁর কোন স্ত্রীও নেই। তিনি সেই অনুপম খোদা, যাঁর সদৃশ দ্বিতীয় কেউ নেই এবং যাঁর ন্যায় কেউই কোন বিশেষ গুণে গুণান্বিত নয়। তাঁর তুল্য কেউ নেই, তাঁর সমগুণসম্পন্ন কেউ নেই এবং তাঁর কোন শক্তি লয়শীল নয়। তিনি দূরে থেকেও নিকটে এবং নিকটে থেকেও দূরে। তিনি রূপকভাবে আহলে কাশ্‌ফ (দিব্যদর্শী) এর নিকট আত্মপ্রকাশ করতে পারেন; কিন্তু তাঁর কোন শরীক নেই, না কোন আকার আছে। তিনি সবার উপরে কিন্তু এটা বলতে পারবো না, তাঁর নিচে অন্য কেউ রয়েছে। তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত আছেন। কিন্তু একথা বলতে পারবো না যে, তিনি পৃথিবীতে নেই। তিনি পূর্ণ গুনাবলীর আধার এবং সব সত্যিকার প্রশংসার সমাহার বা প্রকাশক। তিনি সব সৌন্দর্যের উৎস এবং তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সব কল্যাণের প্রস্রবণ, প্রত্যেক

বস্তুর আশ্রয়স্থল এবং তিনি প্রত্যেক রাজ্যের অধিশ্বর, প্রত্যেক চরম উৎকর্ষের অধিকারী এবং প্রত্যেক ত্রুটি ও দুর্বলতা হতে মুক্ত। পৃথিবী ও আকাশের অধিবাসী তাঁরই ইবাদত ও উপাসনা করবে। এ বিষয়ে তিনিই একক। তাঁর নিকট কোন কিছুই অসম্ভব নয়। সব রূহ (আত্মা) ও এদের শক্তিসমূহ এবং অণু-পরমাণু ও এদের শক্তিসমূহ তাঁরই সৃষ্ট। তাঁর কর্তৃত্ব ছাড়া কোন বস্তুই প্রকাশিত হয় না। তিনি নিজ শক্তি, মহিমা ও নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে নিজেকে নিজে প্রকাশ করেন এবং তাঁকে তাঁরই সাহায্যে আমরা লাভ করতে পারি। তিনি সব সময় সাধুদের কাছে নিজ অস্তিত্ব প্রকাশ করে থাকেন এবং নিজ শক্তি ও মহিমা তাদেরকে প্রদর্শন করেন। এ থেকেই তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় এবং এর মাধ্যমেই তাঁর মনোনীত পথের পরিচয় লাভ করা যায়।

তিনি জড় চোখ ছাড়া দেখেন, জড় কান ছাড়া শোনেন এবং জড় জিহ্বা ছাড়া কথা বলেন। এভাবে অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে আনা তাঁর কাজ। যেমন তোমরা দেখতে পাও যে, স্বপ্নের দৃশ্যাবলীতে কোন উপাদান ছাড়া তিনি এক জগৎ সৃষ্টি করে থাকেন এবং প্রত্যেক লয়শীল ও অস্তিত্বহীনকে বাস্তবাকারে প্রদর্শন করেন। বস্তুত এভাবেই সব কুদরত (ক্ষমতা) বিরাজিত। যে তার কুদরত অস্বীকার করে সে মুর্খ। সেই ব্যক্তি অন্ধ যে তাঁর গভীর শক্তিসমূহ সম্বন্ধে অজ্ঞ। যেসব কাজ তাঁর মর্যাদার পরিপন্থী বা তাঁর প্রতিশ্রুতি বিরুদ্ধ, এগুলো ছাড়া বাকী সবই তিনি করেন এবং করতে সক্ষম। তিনি নিজ সত্তায়, গুণে, কাজে ও শক্তিতে অদ্বিতীয় এবং তাঁর কাছে পৌঁছবার জন্য একটি ভিন্ন অন্য সব দুয়ারই বন্ধ। এ দুয়ার কুরআন মজীদ উদ্ঘাটন করেছে। পূর্বের সব নবুওয়ত ও সব ধর্মগ্রন্থ স্বতন্ত্রভাবে অনুসরণ করার আর কোন প্রয়োজন নেই। কেননা মুহাম্মদী নবুওয়ত এদের সবগুলিকে আত্মস্থ এবং পরিবেষ্টন করে আছে। এছাড়া সব পথই বন্ধ। খোদা পর্যন্ত পৌঁছায় এমন সব সত্য এতেই নিহিত রয়েছে। এরপর আর কোন নতুন সত্য আসবে না এবং ইতোপূর্বে এমন কোন সত্য ছিলো না যা

এতে উল্লেখিত নেই। এই নবুওয়তের মাঝে সব নবুওয়ত শেষ হয়েছে এবং এটাই হবার ছিল। কারণ যে জিনিষের সূচনা আছে তার জন্য সমাপ্তিও আছে। কিন্তু এ মুহাম্মদী নবুওয়ত নিজ আশিস বিতরণে অসমর্থ নয় বরং সব নবুওয়ত অপেক্ষা এতে অধিক ফয়েয বা আশিস রয়েছে। এ নবুওয়তের অনুসরণ খুব সহজে খোদা পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এবং এর অনুবর্তিতায় খোদাতা'লার প্রেম ও তাঁর বাক্যালাপের পুরস্কার পূর্বাপেক্ষা অধিক হারে লাভ করা যায়। কিন্তু এর পূর্ণ অনুসারী শুধু নবী নামে অভিহিত হতে পারে না, কারণ এতে পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ মুহাম্মদী নবুওয়তের অবমাননা হয়। অবশ্য উম্মতি ও নবী, এ উভয় শব্দ সম্মিলিতভাবে তাঁর প্রতি প্রযুক্ত হতে পারে। কারণ, এতে পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন মুহম্মদী নবুওয়তের অবমাননা হয় না বরং সেই নবুওয়তের জ্যোতি সেই আশিসের মাধ্যমে অধিকতর প্রকাশিত হয়। * যখন সেই বাক্যালাপ মান, গুণ এবং সংখ্যার দিক দিয়ে চরম পর্যায়ে পৌঁছে, এতে কোনরূপ রুক্ষতা, ত্রুটি ও স্বল্পতা বাকী না থাকে এবং প্রকাশ্যভাবে ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত কথা এতে বিদ্যমান থাকে। অন্য কথায় তখন এটাই নবুওয়ত নামে অভিহিত হয়। সব নবী এ ব্যাপারে একমত। সুতরাং যে জাতি সম্বন্ধে বলা হয়েছিল ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

অর্থাৎ–'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত যাকে মানব জাতির কল্যাণের জন্য উত্থিত করা হয়েছে (আলে ইমরান:১১১) এবং যাদেরকে ঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ–'তুমি আমাদেরকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর তাঁদের পথে, যাঁদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছো (সূরা ফাতেহা-৬-৭)।

---

* এতদ্সত্ত্বেও একথা উত্তমরূপে স্মরণ রাখতে হবে যে, শরীয়তবাহী নবুওয়তের দুয়ার আঁ হযরত (সা.) এর পর সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ হয়েছে

এই দোয়া যাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছিল, এদের সম্বন্ধে এটা কখনো সম্ভবপর ছিল না যে, এরা সবাই এ উচ্চমর্যাদা লাভে বঞ্চিত থাকবে এবং কোন একজনও এ মর্যাদা লাভ করবে না। এমতাবস্থায় এতে শুধু এ দোষই হতো না যে, মুহাম্মদী উম্মত অপূর্ণ ও অপরিণত থাকতো এবং সবাই অন্ধের ন্যায় হতো বরং এ ত্রুটিও হতো যে, আঁ হযরত (সা.)-এর কল্যাণ প্রসারী শক্তি (কুওয়াতে ফয়যান) কলঙ্কিত হতো, তাঁর পবিত্রকরণ শক্তি অপরিণত বলে প্রতিপন্ন হতো এবং একই সাথে সেই দোয়া যাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে পাঠ করার শিক্ষা দেয়া হয়েছিল, তা শিখানো বৃথা হতো। অন্যদিকে এ দোষও থাকতো যে, কেউ যদি এই চরম মর্যাদা মুহাম্মদী নবুওয়তের জ্যোতিকে অনুসরণ না করে সরাসরি লাভ করতে সমর্থ হতো, তাহলে খতমে নবুওয়তের অর্থ রদ হয়ে যেতো। সুতরাং এ উভয় প্রকার দোষ হতে নিরাপদ রাখার জন্য খোদা তা'আলা পবিত্র, বিশুদ্ধ ও পূর্ণ বাক্যালাপের সম্মান এমন কোন কোন ব্যক্তিকে প্রদান করেছেন, যাঁরা ফানাফির রসূল অবস্থায় অর্থাৎ রসূলুল্লাহতে বিলীন হয়ে পূর্ণস্তরে উপনীত হয়েছেন এবং যার মাঝে কোন আবরণ নেই এবং উম্মতী হবার তাৎপর্য ও অনুসরণ করার অর্থ পরম ও চরম মাত্রায় তাঁদের মাঝে পাওয়া গেছে, এরূপভাবে পাওয়া গেছে যে, তাঁদের নিজ অস্তিত্ব বলতে কিছুই নেই বরং তাঁদের আত্মবিলীনতার দর্পনে আঁ-হযরত (সা.) এর অস্তিত্ব প্রতিফলিত হয়েছে এবং অপরদিকে নবীগণের ন্যায় পূর্ণ ও পরিণতভাবে তাঁরা আল্লাহ্ তা'লার সাথে বাক্যালাপের সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

এবং কুরআন মজীদের পর অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ নেই যা নতুন বিধান শিক্ষা দিতে পারে অথবা কুরআন শরীফের আদেশ রহিত করে বা এর অনুবর্তিতা অকেজো করতে পারে বরং এর অনুশীলন কিয়ামতকাল পর্যন্ত অনুসরণীয়।

সুতরাং এভাবে কোন কোন ব্যক্তি উম্মতি হওয়া সত্ত্বেও নবী উপাধি লাভ করেছেন। কারণ এই প্রকার নবুওয়ত মুহাম্মদী নবুওয়ত হতে পৃথক নয় বরং গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে এটা প্রকৃত পক্ষে মুহাম্মদী নবুওয়তই বটে যা এক নতুন আকারে জ্যোতির্ময় হয়েছে। এটাই এ বাক্যাংশের অর্থ যা মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে আঁ-হযরত (সা.) বলেছেন যে,

نَبِیُّ اللّٰهِ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ

অর্থাৎ–"তিনি নবী ও উম্মতী দুই-ই হবেন। অন্যথায় এটা অপর কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। ধন্য তিনি, যিনি এ তত্ত্বটি বুঝতে পারেন এবং ধ্বংস হতে রক্ষা পান।

ঈসা (আ.) কে খোদা ওফাত দিয়েছেন যেমন খোদাতা'লার পরিস্কার ও স্পষ্ট আয়াত ঃ

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِیْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ–"কিন্তু যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তখন তুমিই তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক ছিলে।" (সূরা মায়েদা:১১৮) এরই সাক্ষ্য দিচ্ছে। সংশিষ্ট আয়াতগুলোসহ এর অর্থ হচ্ছে খোদা কেয়ামতের দিন ঈসা (আ.) কে জিজ্ঞেসা করবেন, "তুমি কি তোমার উম্মতকে এ শিক্ষা দিয়েছিলে যে, আমাকে ও আমার 'মা'কে খোদা বলে মান্য করো"? এর জবাবে হযরত ঈসা (আ.) বলবেন, "যতোদিন পর্যন্ত আমি তাদের মাঝে ছিলাম ততোদিন পর্যন্ত আমি তাদের উপর সাক্ষী ও তত্ত্বাবধায়ক ছিলাম, এবং যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দান করলে, তখন আবার আমি কিভাবে জানতাম যে, আমার পরে তারা কোন বিপথগামিতায় নিপতিত হয়েছিলো।"

এখন যদি কারো ইচ্ছা হয় فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ আয়াতের এ অর্থ করতে যে, ‘যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দান করলে’ অথবা নিজের অন্যায় জিদ ত্যাগ না করে এ অর্থ করতে পারে, ‘যখন তুমি আমাকে সশরীরে আকাশে উঠিয়ে নিলে।’ যে কোন অবস্থায় এই আয়াত দ্বারা এটিই প্রমাণিত হয় যে ঈসা (আ.) পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন না। কারণ, কেয়ামতের পূর্বে যদি তিনি আবার পৃথিবীতে আসতেন এবং ক্রুশ ভাঙা হতো তবে এমতাবস্থায় এটি সম্ভবপর নয় যে, হযরত ঈসা (আ.) যিনি খোদার নবী ছিলেন, কেয়ামতের দিন খোদাতা’লার মুখোমুখি হয়ে এরূপ নিছক মিথ্যা কথা বলবেন যে, ‘আমার পরে আমার উম্মত আমাকে ও আমার মা কে খোদা বলে নির্ধারণ করে যে ভ্রান্ত বিশ্বাস অবলম্বন করেছে, এ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না’। যে ব্যক্তি পৃথিবীতে পুনরায় আগমন করে ৪০ বছর সেখানে অবস্থান করবেন এবং খৃষ্টানদের সাথে যুদ্ধ করবেন, ‘নবী’ নামে অভিহিত হয়ে তিনি কি এরূপ জঘন্য মিথ্যা কথা বলতে পারেন যে, আমি (ঐসব) কিছুই জানি না। সুতরাং যেহেতু এ আয়াত হযরত ঈসা (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমনকে রোধ করছে, নতুবা তিনি মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হচ্ছেন, সেহেতু তিনি যদি জড় দেহে আকাশে থাকেন এবং এ আয়াতের সুস্পষ্ট অর্থ মোতাবেক কেয়ামতের দিন পর্যন্ত পৃথিবীতে অবতরণ না করেন তবে কি তিনি আকাশেই মারা যাবেন এবং আকাশেই কি তাঁর কবর হবে? কিন্তু আকাশে মৃত্যুলাভ করা

فِيْهَا تَمُوْتُوْنَ “তোমরা পৃথিবীতেই মরবে”

(সূরা আরাফ : ২৬) আয়াতের বিরোধী। সুতরাং এতে এটাই প্রমাণিত হয়, তিনি জড় দেহ নিয়ে আকাশে গমন করেননি বরং মৃত্যুর পর গিয়েছেন। যেখানে আল্লাহর কিতাব একান্ত পরিস্কারভাবে এ মীমাংসা করে দিয়েছে, সেখানে আল্লাহর কিতাবের বিরোধিতা করা মহাপাপ ছাড়া আর কি?

আমি যদি না আসতাম, তাহলে শুধু ব্যাখ্যা সংক্রান্ত ভ্রান্তি ক্ষমার যোগ্য ছিলো। কিন্তু যখন আমি খোদার তরফ হতে এসে গেছি এবং কুরআন শরীফের সুস্পষ্ট ও সত্য অর্থ প্রকাশ হয়ে গেছে, তা সত্ত্বেও ভুলকে পরিহার না করা ঈমানদারীর কাজ নয়। আকাশেও এবং পৃথিবীতেও আমার জন্য খোদার নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। শতাব্দীরও প্রায় এক-চতুর্থাংশ অতিবাহিত হয়ে গেছে, সহস্র-সহস্র চিহ্ন প্রকাশিত হয়েছে এবং পৃথিবীর বয়সের [আদম (আ.) এর পর] সপ্তম হাজার বছর শুরু হয়ে গেছে। অতএব, সত্যকে গ্রহণ না করা কিরূপ পাষাণ হৃদয়ের পরিচায়ক!

দেখ, আমি উচ্চস্বরে বলছি, খোদার নিদর্শনাবলী এখনো শেষ হয়নি। সেই প্রথম ভূমিকম্পের নিদর্শনের পর যা ৪ এপ্রিল, ১৯০৫ সনে সংঘটিত হয়েছিল এবং যার সম্বন্ধে দীর্ঘকাল পূর্বে সংবাদ দেয়া হয়েছিল, পুনরায় খোদা আমাকে জানিয়েছেন, বসন্তের মৌসুমে আরো এক প্রচন্ড ভূমিকম্প আগতপ্রায়। এটা বসন্তকালে হবে। জানি না, এটা কি বসন্তের প্রথম ভাগে হবে, যখন গাছে পাতা বের হয়, না মধ্য ভাগে হবে বা এর শেষ দিনে। এ সম্বন্ধে খোদার ওহীর বাক্য হচ্ছে ঃ

“پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی”

অর্থাৎ–‘আবার বসন্ত আসলো, খোদার বাণী আবার পূর্ণ হলো’ (অনুবাদক)।

যেহেতু পূর্বের ভূমিকম্প বসন্তকালে সংঘটিত হয়েছিলো, সেজন্য খোদাতা’লা সংবাদ দিয়েছেন, পরবর্তী ভূমিকম্পও বসন্তকালেই আসবে এবং যেহেতু জানুয়ারির শেষ ভাগে কোন কোন গাছে পাতা বের হওয়া শুরু হয়, সে কারণে এমাস হতেই ভয়ের সময় আরম্ভ হবে এবং সম্ভবত মে মাসের শেষ নাগাদ এদিন থাকবে। *

---

* আমি জানিনা, বসন্ত দিয়ে কি বসন্তকেই বুঝায় যা এই শীতের পর আসছে না অন্য কোন সময়ে এ ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা নির্দিষ্ট রয়েছে যখন বসন্তকাল হবে।

খোদা বলেছেনঃ زَلْـزَلَـةُ السَّـاعَةِ

অর্থাৎ–“সেই ভূমিকম্প কেয়ামতের নমুনা হবে।”

তিনি আরো বলেছেন ঃ لَکَ نُـرِیْ اٰیٰتٍ وَّنَهْـدِمُ مَایَعْمُرُوْنَ

অর্থাৎ–“তোমার জন্য আমি আপন নিদর্শন প্রদর্শন করবো এবং (তারা) যেসব প্রাসাদ নির্মাণ করতে থাকবে আমি তা ধূলিসাৎ করতে থাকবো”* (অনুবাদক)। পুনরায় তিনি বলেছেনঃ

”بھونچال آیا اور شدت سے آیا۔ زمین تہ و بالا کر دی“

অর্থাৎ–“একটি ভীষণ ভূমিকম্প হবে, তীব্র বেগে হবে, পৃথিবীকে ওলট-পালট করে দেবে” (অনুবাদক)। অর্থাৎ–এমন এক ভীষণ ভূমিকম্প সংঘটিত হবে যা পৃথিবীর কোন কোন অংশ ওলট-পালট করে দেবে। যেমন লূত (আ.)-এর সময় হয়েছিল।

খোদাতা'লা আবার বলেছেন ঃ-

اِنِّـیْ مَـعَ الْاَفْـوَاجِ اٰتِیْـکَ بَغْتَةً

অর্থাৎ–'আমি সংগোপনে সৈন্যদলসহ আগমন করবো। সেদিন সম্বন্ধে কেউ জ্ঞাত থাকবে না, যেমন লূত (আ.) এর শহর ওলট-পালট না করা

যাহোক, খোদাতা'লার বাক্য হতে জানা যায়, তা বসন্তকালে হবে। তা যে কোন বসন্তকালই হোক না কেন। কিন্তু খোদা এমন এক ব্যক্তির ন্যায় আগমন করবেন, যে রাত্রে সংগোপনে এসে থাকে। একথাই খোদা আমাকে বলেছেন।

* এ সম্বন্ধে খোদার আরো একটি ওহী হচ্ছে ঃ ”تیرے لئے میرا نام چمکا“

অর্থাৎ–'তোমার জন্য আমার নাম উজ্জ্বল হয়েছে'।

পর্যন্ত কেউ কিছু জানতো না এবং সবাই পানাহার ও আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত ছিল। হঠাৎ ভূমি উলটিয়ে দেয়া হলো। সুতরাং খোদা বলছেন, এস্থলেও এরূপই হবে।

কেননা পাপ সীমা অতিক্রম করেছে ও মানুষ দুনিয়াকে সীমাতিরিক্ত ভালবাসতে শুরু করেছে এবং খোদার পথ অবহেলার চোখে দেখা হচ্ছে।

খোদা পুনরায় বলেছেন ঃ زندگیوں کا خاتمہ অর্থাৎ –“জীবনের অবসান” (অনুবাদক)।

খোদাতা’লা আবার আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ قَالَ رَبُّکَ اِنَّهٗ نَازِلٌ مِّنَ السَّمَآءِ مَا يُرْضِيْكَ رَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا

অর্থাৎ–“তোমার প্রভু বলছেন, আকাশ থেকে এক আদেশ অবতীর্ণ হবে যাতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। এটি আমার পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ হবে। এটি সুনিশ্চিত বিষয় যা পূর্ব থেকে নির্ধারিত ছিল এবং এই ভবিষ্যদ্বাণী জাতিসমূহে প্রচারিত না হওয়া পর্যন্ত আকাশ এ আদেশ অবতীর্ণ করা থেকে বিরত থাকবে। কে আছে যে আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে? সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি ছাড়া এটা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

স্মরণ রাখতে হবে, এ ঘোষণা ত্রাস সৃষ্টির জন্য নয়, বরং ভবিষ্যৎ আশঙ্কা সম্বন্ধে যথাসময়ে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ কেউ বিনষ্ট না হয়। প্রত্যেক বিষয় নিয়্যত বা উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং আমার উদ্দেশ্য দুঃখ দেয়ার জন্য নয় বরং দুঃখ থেকে রক্ষা করার জন্য। সে সব লোক যারা তওবা করে, তাদেরকে খোদার আযাব থেকে রক্ষা করা হবে; কিন্তু যে হতভাগা তওবা করে না, হাসি-বিদ্রূপপূর্ণ বৈঠকাদি পরিহার করে না, দুষ্কর্ম ও গুনাহ্ হতে

নিবৃত্ত হয় না, তার ধ্বংস হবার সময় সন্নিকট, কারণ তার ঔদ্ধত্য খোদার দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, যেমন পূর্বে আমি বলেছি, খোদা আমাকে আমার মৃত্যু সম্বন্ধে সংবাদ দিয়েছেন এবং আমাকে সম্বোধন করে আমার জীবন সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں"۔

অর্থাৎ–'খুব অল্পদিন অবশিষ্ট রয়েছে' (অনুবাদক)।

তিনি আরো বলেছেন ঃ

"تمام حوادث اور عجائباتِ قدرت دکھلانے کے بعد تمہارا حادثہ آئے گا"۔

অর্থাৎ–'সব দৈব-দুর্যোগ এবং ঐশী শক্তির বিস্ময়কর ঘটনাবলী প্রদর্শনের পর তোমার ঘটনা উপস্থিত হবে' (অনুবাদক)।

এতে কিছু দৈব ব্যাপার সংঘটিত হবার এবং ঐশী শক্তির কিছু বিস্ময়কর ঘটনা প্রকাশিত হওয়া অনিবার্য, যেন পৃথিবী এক মহা পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হয় এবং সেই পরিবর্তনের পর আমার মৃত্যু হয়।

আমাকে একটা জায়গা দেখানো হয়েছে এবং জানানো হয়েছে, এটা তোমার কবরস্থান হবে। আমি একজন ফিরিশতাকে দেখেছি, সে ভূমি জরিপ করছে। তখন সে একস্থানে পৌঁছে আমাকে বললো, "এটা তোমার কবরস্থান।" পুনরায় একস্থানে আমাকে একটি কবর দেখানো হয়েছে যা রূপার চেয়েও বেশি উজ্জ্বল ছিল। যার মাটি পুরোটাই ছিলো রূপার। তখন আমাকে বলা হলো, "এটা তোমার কবর।" আরো একটি স্থান আমাকে দেখানো হয়েছে এবং সেই স্থানের নাম রাখা

হয়েছে ‘বেহেশতী মাকবেরা’ এবং প্রকাশ করা হয়েছে যে উক্ত স্থান জামা’তের সেসব মনোনীত ব্যক্তিদের সমাধিক্ষেত্র যাঁরা ‘বেহেশতী’। তখন হতে সর্বদাই আমার চিন্তা ছিল জামা’তের জন্য কবরস্থানের উদ্দেশ্যে একখন্ড জমি কেনা হোক। কিন্তু সুবিধাজনক উত্তম জমির মূল্য অধিক হবার কারণে এই উদ্দেশ্যটি বহুদিন পর্যন্ত স্থগিত ছিলো। এখন ভ্রাতা মরহুম আব্দুল করীম সাহেবের ওফাতের পর যখন আমার মৃত্যু সম্বন্ধেও বার বার খোদার ওহী হয়েছে সেজন্য দ্রুত কবরস্থানের ব্যবস্থা করা আমি সঙ্গত মনে করি । এজন্য আমি আমার বাগানের কাছে নিজ মালিকানাধীন জমি, যার মূল্য হাজার টাকার কম হবে না, এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট করেছি এবং আমি দোয়া করছি খোদা যেন এতে বরকত দান করেন এবং একেই ‘বেহেশতী মাকবেরায়’ পরিণত করেন। জামা’তের সেসব পবিত্রাত্মা ব্যক্তিদের যেন এটা নিদ্রাস্থান হয়, যাঁরা প্রকৃতই ধর্মকে পৃথিবীর সব বিষয়ের উপর প্রাধান্য দান করেছেন, সংসার প্রেম পরিহার করেছেন ও খোদার হয়ে গেছেন এবং নিজেদের মাঝে এক পুণ্য পরিবর্তন সাধন করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের ন্যায় বিশ্বস্ততা ও সত্যনিষ্ঠার আদর্শ স্থাপন করেছেন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

আবার আমি দোয়া করছি, হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা! এ ভূমিখন্ডকে আমার জামা’তের সেই পবিত্রচিত্ত ব্যক্তিদের সমাধিক্ষেত্রে পরিণত করো যাঁরা প্রকৃতই তোমার হয়ে গেছেন এবং যাঁদের কাজকর্মে পার্থিব স্বার্থের সংমিশ্রণ নেই। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

পুনরায়, আমি তৃতীয়বার দোয়া করছি, হে আমার সর্বশক্তিমান ও দয়ালু, হে ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময় খোদা! তুমি শুধু সেসব লোককে এখানে কবরের জায়গা দান কর যাঁরা তোমার এ প্রেরিতের প্রতি প্রকৃত ঈমান রাখেন এবং কোন প্রকার কপটতা,

স্বার্থপরতা ও অন্যায় সন্দেহ * নিজেদের অন্তরে পোষণ না করলে

---

* অন্যায়-সন্দেহ (বদ-যন্নি) এক মারাত্মক আপদ যা ঈমানকে এতো শীঘ্র ভস্মীভূত করে দেয়, যেভাবে আগুন খড়কুটোকে ভস্মীভূত করে থাকে। যে ব্যক্তি খোদার প্রেরিত পুরুষদের প্রতি অন্যায় সন্দেহ পোষণ করে, খোদা স্বয়ং তার শত্রু হয়ে যান এবং সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দাঁড়িয়ে যান। তিনি নিজ মনোনীতদের জন্য এমন মর্যাদাবোধ পোষণ করেন যে, কারো মধ্যে তার তুলনা পাওয়া যায় না। আমার বিরুদ্ধে যখন বিভিন্ন প্রকারের আক্রমণ হয়েছিল তখন আমার জন্য খোদার সেই আত্মমর্যাদাবোধ উত্তেজিত হয়েছিল, যেমন তিনি বলেছেন ঃ

ـ اِنِّیْ مَعَ الرَّسُوْلِ اَقُوْمُ وَاَلُوْمُ مَنْ یَّلُوْمُ وَاُعْطِیْکَ مَایَدُوْمُ۔ لَکَ دَرَجَۃٌ فِی السَّمَآءِ وَفِی الَّذِیْنَ ھُمْ یُبْصِرُوْنَ۔ وَلَکَ نُرِیْ اٰیٰتٍ وَنَھْدِمُ مَا یَعْمُرُوْنَ۔ وَقَالُوْا اَتَجْعَلُ فِیْھَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْھَا۔ قَالَ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ۔اِنِّی مُھِیْنٌ مَنْ اَرَادَ اِھَانَتَکَ۔ لَاتَخَفْ اِنِّیْ لَایَخَافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُوْنَ۔ اَتٰی اَمْرُ اللّٰہِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْہُ۔ بِشَارَۃٌ تَلَقَّاھَاالنَّبِیُّوْنَ۔ یَااَحْمَدِیْ اَنْتَ مُرَادِیْ وَمَعِیْ۔ اَنْتَ مِنِّیْ بِمَنْزِلَۃِ تَوحِیْدِیْ تَفْرِیْدِیْ وَاَنْتَ مِنِّیْ بِمَنْزِلَۃٍ لَا یَعْلَمُھَا الْخَلْقُ۔ وَاَنْتَ وَجِیْہٌ فِیْ حَضْرَتِیْ۔ اِخْتَرْتُکَ لِنَفْسِیْ۔ اِذَا غَضِبْتَ غَضِبْتُ۔ وَکُلَّمَا اَحْبَبْتَ اَحْبَبْتُ۔ اٰثَرَکَ اللّٰہُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ جَعَلَکَ الْمَسِیْحَ ابْنَ مَرْیَمَ۔ لَایُسْئَلُ عَمَّایَفْعَلُ وَھُمْ یُسْئَلُوْنَ۔وَکَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا۔ یَعْصِمُکَ اللّٰہُ مِنَ الْعِدَا۔ وَیَسْطُوْا بِکُلِّ مَنْ سَطَا۔ ذَالِکَ بِمَا عَصَوْا وَّکَانُوْا یَعْتَدُوْنَ۔ اَلَیْسَ اللّٰہُ بِکَافٍ عَبْدَہٗ۔ یٰجِبَالُ اَوِّبِیْ مَعَہٗ وَالطَّیْرُ۔ کَتَبَ اللّٰہُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِیْ۔ وَھُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِھِمْ سَیَغْلِبُوْنَ۔اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِیْنَ ھُمْ مُحْسِنُوْنَ۔ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اَنَّ لَھُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّھِمْ۔ سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِیْمٍ۔ وَامْتَازُو الْیَوْمَ اَیُّھَا الْمُجْرِمُوْنَ۔

এবং ঈমান ও অনুবর্তিতার দাবিসমূহ পূরণ করে থাকেন এবং তোমারই জন্য ও তোমারই পথে আন্তরিকতার সাথে জীবন উৎসর্গ করেছেন, যাঁদের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট এবং যাঁদের সম্বন্ধে তুমি জানো যে, তাঁরা সম্পূর্ণরূপে তোমার প্রেমে বিলীন হয়ে গেছেন এবং তোমার প্রেরিতজনের সাথে বিশ্বস্ততা, পূর্ণ শিষ্টাচার ও অকপট বিশ্বসের সাথে প্রেম ও মরণ-পণ সম্পর্ক রাখেন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

যেহেতু আমি এ কবরস্থান সম্বন্ধে অতীব গুরুত্বপূর্ণ অনেক সুসংবাদ পেয়েছি এবং খোদা এটাকে শুধু ‘বেহেশতী মাকবেরা’ই বলেননি বরং এও বলেছেন, أُنْزِلَ فِيْهَا كُلُّ رَحْمَةٍ অর্থাৎ–‘সর্বপ্রকার অনুগ্রহ এ কবরস্থানে অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং এমন কোন অনুগ্রহ নেই যাতে এ কবরস্থানবাসীদের অংশ নেই।’ সেজন্য খোদা আপন প্রচ্ছন্ন ওহীর মাধমে আমার মন এ বিষয়ের দিকে ধাবিত করেছেন, যেন এ কবরস্থানের জন্য এমন শর্ত নির্ধারণ করা হয় যে, শুধুমাত্র সেসব লোকই এতে প্রবেশ লাভ করতে পারবেন যারা সত্যনিষ্ঠা ও পূর্ণ সাধুতা বশত এগুলো পালন করেন। সুতরাং এ শর্তগুলো তিনটি* এবং সবাইকে এগুলো পালন করতে হবে।

(১) প্রথম শর্ত–এই কবরস্থানের বর্তমান জমি চাঁদা হিসেবে আমি আমার পক্ষ থেকে দান করেছি কিন্তু এর চতুর্সীমা ঠিক করতে আরো কিছু জমি ক্রয় করা হবে যার আনুমানিক মূল্য এক হাজার টাকা হবে। এটাকে সুশোভিত করার জন্যে কিছু বৃক্ষ রোপন ও একটি কূপ খনন করতে হবে। কবরস্থানের উত্তর দিকের পথে অনেক পানি জমে থাকে সেজন্য একটি সেতু নির্মাণ করতে হবে। এসবের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০০০/- টাকা প্রয়োজন হবে।

---

* মূল পুস্তকে যেহেতু ৩টি শর্ত লেখা আছে সেহেতু এখানেও ৩টিই অনুবাদ করা হলো–প্রকাশক।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সুতরাং মোট ৩০০০/- টাকার প্রয়োজন যা এসব কাজে ব্যয় হবে। অতএব, প্রথম শর্ত হলো, প্রত্যেক ব্যক্তি, যিনি এ কবরস্থানে সমাহিত হতে চান তিনি নিজ অবস্থানুযায়ী এই ব্যয় নির্বাহের জন্য চাঁদা প্রদান করবেন।

অর্থাৎ–"আমি আমার রসূলের সাথে দাঁড়াবো এবং তিরস্কারকারীদেরকে তিরস্কার করবো এবং তোমাকে চিরসম্পদ প্রদান করবো। আকাশে তোমার জন্য এক মহামর্যাদা রয়েছে এবং যারা দেখতে পায় তাদের কাছেও তোমার মর্যাদা আছে। আমি তোমার জন্য নিদর্শন প্রদর্শন করবো এবং তারা যেসব প্রাসাদ নির্মাণ করে, তা ধূলায় মিশিয়ে দিবো। তারা বললো, 'পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এমন ব্যক্তিকে কি আপনি সৃষ্টি করেন'? তিনি বললেন, 'তার সম্বন্ধে আমি যা জানি তা তোমরা জান না'। যে ব্যক্তি তোমার অবমাননা করতে চায়, আমি তাকে অপমানিত করবো। ভয় করোনা, আমার রসূল আমার সান্নিধ্যে থেকে কোন শত্রুকে ভয় করে না, খোদার আদেশ সমাগত; অতএব তোমরা তাড়াহুড়া করো না, এটা সেই সুসংবাদ যা (আবহমান কাল) হতে নবীরা পেয়ে আসছেন।

হে আমার আহমদ! তুমি আমার অভিপ্রেত এবং আমার সঙ্গে আছ।

তুমি আমার 'তওহীদ ও তফরীদ' বা একত্ববাদ স্বরূপ। তুমি আমার এমন একান্ত নৈকট্য লাভ করেছো যা পৃথিবী জানে না। তুমি আমার কাছে সম্মানিত। আমি তোমাকে আমার জন্য গ্রহণ করেছি। যার প্রতি তুমি ক্রোধান্বিত হও, আমি তার প্রতি ক্রোধান্বিত হই এবং যাকে তুমি ভালবাসো তাকে আমি ভালোবাসি। খোদা তোমাকে সব বস্তুর মধ্য থেকে নির্বাচন করেছেন। সেই খোদার সব প্রশংসা, যিনি তোমাকে মরীয়ম পুত্র মসীহ্ করেছেন। তাঁর কাজে কোন প্রশ্ন হতে পারে না বরং তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অব্যর্থ। খোদা তোমাকে শত্রুদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। যে ব্যক্তি তোমাকে আক্রমণ করবে, তিনি তাকে আক্রমণ করবেন, কারণ তারা সীমা অতিক্রম করে অবাধ্যতার পথে চলেছে। খোদা কি তাঁর দাসের জন্য যথেষ্ট নন?

এই চাঁদা শুধুমাত্র সেসব লোকদের কাছেই দাবি করা হলো অন্য কারো কাছে নয়। কার্যত এ চাঁদা শ্রদ্ধেয় ভাই মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবের কাছে আসতে হবে কিন্তু খোদাতা'লা চান তো এ কার্যধারা আমাদের সবার মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকবে। এমতাবস্থায় একটি আঞ্জুমানের প্রয়োজন, যারা এরূপ আয়ের টাকা, যা বিভিন্ন সময়ে জমা হতে থাকবে, ইসলামের বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে ও তওহীদ প্রচারে যেভাবে সঙ্গত বিবেচনা করে ব্যয় করবেন।

(২) দ্বিতীয় শর্ত–সমগ্র জামা'ত থেকে এই কবরস্থানে শুধু তিনিই সমাহিত হবেন যিনি এই ওসীয়্যত করবেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদের দশমাংশ এই সিলসিলার নির্দেশক্রমে ইসলামের বিস্তার ও কুরআনের শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যয় হবে। প্রত্যেক সত্যনিষ্ঠ পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তাঁর ওসীয়্যত এর চেয়েও অধিক লিখে দিতে পারবেন কিন্তু এর চেয়ে কম হবে না। এই আর্থিক আয় সাধু ও বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ সমন্বিত আঞ্জুমানের উপর অর্পিত থাকবে এবং তাঁরা পরস্পর পরামর্শক্রমে ইসলামের উন্নতি,

---

হে পর্বতমালা ও পক্ষীকুল! আমার এ দাসের সাথে বিগলিত চিত্তে আমাকে স্মরণ করো। খোদা লিখে রেখেছেন, 'আমি ও আমার রসূলরা জয়ী হবো এবং তাঁরা পরাজিত হবার পর নিশ্চয়ই অচিরে বিজয়ী হবেন'। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁদের সাথে আছেন। যাঁরা প্রকৃত তাকওয়া অবলম্বন করেন এবং সৎকাজে ব্রতী হন। বিশ্বাসীদের পদ খোদাতা'লার কাছে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'শান্তি'–এটাই হবে তাদের পরম দয়াময় প্রতিপালকের কাছ থেকে সাদর সম্ভাষণ।

হে সম্বন্ধ বিচ্ছেদকারী অপরাধীগণ! 'আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও।"

কুরআনের জ্ঞান ও ধর্মীয় পুস্তকাদির প্রচার এবং সিলসিলার প্রচারকদের জন্য উপযুক্ত নির্দেশ অনুসারে ব্যয় করবেন। খোদাতা'লার অঙ্গীকার রয়েছে, তিনি এ সিলসিলাকে উন্নতি দান করবেন। এজন্য আশা করা যায়, ইসলামের বিস্তারের জন্য এমন বহু অর্থও সংগৃহীত হবে এবং প্রত্যেকটি বিষয় যা ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং যার সবিশেষ বর্ণনা করার সময় এখনও আসেনি, সেসব কাজ এই অর্থ দিয়ে সমাধা হবে। যখন এ কার্য পরিচালকমন্ডলীর একজন মৃত্যু বরণ করবেন তখন যাঁরা তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হবেন তাঁদেরও এটাই কর্তব্য হবে যে, এসব কাজ তাঁরা আহমদীয়া সিলসিলার নির্দেশমত পরিচালনা করবেন। এই অর্থের মধ্যে সেসব এতীম মিসকীন ও নও-মুসলিমদের হক বা অধিকার থাকবে যাদের জীবিকা নির্বাহের যথেষ্ট উপায় নেই অথচ তারা আহমদীয়া সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত। এই অর্থ ব্যবসায়-বাণিজ্য দ্বারা বৃদ্ধি করা বধ হবে।

মনে করোনা যে, কোন কাল্পনিক কথা, বরং এটা সেই সর্বশক্তিমানের অভিপ্রায় যিনি আকাশ ও পৃথিবীর বাদশাহ। এতো অর্থ কিরূপে সংগৃহীত হবে এ বিষয়ে আমি চিন্তিত নই এবং এমন জামা'ত কিভাবে সৃষ্টি হবে যারা ঈমানোদ্দীপ্ত হয়ে এমন বীরত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করবে বরং আমার চিন্তা হলো, আমাদের পরে যাদের হাতে এই অর্থ সোপর্দ করা হবে, তারা অর্থ-প্রাচুর্য দেখে হোঁচট না খায় এবং সংসার প্রেমে নিমজ্জিত না হয়। তাই আমি দোয়া করছি, সর্বদাই যেন এ সিলসিলাহ্ এমন সব বিশ্বস্ত ব্যক্তি লাভে সমর্থ হয় যাঁরা খোদার জন্য কাজ করবেন। অবশ্য, যাদের জীবিকার কোন সংস্থান নেই তাদের সাহায্য স্বরূপ খরচ এথেকে দেয়া সঙ্গত হবে।

(৩) তৃতীয় শর্ত–এ কবরস্থানে যারা সমাহিত হবেন, তারা হবেন মুত্তাকী, সর্বপ্রকার হারাম থেকে আত্মরক্ষাকারী, কোন প্রকার শির্ক ও বিদাতের কাজ করবেন না এবং খাঁটি ও পরিচ্ছন্ন মুসলমান হবেন।

(৪) প্রত্যেক সালেহ্ ব্যক্তি যার কোন সম্পদ নেই এবং যিনি কোন প্রকার আর্থিক সেবা করতে পারেন না কিন্তু যদি এটা প্রমানিত হয় যে, তিনি ধর্মের জন্য জীবন ওয়াক্‌ফ (উৎসর্গ) করে রেখেছিলেন এবং সালেহ্ (পূণ্যবান) ছিলেন, তবে তিনিও এ কবরস্থানে সমাহিত হতে পারবেন।

নির্দেশ

(১) প্রত্যেক ব্যক্তি উপরোক্ত শর্ত অনুযায়ী কোন ওসীয়্যত করতে চাইলে তার ওসীয়্যত মৃত্যুর পর কার্যকর হবে কিন্তু ওসীয়্যত লিখে এই সিলসিলাহ্‌র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমীনের হাতে সোপর্দ করা বাধ্যতামুলক হবে। অনুরূপ ভাবে মুদ্রিত করেও প্রকাশ করতে হবে। কেননা মৃত্যুকালে অধিকাংশ স্থলে ওসীয়্যত লিখা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় এবং যেহেতু আসমানী নিদর্শন ও বিপদাবলীর সময় নিকটবর্তী, সেহেতু খোদাতা'লার কাছে এমন সময়ে ওসীয়্যত লিপিবদ্ধকারী মর্যাদার অধিকারী। যিনি শান্তি ও নিরাপদকালে ওসীয়্যত লিপিবদ্ধ করেন এবং এই ওসীয়্যত লিখার ফলে যার অর্থ স্থায়ী ভাবে সহায়ক হবে সেজন্য তার স্থায়ী সওয়াব হবে এবং তা সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে।

(২) প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি কাদিয়ান থেকে দূরবর্তী দেশের অন্য কোন অংশে বসবাস করেন এবং উল্লিখিত শর্তগুলো যথাযথভাবে পালন করেন সেক্ষেত্রে তাঁর উত্তরাধিকারীরা মৃত্যুর পর তাঁর লাশ একটি সিন্দুকের রেখে কাদিয়ান পৌঁছে দেবেন। এই কবরস্থান সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত হবার পূর্বে অর্থাৎ–সেতু, ইত্যাদি নির্মাণের আগে কারো মৃত্যু ঘটলে, যিনি শর্তানুসারে এই কবরস্থানে সমাহিত হবেন, তার লাশ আমানতস্বরূপ সিন্দুকের মধ্যে রেখে স্ব-স্থানে দাফন করতে হবে।

অতঃপর, কবরস্থান সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যাদি সমাপ্তির পর তার লাশ আনতে হবে কিন্তু যাকে সিন্দুক ছাড়া দাফন করা হয়েছে, তাকে কবর থেকে বের করা সঙ্গত হবে না। *

স্মরণ রাখতে হবে, খোদাতা'লার অভিপ্রায় এই যে, এমন কামেল ঈমানদাররা যেন একই জায়গায় সমাহিত হোন যাতে ভবিষ্যৎ বংশধররা একই স্থানে তাদেরকে দেখতে পেয়ে নিজেদের ঈমান তাজা করতে পারে এবং যাতে তাদের মহৎ কার্যাবলী–অর্থাৎ খোদার জন্য তাঁরা ধর্মের যে সেবা করেছেন তা সব সময়ের জন্য জাতির সামনে প্রকাশমান থাকে।

পরিশেষে আমি দোয়া করছি, খোদাতা'লা যেন এ কাজে প্রত্যেক নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে সাহায্য করেন, তাদের মধ্যে ঈমানের উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন এবং তাদের পরিণাম শুভ করেন, আমীন।

এটা সঙ্গত যে, আমার জামা'তের প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি এই লিপি প্রাপ্ত হবেন, তিনি তার বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে এটা প্রকাশ করবেন এবং যথা সম্ভব এটার প্রচার করবেন ও নিজ ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এটা সংরক্ষণ করবেন, বিরুদ্ধবাদীদেরকে ভদ্র ভাবে এর সম্বন্ধে জ্ঞাত করবেন

---

* কোন অজ্ঞ ব্যক্তি যেন এই কবরস্থান ও এর পরিচালনাকে বিদাতের অন্তর্ভূক্ত বলে মনে না করে, কারণ, খোদার ওহী অনুযায়ী এই ব্যবস্থা। এতে মানুষের কোন দখল (অধিকার) নাই এবং কেউ যেন এটা মনে না করে, শুধু এই কবরস্থানে দাফন হলেই কোন ব্যক্তি কিভাবে বেহেশ্তী হতে পারে? কারণ এটার অর্থ এই নয় যে, এ ভূমি কাউকেও বেহেশ্তী করে দিবে, বরং খোদার বাক্যের মর্ম এটা যে, কেবল বেহেশ্তীরাই এতে সমাহিত হবেন।

এবং প্রত্যেক কুবাক্য প্রয়োগকারীর কুবাক্য শুনে ধৈর্য ধারণ করবেন ও দোয়ায় রত থাকবেন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

লেখক খাকসার

সর্ব আশ্রয়দাতা খোদাতা'লার আশিস ভিখারী ও

তাঁর ক্ষমা এবং সাহায্য প্রত্যাশী

গোলাম আহমদ

২০শে ডিসেম্বর, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর একটি ফার্সী কবিতা

اَلا اے کہ ہشیاری و پاک زاد   پئے حرصِ دُنیا مدہ دیں بباد

بدیں دارِ فانی دلِ خود مبند   کہ دارد نہاں راحتش صد گزند

اگر باز باشد ترا گوشِ ہوش   ز گورت ندائے در آید بگوش

کہ اے طعمۂ من پس از چند روز   پئے فکر دنیائے دُوں کم بسوز

ہر آں کو بدُنیائے دُوں مبتلا است   گرفتارِ رنج و عذاب و عنا است

برست آنکہ برموت دارد نگاہ   بریدہ ز دنیا دو دیدہ براہ

سفر کردہ پیش از سفر سُوئے یار   کشیدہ ز دنیا ہمہ رخت و بار

پئے دارِ عقبیٰ کمر بستہ چُست   رہا کردہ سامان ایں خانہ سُست

چو کارے حیات است کارے نہاں   ہماں بہ کہ دل بگسلی زیں مکاں

جہنّم کزو داد فرقاں خبر   ہمیں حرصِ دنیا است جانِ پدر

چو آخر ز دنیا سفر کردن است   چو روزے زیں رہ گزر کردن است

چرا عاقلے دل بہ بندد دراں   کہ ناگاہ وزد بر گُلِ اُو خزاں

بدیں قحبہ بستن دلِ خود خطا است   کہ ایں دشمنِ دین و صدق و صفا است

چہ حاصل ازیں دلستانِ دو رنگ   کہ گاہے بصلحت کشد گہ بجنگ

چرا دل نہ بندی بداں دلستاں   کہ مہرش رہاند ز بندِ گراں

برو فکرِ انجام کن اے غوی   ز سعدی شنو گر ز من نشنوی

عروسی بود نوبتِ ماتمت
اگر بر نکوئی بود خاتمت

অনুবাদঃ-

১। সাবধান! হে সুবিবেচক ও পবিত্রমনা! পার্থিব লোভে ধর্ম-নষ্ট করো না।

২। এ নশ্বর দুনিয়া দেখে মুগ্ধ হয়ো না, কারণ এর সুখেও শত দুঃখ নিহিত থাকে।

৩। তোমার চেতনার কান যদি খোলা থাকে, তবে তোমার কবর থেকে এই ডাক শুনতে পাবে-

৪। হে আমার গ্রাস, কিছু দিনের জন্য তুচ্ছ পৃথিবীর চিন্তায় দগ্ধ হয়ো না।

৫। যারা এ তুচ্ছ পৃথিবীতে মগ্ন হয়েছে, তারা দুঃখ কষ্ট ও বিপদের শেকলে বাধা পড়েছে।

৬। যারা মৃত্যুর প্রতি দৃষ্টি রেখেছে, তারাই মুক্তি লাভ করেছে এবং পৃথিবী থেকে চোখ ফিরিয়ে সঠিক পথে চলেছে।

৭। প্রবাস যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে পরম বন্ধুর দিকে যাত্রা করেছে এবং পৃথিবী থেকে সব আসবাপত্র গুটিয়ে নিয়েছে।

৮। পরকালের জন্য স্ফুর্তির সাথে কোমর বেঁধেছে, এ মোহময় গৃহের সম্পদ ত্যাগ করেছে।

৯। এ জীবন রহস্যময়, কয়দিন থাকতে হবে জানা নেই, এই জন্য এস্থান থেকে হৃদয় বিচ্ছিন্ন করে ফেলাই ভাল।

১০। প্রিয় সন্তান কুরআন যে নরকের সংবাদ দিয়েছে, এ দুনিয়ার লালসা-ই সে নরক।

১১। পরিণামে যখন এ পৃথিবী থেকে যাত্রা করতেই হবে, এবং এই পথ দিয়ে যেহেতু চলে যেতেই হবে,

১২। সুধীজন এতে হৃদয় আকৃষ্ট করবে কেন? যেহেতু হেমন্তের বায়ু হঠাৎ এর পুষ্পে প্রবাহিত হবে।

১৩। এই ব্যভিচারিণীর প্রতি মুগ্ধ হওয়া অন্যায়, কারণ সে ধর্ম, সত্য ও পবিত্রতার শত্রু।

১৪। এ দু'মুখী প্রেমিকার প্রেমে কি লাভ? কখনো সন্ধি, কখনো যুদ্ধ করে সে তোমাকে ধ্বংস করে।

১৫। কেন সেই প্রেমিকের সাথে হৃদয় বাঁধো না, যার ভালবাসা তোমাকে ভারী শেকল থেকে মুক্ত করবে?

১৬। হে অর্বাচীন! যাও, পরিণামের চিন্তা করো, সাদীর কথাই শোন, যদি আমার কথা না শোন-

১৭। তোমার মৃত্যুর দিন তোমার পরিণয়ের দিন হবে, যদি পুণ্য ও নেকীর সাথে তোমার মৃত্যু হয়।

পরিশিষ্ট - ১

'আল্ ওসীয়্যত' পুস্তিকা সম্বন্ধে কিছু জরুরী বিষয় প্রকাশ করা প্রয়োজন যা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো ঃ

১। যে পর্যন্ত কবরস্থান বিষয়ক আঞ্জুমানের পরিচালকমন্ডলী এ বিষয় ঘোষণা না করেন যে, কবরস্থান আবশ্যকীয় উপাদানসহ সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত হয়েছে, সে পর্যন্ত 'আল্ ওসীয়্যত' পুস্তিকার শর্ত পালনকারী কোন ব্যক্তিকে উক্ত কবরস্থানে দাফন করার জন্য আনা সঙ্গত হবে না বরং সেতু প্রভৃতি আবশ্যকীয় সরঞ্জামগুলো প্রথমে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক এবং এ সময় পর্যন্ত লাশ একটি সিন্দুকে আমনত স্বরূপ অন্য কোন কবরস্থানে রাখতে হবে।

২। প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি 'আল্ ওসীয়্যত' পুস্তিকার শর্তসমূহ পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন, তিনি অবশ্যই তার এ স্বীকৃতি অন্ততঃ দু'জন সাক্ষীর লিখিত সাক্ষ্যসহ সজ্ঞান অবস্থায় আঞ্জুমানের হাতে সমর্পন করবেন এবং স্পষ্টভাবে লিখতে হবে যে, তার স্থাবর ও অস্থাবর যাবতীয় সম্পদের এক দশমাংশ আহমদীয়া সিলসিলার উদ্দেশ্যাবলী প্রচারের জন্য ওসীয়্যত বা ওয়াকফ করে দিচ্ছেন এবং অন্ততঃ দু'টি সংবাদ পত্রে অবশ্যই এটা প্রকাশ করবেন।

৩। আঞ্জুমানের এটা কর্তব্য হবে, আইন ও শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ওসীয়্যতকৃত বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভাবে সন্তুষ্ট হবার পর ওসীয়্যতকারীকে তাঁদের দস্তখত ও মোহরসহ একটি সার্টিফিকেট প্রদান করবেন। উল্লেখিত শর্তানুসারে কোন মৃতদেহ এই কবরস্থানে আনা হলে উক্ত সার্টিফিকেট আঞ্জুমানকে দেখাতে হবে এবং আঞ্জুমানের নির্দেশক্রমে এবং নির্দেশিত স্থানে যা আঞ্জুমান তার জন্য নির্ধারণ করবেন, সেই স্থানে ঐ লাশ দাফন করতে হবে।

৪। আঞ্জুমান কর্তৃক নিরূপিত বিশেষ কোন অবস্থা ব্যতীত কোন নাবালক শিশু বেহেশতী বলে এ কবরস্থানে সমাহিত হবে না এবং সেই মৃতের কোন আত্মীয় সমাহিত হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না সে নিজে 'আল ওসীয়্যত' পুস্তিকার সকল শর্ত পালন করবে।

৫। কাদিয়ানের ভূমিতে মৃত্যু হয়নি এমন প্রত্যেক ব্যক্তির লাশ সিন্দুক ছাড়া কাদিয়ানে আনা সঙ্গত হবে না এবং এটাও জরুরী যে অন্তত পক্ষে (এ বিষয়ে) একমাস আগে সংবাদ দিতে হবে, যেন আঞ্জুমানের সামনে কবরস্থান সংক্রান্ত কোন আকস্মিক বাধা উপস্থিত থাকলে তা দূর করে অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

৬। যদি এমন কোন ব্যক্তি খোদা না করুন প্লেগে মারা যান, যিনি 'আল ওসীয়্যত' পুস্তকের সকল শর্তই পূর্ণ করেছেন, তার সম্বন্ধে জরুরী আদেশ হচ্ছে, তাকে সিন্দুকের মধ্যে রেখে কোন ভিন্ন স্থানে দু বছর পর্যন্ত আমানত স্বরূপ দাফন করতে হবে এবং দু'বছর পর এমন ঋতুতে আনতে হবে যখন তার মৃত্যুর স্থানে ও কাদিয়ানে প্লেগ না থাকে।

৭। স্মরণ রাখতে হবে যে, শুধু স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের দশমাংশ দান করলেই যথেষ্ট হবে না বরং এরূপ ওসীয়্যতকারীকে যথাসম্ভব ইসলামের বিধি-বিধান পালনকারী হতে হবে এবং তাক্ওয়া তাহারাত (খোদা ভীতি ও পবিত্রতা) সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে যত্নবান থাকতে হবে। তিনি হবেন মুসলমান, খোদাকে এক অদ্বিতীয় জ্ঞান করবেন ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রকৃত ঈমান আনয়নকারী হবেন এবং বান্দার অধিকার হরণকারী হবেন না।

৮। যদি কোন ব্যক্তি সম্পদের দশমাংশ ওসীয়্যত করেন এবং ঘটনাক্রমে এমন স্থানে তার মৃত্যু হয়, যেমন নদীতে ডুবে অথবা বিদেশের মাটিতে তিনি মারা যান, যেখান থেকে তার লাশ আনা

দুঃসাধ্য হয় তবে তার ওসীয়্যত বজায় থাকবে এবং খোদাতা'লার কাছে এ কবরস্থানেই সমাহিত হয়েছেন বলে বিবেচিত হবেন। তার স্মৃতি স্বরূপ এ কবরস্থানে ইট অথবা প্রস্তর খন্ডে লিখে একটি ফলক সন্নিবেশ করা সঙ্গত হবে এবং তাতে এসব ঘটনা লিখা সঙ্গত হবে।

৯। আঞ্জুমান, যাদের হাতে এরূপ (ওসীয়্যতের) অর্থ থাকবে, সিলসিলা আহমদীয়ার উদ্দেশ্যাবলী ছাড়া অন্য কোন খাতে সে টাকা ব্যয় করার অধিকার তাদের থাকবে না এবং সেসব উদ্দেশ্যের মধ্যে ইসলাম প্রচারকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে। আঞ্জুমানের পক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে ব্যবসায়-বাণিজ্য দ্বারা সেই অর্থ বৃদ্ধিকরা সঙ্গত হবে।

১০। আঞ্জুমানের সব সদস্য এমন ব্যক্তি হবেন যারা আহমদীয়া সিলসিলার অন্তর্ভূক্ত এবং সাধু প্রকৃতি বিশিষ্ট ও বিশ্বস্ত। যদি ভবিষ্যতে কারো সম্বন্ধে এরূপ জানা যায় যে, সে সাধু স্বভাব বিশিষ্ট নয় অথবা দিয়ানতদার (বিশ্বস্ত) নয় বা সে একজন চালবাজ এবং তার মধ্যে পার্থিব উদ্দেশ্যের সংমিশ্রণ আছে তবে আঞ্জুমানের কর্তব্য হবে অবিলম্বে এমন ব্যক্তিকে আঞ্জুমান থেকে বের করা এবং তার স্থলে অন্যকে নিয়োগ করা।

১১। যদি ওসীয়্যতের অর্থ সম্বন্ধে কোন বিরোধ দেখা দেয় তবে সেই বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য যে ব্যয় হবে তার সমস্ত ওসীয়্যতের অর্থ থেকে দেয়া হবে।

১২। যদি কোন ব্যক্তি ওসীয়্যত করার পর তার ঈমানের কোন দুর্বলতার কারণে তার ওসীয়্যত অস্বীকার করে অথবা এ সিলসিলাহ থেকে বিমুখ হয় তবে আঞ্জুমান আইন সঙ্গতভাবে তার মাল সম্পদ করায়ত্ব করে থাকলেও সে মাল তাদের আয়ত্বাধীন রাখা জায়েয হবে না বরং সমস্ত অর্থই ফেরত দিতে হবে; কেননা খোদা কারো অর্থের মুখাপেক্ষী নন। খোদার কাছে এমন মাল ঘৃনিত ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

১৩। যেহেতু আঞ্জুমান খোদার নিয়োজিত খলীফার স্থলবর্তী সেজন্য এ আঞ্জুমানকে দুনিয়াদারীর সংশ্রব হতে সর্বতোভাবে পবিত্র থাকতে হবে এবং এর সব বিষয় অত্যন্ত পরিস্কার ও ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে।

১৪। এই আঞ্জুমানের সাহায্যকল্পে দূরদেশসমূহে আরো আঞ্জুমান থাকতে পারবে যা এই আঞ্জুমানের নির্দেশে পরিচালিত হবে। যদি তা এমন দেশে হয় যেখান থেকে লাশ আনা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে সেই স্থানেই মৃত ব্যক্তিকে দাফন করতে হবে। এমন ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বেই সওয়াবে শরীক হবার জন্য নিজ অর্থের দশমাংশ ওসীয়্যত করবে। সেই ওসীয়্যতের অর্থ আদায় করা সে দেশীয় আঞ্জুমানেরই কর্তব্য হবে এবং ঐ অর্থ সেই দেশের ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যয় করা শ্রেয় হবে। কোন প্রয়োজন অনুভূত হলে সেই অর্থ ঐ আঞ্জুমানকে দেয়া সঙ্গত হবে যার হেড কোয়ার্টার বা কেন্দ্র কাদিয়ানে অবস্থিত।

১৫। এটা জরুরী যে, কাদিয়ান এই আঞ্জুমানের কেন্দ্র হোক, কারণ খোদা এই স্থানকে বরকত দান করেছেন। ভবিষ্যতে প্রয়োজন অনুভব করলে এই কাজের জন্য আঞ্জুমান যথোপযোগী বাড়ি বানাতে পারবে।

১৬। আঞ্জুমানে সব সময় কমপক্ষে এমন দু'জন সদস্য থাকতে হবে যারা কুরআন ও হাদিসের জ্ঞানে উত্তমরূপে অভিজ্ঞ এবং আরবী ভাষায় বুৎপত্তি রাখেন ও আহমদীয়া সিলসিলার গ্রন্থাবলী স্মরণ রাখেন।

১৭। খোদা না করুন, 'আল ওসীয়্যত' পুস্তক অনুযায়ী ওসীয়্যতকারী এমন কোন ব্যক্তি যদি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন যার শারীরিক অবস্থা তাকে এই কবরস্থানে আনার অনুকূল নয়, তবে এমন ব্যক্তিকে প্রকাশ্য যুক্তি সঙ্গত কারণে এই কবরস্থানে আনা সমীচীন হবে না কিন্তু তিনি তার ওসীয়্যতে কায়েম থাকলে এই কবরস্থানে সমাহিতদের সমান মর্যাদা পাবেন।

১৮। যদি কারো স্থাবর ও অস্থাবর কোন সম্পদ না থাকে এবং তদসত্ত্বেও প্রমাণিত হয় যে, তিনি একজন সালেহ্, দরবেশ, মুত্তাকী ও খালেস মু'মিন; কপটতা, সংসার পূজা অথবা অনুবর্তীতার কোন ত্রুটি তার মধ্যে নেই, তবে তিনি আমার অনুমতিক্রমে অথবা আমার পরে আঞ্জুমানের সর্ব সম্মতিক্রমে এই কবরস্থানে সমাহিত হতে পারবেন।

১৯। যদি কোন ব্যক্তিকে খোদাতা'লার ওহী দ্বারা নেযামে ওসীয়্যত রদ করা হয়, তবে সে ওসীয়্যতকৃত মাল উপস্থিত করলেও এই কবরস্থানে দাখিল হবে না।

২০। আমার এবং আমার পরিবার-পরিজনের জন্য খোদা স্বতন্ত্র বিধান রেখেছেন। বাকী প্রত্যেককে সে পুরুষ হোক বা স্ত্রী, এইসব শর্ত পালন করতে হবে। এতে দোষারোপকারীরা মুনাফেক।

উপরে লিখিত শর্তাবলী পালন করা আবশ্যকীয়। ভবিষ্যতে এই বেহেশতী মাকবেরায় তাকেই দাফন করা হবে যিনি এই শর্তগুলি পূর্ণ করবেন। হয়তো কিছু লোকেরা অধিক সন্দেহপ্রবণ লোকেরা হয়তো এই ব্যাপারে আমাকে আপত্তি ও সমালোচনার লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করবে, এই ব্যবস্থাকে স্বার্থপরতা বলে মনে করবে অথবা একে বেদাত বলে সাব্যস্ত করবে কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, এটা খোদাতা'লার কাজ। খোদাতা'লার কাজে তিনি যা চান, তাই করেন। নিঃসন্দেহে এই ব্যবস্থা দ্বারা তিনি মুনাফিক ও মুমিনের মাঝে পার্থক্য করতে ইচ্ছা করবেন। আমি নিজে অনুভব করি, এই ঐশী ব্যবস্থাপনার সংবাদ পাওয়া মাত্র যেসব ব্যক্তি কোন ইতস্তত না করে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং সাকুল্য সম্পদের দশমাংশ খোদার পথে দান করেন বরং তদপেক্ষা বেশি নিজেদের উৎসাহ প্রদর্শন করেন, তাঁরা নিজ বিশ্বস্ততার চরম উৎকর্ষের পরিচয় দিয়ে থাকেন। আল্লাহ্তা'লা বলেন ঃ

الٓمّٓ ۔ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ

অর্থাৎ–"লোকেরা কি একথা ভেবেছে যে, আমি এতেই সন্তুষ্ট হবো যে, তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?" (সূরা আনকাবুত :২-৩)।

এই পরীক্ষা তো কিছুই নয়। সাহাবাগণ (রা.) এর পরীক্ষা (তাঁদের) প্রাণ চাওয়ার মাধ্যমে করা হয়েছিল এবং তাঁরা নিজেদের মস্তক খোদার পথে দান করেছিলেন। তাহলে প্রত্যেককেই কেন এমনিতেই (বিনা শর্তে) এ কবরস্থানে দাফন করবার সাধারণ অনুমতি দেয়া হয় না এমন ধারণা সত্য থেকে কতো দূরে! যদি এটাই যুক্তি হয় তাহলে খোদাতা'লা প্রত্যেক যুগে পরীক্ষার ব্যবস্থা কেন রেখেছেন? প্রত্যেক যুগেই তিনি দুরাত্মা ও পুণ্যাত্মাদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেখাতে চেয়েছেন। এজন্য এবারও তিনি এমনই করেছেন।

খোদাতা'লা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে কতিপয় সূক্ষ্ম পরীক্ষাও রেখেছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এটাও রীতি ছিল যে, প্রথমে নযরানা (উপঢৌকন) না দেয়া পর্যন্ত কেউ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে কোনরূপ পরামর্শ চাইবে না কিন্তু এতেও মুনাফিকদের জন্য কঠিন পরীক্ষা ছিল। আমি নিজে অনুভব করছি যে, এখনকার পরীক্ষা দ্বারাও উন্নত শ্রেণীর মুখলেস (খাঁটি বিশ্বাসী) ব্যক্তিরা যাঁরা প্রকৃতপক্ষে ধর্মকে সকল পার্থিব বিষয়ের উপর শ্রেষ্ঠ স্থান দিবেন, তাঁরা অন্যান্য লোক থেকে বিশেষ সম্মানের অধিকারী হবেন এবং এটা প্রমাণিত হবে যে, বয়আতের প্রতিজ্ঞাকে তাঁরা বাস্তাবায়িত করে দেখিয়েছেন এবং নিজ সত্যনিষ্ঠা প্রকাশ করেছেন। অবশ্য এ ব্যবস্থা মুনাফিকদের কাছে কঠিন বলে মনে হবে এবং এর মাধ্যম তাদের অবস্থা ফাঁস হয়ে যাবে। মৃত্যুর পর তারা পুরুষ হোক বা স্ত্রীলোক এই কবরস্থানে কখনো সমাহিত হতে পারবে না।

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا

অর্থাৎ–"তাদের হৃদয়ে ব্যাধি ছিল, অতঃপর আল্লাহ্ তাদের সে ব্যাধিকে আরো বাড়িয়ে দিলেন।" (সূরা বাকারা:১১–অনুবাদক)। কিন্তু এই কাজে অগ্রবর্তীরা সাধু পুরুষদের অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য হবেন এবং খোদাতা'লার রহমত তাঁদের উপর চিরকাল বিরাজ করবে।

পরিশেষে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, বিপদাবলীর সময় আগত প্রায় এবং একটি প্রচন্ড ভূমিকম্প আসন্ন যা ভূ-পৃষ্ঠকে ওলট-পালট করে দিবে। সুতরাং যিনি আযাব দেখার আগেই নিজেকে সংসারত্যাগী বলে প্রমাণ করবেন এবং এটাও প্রমাণ করবেন, কিভাবে আমার আদেশ পালন করেছেন, খোদার কাছে তিনিই প্রকৃত মু'মিন বলে বিবেচিত হবেন এবং তাঁর খাতায় অগ্রগামী ও শীর্ষ স্থানীয় বলে লিখিত হবেন। আমি সত্য সত্যিই বলছি, সেই সময় আগত প্রায়, যখন এমন একজন মুনাফিক, যে সংসার প্রেমে মত্ত হয়ে এই আদেশ লংঘন করেছে, আযাবের সময় সে আক্ষেপের সাথে বলবে, হায়! যদি আমি আমার সমুদয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ খোদার পথে উৎসর্গ করেও এ শাস্তি থেকে রক্ষা পেতাম। স্মরণ রাখবে, এই আযাব দেখার পর ইমান আনা নিষ্ফল হবে এবং সদকা খয়রাত কেবলই বৃথা যাবে। দেখ, আমি তোমাদেরকে খুব নিকটবর্তী আযাবের সংবাদ দিচ্ছি। নিজের জন্য সেই পাথেয় অতি সত্বর সঞ্চয় কর যেন কাজে লাগে। আমি এটা চাই না যে, তোমাদের কাছ থেকে কোন অর্থ গ্রহণ করি এবং নিজের করায়ত্ব করি বরং ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তোমরা একটি আঞ্জুমানের কাছে তোমাদের অর্থ সোপর্দ করবে এবং বেহেশতী জীবন লাভ করবে। এমন অনেক লোক আছে যারা সংসার প্রেম মগ্ন হয়ে আমার আদেশ লংঘন করবে, কিন্তু খুব শীঘ্র (তাদেরকে) পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে । তখন তারা শেষ মুহূর্তে বলবে ঃ

هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ۔

অর্থাৎ– "এটাতো তা-ই,যার প্রতিশ্রুতি রহমান আল্লাহ দিয়েছিলেন এবং রসূলগণও বলেছিলেন"।
(সূরা ইয়াসীন:৫৩ – অনুবাদক)।

وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى

অর্থাৎ–'হেদায়েতের অনুসারীদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।'

৬ই জানুয়ারী ১৯০৬ইং

লেখক ঃ খাকসার

মির্যা গোলাম আহমদ

খোদার প্রেরিত মসীহ্ মাওউদ

পরিশিষ্ট - ২

ওসীয়্যত সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সমর্থিত কতিপয় নিয়মাবলী

কাদিয়ান সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ট্রাস্টিদের

প্রথম অধিবেশনের কার্যবিবরণীর উদ্ধৃতি

অধিবেশনের তারিখ : ২৯ শে জানুয়ারী, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ

* *

৩। (খ) যতদূর সম্ভব ওসীয়্যত পত্র রেজিষ্ট্রি করতে হবে এবং যতদূর সম্ভব সাক্ষ্যের স্থানে ওসীয়্যত পত্রে ওসীয়্যতকারীর উত্তরাধিকারী ও শরীকদের দস্তখত থাকবে এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় দু'জন গণ্যমান্য ব্যক্তি সাক্ষী থাকবেন।

* *

(ঘ) ওসীয়্যতকারী লিখতে সক্ষম হলে, তিনি তাঁর ওসীয়্যত পত্র নিজ হাতে লিখে সম্পাদন করবেন।

(ঙ) ওসীয়্যতের জন্য ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই।

৪। পাঞ্জাবের ভূমি-অধিকর্তাদের ওসীয়্যতের ব্যাপারে কোন বিঘ্ন থাকলে, তাঁরা যে পরিমাণ সম্পদ ওসীয়্যত করতে চান, তা ওসীয়্যতের পরিবর্তে তাঁদের জীবদ্দশায় হেবা করে দিবেন এবং হেবা নামায় পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের (যদি কেউ থাকেন) দস্তখত করাবেন, যা

দ্বারা তাঁদের সম্মতি প্রকাশ পায়। হেবা নামা রেজিস্ট্রি করতে হবে এবং হেবাকৃত সম্পদ কাদিয়ান সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মজলিস মো'তামাদীনের নামে দাখিল-খারিজ করতে হবে। কিন্তু এমন স্থলে তাঁদের নবোপার্জিত সম্পদ সম্বন্ধে এমন হেবা-পত্র সময়ে-সময়ে সম্পাদন করতে হবে।

৫। উল্লেখিত ৪র্থ প্রস্তাবে বর্ণিত হেবা-নামা সম্পাদনে বাধা থাকলে, যে পরিমাণ সম্পদ ওসীয়্যত বা হেবা করতে চান, তার বাজারদর নির্ধারণ করে অথবা তা বিক্রয় করে উক্ত নির্ধারিত মূল্যের টাকা অথবা বিক্রয়লব্ধ টাকা কবরস্থানের কার্য নির্বাহী সমিতিতে প্রদান করতে হবে; কিন্তু এমতাবস্থায়, নতুন কোন সম্পদ ক্রয় করা হলে সেক্ষেত্রেও সময়ে-সময়ে এমনই করতে হবে।

৬। যে সব বন্ধুর কোন স্থাবর সম্পত্তি নেই কিন্তু আয়ের অন্য উৎস আছে-তাঁরা তাঁদের আয়ের ন্যূনকল্পে দশমাংশ প্রতিমাসে আঞ্জুমানে প্রদান করবেন। যে চাঁদা তাঁরা সিলসিলা আলীয়ার সাহায্যকল্পে এখন প্রদান করেন তা উক্ত দশমাংশের সাথে একত্রিত রাখতে চাইলে তা করতে পারেন কিংবা পৃথক করতে পারেন। ***** কিন্তু তাঁদেরকে এ ওসীয়্যত করতে হবে যে, তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের ত্যক্ত সব কিছুরই দশমাংশের মালিক হবে আঞ্জুমান।

স্বাক্ষর ঃ মোহাম্মদ আলী
সেক্রেটারী
২৯ শে জানুয়ারী ১৯০৬

স্বাক্ষর ঃ নূরুদ্দীন
১লা জুলাই, ১৯০৬
স্বাক্ষর ঃ মির্যা গোলাম আহমদ

পরিশিষ্ট - ৩

ওসীয়্যতের নিয়মাবলী

সৈয়্যেদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আই.) ১লা, ২রা ও ৩রা এপ্রিল, ১৯৮৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মজলিসে শূরায় ওসীয়্যতের নিয়ম-কানুন পুনর্বিন্যাস, পরিবর্ধন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনীর জন্য একটি কমিটি গঠন করেন।

এই কমিটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লিখিত পুস্তিকা 'আল-ওসীয়্যত' এর পরিশিষ্ট-১, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ট্রাস্টিদের ১৯০৬ সনের ২৯ শে জানুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম অধিবেশনের কার্যবিবরণী এবং বিভিন্ন সময়ে জামা'তের খলীফাদের নির্দেশাবলীর আলোকে ওসীয়্যত সংক্রান্ত সমুদয় নিয়মাবলী একত্রে যত্ন সহকারে নিরীক্ষণ করেন।

উপরোক্ত কমিটির পক্ষ থেকে ওসীয়্যতের প্রস্তাবলী পুনর্বিন্যাস, পরিবর্ধন, প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনীর পর ৩০, ৩১শে মার্চ ও ১লা এপ্রিল, ১৯৮৪ সনে অনুষ্ঠিত মজলিসে শূরায় উপস্থাপিত হলে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (আই.) যেসব নিয়মাবলীর মঞ্জুরী প্রদান করেন সেগুলো জামা'তর সদস্যবৃন্দ এবং ওসীয়্যতকারীদের অবগতির জন্য পরিবেশিত হলো।

ভূমিকা

ওসীয়্যত সম্পর্কে কতিপয় প্রস্তাব ১৯৮৩ সনে অনুষ্ঠিত মজলিসে শূরায় উত্থাপিত হয়। এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আই.) ওসীয়্যতের মৌলিক উদ্দেশ্যাবলীকে সামনে রেখে ওসীয়্যতের বিধি-বিধানসমূহে পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা এবং সকল বিধি-বিধানকে সামঞ্জস্যপূর্ণরূপে প্রণয়ন করে হুযূরের খেমতে পেশ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। নিম্মোক্ত সদস্যদেরকে নিয়ে এ কমিটি গঠন করা হয়ঃ

নাম	প্রতিনিধি
১। মোহতরম ডাঃ আতা-উর রহমান, শাহীওয়াল, কমিটির সভাপতি	শাহীওয়াল, মুলতান, রহীম ইয়ারখান, ডেরাগাজী খান
২। মোহতরম চৌধুরী সগীর এ চীমা, করাচী	করাচী, সিন্ধু, বেলুচিস্তান
৩। মোহতরম মুজিবুর রহমান, এডভোকেট, ফয়সালাবাদ	রাওয়ালপিন্ডি, গুজরাট, আটক, ঝিলাম
৪। মোহতরম চৌধুরী ইদ্রিস নসরুল্লাহ খান, লাহোর	লাহোর, গুজরানওয়ালা, শিয়ালকোট, ওকারা, কাসূর
৫। মোহতরম চৌধুরী গোলাম দস্তগীর, এডভোকেট, ফয়সালাবাদ	মিয়ানওয়ালী, সারগোদা, ঝং, শেখপুরা ও পাঞ্জাবের অন্যান্য জেলা
৬। মোহতরম আব্দুস সালাম খান, পেশোয়ার	সরহাদ প্রদেশ
৭। মোহতরম সাহেবযাদা মির্যা খুরশীদ আহমদ, রাবওয়া রাবওয়া	সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া
৮। মোহতরম মোহাম্মদ বশীর শাদ, রাবওয়া	সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া
৯। মোহতরম মৌলানা নাসিম সাইফী, রাবওয়া	তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া
১০। মোহতরম মোবারক মুসলেহ উদ্দিন, রাবওয়া	তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া
১১। মোহতরম মৌলানা আবুল মুনীর নূরুল হক, রাবওয়া রাবওয়া	ওয়াকফে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

১২। মোহতরম সাহেবযাদা মির্যা গোলাম আহমদ, রাবওয়া — মজলিসে আনসারুল্লাহ্ মরকযীয়া রাবওয়া

১৩। মোহতরম আতাউর রহমান মাহমুদ, রাবওয়া — মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া মরকযীয়া

১৪। মোহতরম মীর মাসুদ আহমদ, রাবওয়া — লাজনা ইমাইল্লাহ

১৫। মোহতরম মৌলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, রাবওয়া — কমিটির সেক্রেটারী

পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে অনুষ্ঠিত মজলিসে শূরায় এ কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আই.) তা গ্রহণ করেন। হুযূর (আই.) কিছু সংশোধনী ও চারটি নির্দিষ্ট বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করে তাদের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট সুপারিশসহ আবারও দাখিল করার নির্দেশ প্রদান করেন। ২৬ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫ তারিখে কমিটি ঐ চারটি বিষয়ে তাদের সুপারিশসহ রিপোর্ট পেশ করেন এবং হুযূর (আই.) তা মঞ্জুর করেন। মোহতরম প্রাইভেট সেক্রেটারী হুযূরের অনুমোদনের বিষয়ে সুপারিশমালা পরবর্তী মজলিস শূরায় অবগতির জন্য পেশ করেন এবং এতে কোন আলোচনার প্রয়োজন নেই বলে হুযূর (আই.) অভিমত প্রকাশ করেন। সে মোতাবেক আলোচ্য রিপোর্ট ও হুযূর (আই.) এর নির্দেশসমূহ ১৯৮৫ সালের মজলিসে শূরায় পাঠ করে শোনানো হয়।

জামা'তের সদস্যদের ও বিশেষ করে মুসীদের (ওসীয়্যতকারীদের) সুবিধার্থে বেহেশ্তী মাকবেরা দফতর আনন্দের সাথে এ ওসীয়্যত বিধি প্রকাশ করছে।

এসব আইনকানুন সংকলনের বেলায় এ কমিটি 'আল্ ওসীয়্যত' পুস্তিকা ও তার পরিশিষ্ট, কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ট্রাস্টিদের ২৯শে জানুয়ারী, ১৯০৬ তারিখের প্রথম

অধিবেশনের কার্যবিবরণী বিভিন্ন সময়ে জামা'তে আহমদীয়ার খলীফাদের নির্দেশাবলী এবং ওসীয়্যত সংক্রান্ত প্রচলিত বিভিন্ন আইনকে গভীর ভাবে পাঠ করেছে। একই সাথে ১৯২২ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মজলিসে শূরায় ওসীয়্যত সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহও বিস্তারিত ভাবে পর্যালোচনা করে এ বিষয়ে সবগুলো আইন, শর্ত ইত্যাদি একীভূত করে নতুন ভাবে বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। এ নবপর্যায়ের সংকলনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল করা হয়েছে।

১। নেযামে ওসীয়্যতের মৌলিক আদর্শ ও উদ্দেশ্য, বিশেষ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং বিভিন্ন সময়ে জামা'তে আহমদীয়ার খলীফাদের নির্দেশাবলীকে একীভূত করে আইন হিসেবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

২। যে সব বিষয় সময়-সময় পরিবর্তন যোগ্য বা মূল উদ্দেশ্যের কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ বা অন্তর্ভূক্তি প্রয়োজন-সে বিষয়গুলোকে নীতিমালার রূপ দেয়া হয়েছে।

৩। যেসব দিক শুধুমাত্র প্রশাসনিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত সেগুলোকে একীভূত করে নির্দেশাবলীর পর্যায়ে শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে যতদূর সম্ভব মূল নীতিমালায় 'আল্ ওসীয়্যত' পুস্তিকা ও এর পরিশিষ্টে বা উপরোক্ত প্রথম অধিবেশনের কার্যবিবরণীতে ব্যবহৃত হুবহু শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে।

এভাবেই নিম্নোক্ত শিরোনামে ৯৪ টি ধারা সংকলিত হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (আই.) এ ধারাগুলোর মঞ্জুরী প্রদান করেছেন আর জামা'তের সদস্যদের অবগতির জন্য তা প্রকাশ করা হলো :

১। সংজ্ঞাসমূহ

২। মজলিস কারপরদায মাসালেহ্ কবরস্থান

৩। ওসীয়্যতের যোগ্যতা ও শর্তাবলী

৪। ওসীয়্যত সম্পাদন ও বাস্তবায়ন

৫। আদায়

৬। বাতিল ও পুনর্বহাল

৭। দাফন এবং স্মৃতিফলক

৮। বিবিধ

৯। বিশদ ব্যাখ্যা, সংশোধনী এবং রহিত করণ

উপরোক্ত বিধিমালার সাথে নিম্মবর্ণিত পরিশিষ্ট তফসীলগুলো অন্তর্ভূক্ত রয়েছে ঃ

* ওসীয়্যতকারী সম্বন্ধে নির্দেশাবলী
* মজলিস কারপরদাযের নিয়মাবলী (আয় সংক্রান্ত)
* মজলিস কারপরদাযের নিয়মাবলী (সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত)
* মজলিসে মুসীয়ান
* মুসীর জন্য নির্দেশাবলী
* ওসীয়্যতের নমুনা ফরম এবং সত্যায়ন
* কৃত আয়ের বিবরণী ফরম।

সংজ্ঞাসমূহ

ধারা নং–১

১। এই সমস্ত নিয়মাবলীকে "ওসীয়্যতের নিয়মাবলী" (কাওয়ায়েদে ওসীয়্যত) বলা হবে এবং অনতিবিলম্বে তা কার্যকর হবে।

ধারা নং–২

(ক) 'ওসীয়্যত' দ্বারা সে ওসীয়্যত বুঝাবে যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর পুস্তিকা "আল্ ওসীয়্যত" অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত নেযামে ওসীয়্যত মোতাবেক করা হয়।

(খ) 'ওসীয়্যতের আবেদনকারী' অর্থ এমন পুরুষ বা মহিলা যিনি ওসীয়্যতের সকল কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্বে নিয়োজিত জামা'তের কর্মকর্তাদের কাছে তার আবেদন পত্র পেশ করেছেন।

(গ) 'মুসী-মুসীয়া' দ্বারা এমন ওসীয়্যতকারীকে বুঝবে যার ওসীয়্যত সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া মঞ্জুর করেছে।

(ঘ) 'মজলিস কারপরদায' দ্বারা 'মজলিস কারপরদায মাসালেহ কবরস্থান' বুঝায় যা 'আল ওসীয়্যত' পুস্তিকার পরিশিষ্টানুসারে জামা'তের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত।

(ঙ) 'জায়েদাদ' অর্থ মুসীর এমন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি যা মজলিস কারপরদাযের কাছে সম্পত্তি হিসেবে গৃহীত এবং মজলিসে কারপরদাযের কোন ধারায় বহির্ভূত বলে ধার্য করা হয়নি।

(চ) 'হিস্যায়ে জায়েদাদ' অর্থ মুসীর অর্থ সম্পত্তির সে অংশকে বুঝায় যা ওসীয়্যত অনুযায়ী আইনত আদায় করা আবশ্যক।

(ছ) 'আমদ' অর্থ মুসীর সে আয়কে বুঝায় যা মুসী বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অর্জন করে এবং যাকে মজলিস কারপরদাযের কোন আইনে রেয়াত দেয়া হয়নি।

(জ) ‘হিস্যায়ে আমদ’ অর্থ সে চাঁদাকে বুঝায় যা ওসীয়্যত অনুসারে আয় থেকে আদায় করতে হয়।

(ঝ) ‘তারকা’ অর্থ মুসীর সম্পত্তি বা নগদ অর্থ বা সম্পদকে বুঝায় যা মৃত্যুকালে মুসীর মালিকাধীন ছিল এবং যাকে মজলিসে কারপরদাযের কোন ধারার অধীনে রেয়াত দেয়া হয়নি।

(ঞ) ‘তশখীস’ এর অর্থ নিয়মানুযায়ী (হাস্‌বে যাবতা) সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ।

(ট) ‘হাসবে যাবতা’ এর অর্থ হল কোন কাজকে সেই সমস্ত নিয়মানুযায়ী সম্পন্ন করা যা বর্তমানে কার্যকর। এই অর্থ তখন কার্যকর হবে না যখন এর অন্য কোন অর্থ প্রকাশ করবে।

(ঠ) ‘বয়ঃসীমা’ (বালুগত) ওসীয়্যতের ব্যাপারে প্রাপ্ত বয়স বলতে শরীয়ত মোতাবেক প্রাপ্ত বয়সকে বুঝায় যা সাধারণতঃ ১৫ বছর ধরা হয়।

মজলিস কারপরদায মাসালেহ (কবরস্থান বিষয়ক নির্বাহী কমিটি)

ধারা নং–৩

বেহেশ্‌তী মাকবেরা এবং ওসীয়্যত সম্পর্কে সব ধরণের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহগণের জন্য জামা’তের কেন্দ্রে একটি মজলিস থাকবে যার নাম ‘মজলিস কারপরদায মাসালেহ কবরস্থান’ হবে। বেহেশ্‌তী মাকবেরার সিগার (অফিস) ব্যাপারে মজলিস কারাপরদায মাসালেহ কবরস্থানের পরিচালক ‘নাযের সিগা’ হবে।

ধারা নং–৪

মজলিসে কারপরদাযের সদস্য কমপক্ষে পাঁচজন হবে। যার মধ্যে সব সময় কমপক্ষে দু’জন এমন সদস্য থাকবেন যারা কোরআন ও হাদীসের ভাল বিশারদ ও আরবী ভাষার জ্ঞান সম্পন্ন এবং আহমদীয়া পুস্তকাদি

সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং তন্মধ্যে তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার একজন প্রতিনিধিও সদস্য হিসেবে থাকবেন। (পরিশিষ্ট-১, শর্ত নং-১৬)

ধারা নং–৫

মজলিস কারপরদাযের সদস্যবৃন্দের নিয়োগ ও মনোনয়ন হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌র মঞ্জুরীক্রমে হবে। প্রত্যেক বছরের প্রারম্ভে সদর মজলিস কারপরদায খলীফাতুল মসীহ্‌র খেদমতে এ নিয়োগ / মনোনয়নের বিষয় উপস্থাপন করবেন।

ধারা নং–৬

সদর মজলিস কারপরদায সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার এমন সদস্য হবেন যাকে এ কাজের জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ নিয়োগ করবেন।

ধারা নং–৭

মজলিসে কারপরদাযের একজন সেক্রেটারী হবেন যাকে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌র মঞ্জুরীক্রমে নিয়োগ করবে। প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়াদি সেক্রেটারী তদারক করবেন।

ধারা নং–৮

মজলিস কারপরদাযের সভায় সদর কিংবা সেক্রেটারীর উপস্থিতি অবশ্য জরুরী। যদি কোন সভায় সদর অনুপস্থিত থাকেন তবে সদস্যরা নিজেদের মাঝ থেকে সেই বৈঠকের জন্য একজন সভাপতি মনোনীত করতে পারবেন।

ধারা নং–৯

মজলিস কারপরদাযের প্রত্যেক বৈঠকের কোরাম মোট সদস্য সংখ্যা ৫ জন হলে কোরাম ৩ জনে। যদি সদস্য সংখ্যা ৫ জনের অধিক হয়

তবে কোরাম ৪ জনে হবে।

ধারা নং −১০

জামা'তে আহমদীয়ার মাঝে ওসীয়্যত করার তাহরীক (উৎসাহ প্রদান) করা মজলিস কারপরদাযের দায়িত্ব হবে।

ধারা নং −১১

মজলিসে কারপরদাযের কর্তব্য হবে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ বা বিজ্ঞাপনাদি দ্বারা জামা'তের সদস্যবৃন্দকে ওসীয়্যতের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্থাৎ ঈমান, ইখলাস (নিষ্ঠা) সৎকর্ম এবং কুরবানির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকা। একথা যেন স্মরণ করানো হয় যে, ওসীয়্যতের আর্থিক দিকটি কেবল ত্যাগ স্বীকারের ও ধর্মের সেবার বহিঃপ্রকাশ মাত্র; আসল হচ্ছে ইমান এবং সৎকর্ম।

ধারা নং −১২

মজলিস কারপরদায সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মঞ্জুরীকৃত ওসীয়্যতসমূহকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবে। একই ভাবে তাদের ওসীয়্যতের অনুলিপি পৃথক ভাবে নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করবে।

ধারা নং −১৩

মজলিস কারপরদাযের দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে ওসীয়্যত মঞ্জুরী হওয়ার পর 'আল্ ওসীয়্যত' পুস্তিকা অনুসারে মুসীকে সার্টিফিকেট প্রদান করা (পরিশিষ্ট নং - ১, শর্ত নং - ৩)।

ধারা নং−১৪

মজলিস কারপরদাযের দায়িত্ব হবে মুসীয়ানের সুবিধার্থে এমন একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা যাতে ওসীয়্যত সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিষয়াদি একত্রিভূত করা হয়।

ধারা নং –১৫

বেহেশ্তী মাকবেরার সমস্ত কবরসমূহের একটি সম্পূর্ণ নকশা দপ্তরে সংরক্ষণ করা মজলিস কারপরদাযের কর্তব্য হবে।

ধারা নং –১৬

হযরত খলীফাতুল মসীহ্র পক্ষ থেকে ওসীয়্যতের অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করাও মজলিস কারপরদাযের দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত হবে।

ধারা নং –১৭

ওসীয়্যতের নিয়মাবলীকে সুষ্ঠ ভাবে বাস্তবায়িত ও প্রয়োগ করার নিমিত্তে মজলিস কারপরদায ওসীয়্যতের নিয়মাবলীর আলোকে হিস্যায়ে আমদ, হিস্যায়ে জায়েদাদ, সম্পত্তির মূল্য আদায়, দাফন কার্যে কর্তব্যসমূহ, কবরের যাবতীয় নকশা এবং ওসীয়্যত ও বেহেশতী মাকবেরা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদির ব্যাপারে নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে পারবে। তবে এগুলো বাস্তবায়নের জন্য সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার অনুমোদন নিতে হবে।

ধারা নং –১৮

ওসীয়্যত এবং নেযামে ওসীয়্যতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়িত করার জন্য স্থানীয় জামা'তসমূহের নিয়মানুযায়ী 'মজলিসে মুসীয়ান' কায়েম করতে হবে। এগুলি মজলিস কারপরদাযের সেক্রেটারীর আদেশানুযায়ী নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করবে।

ওসীয়্যতের যোগ্যতা ও শর্তাবলী

ধারা নং –১৯

ওসীয়্যতকারী অবশ্যই যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সকল দাবীর উপর বিশ্বাসী এবং "মুবায়ে" (বয়আতকারী) আহমদী হন।

ধারা নং–২০

প্রত্যেক আহমদী, যে বয়সে পূর্ণতা লাভ করেছে (যা সাধারণত ১৫ বছর) ওসীয়্যত করার যোগ্যতা রাখে যদি কোথাও আইনগত শরীয়ত অনুযায়ী বয়সের মাঝে তারতম্য ঘটে তবে নিজ-নিজ দেশীয় আইনানুসারে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর ওসীয়্যতের নবায়ন আবশ্যক হবে।

ধারা নং– ২১

প্রত্যেক ওসীয়্যতকারীকে অবশ্যই মুত্তাকী হতে হবে এবং সে যেন হারাম বিষয়াদি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলে আর শির্ক কিংবা বিদাতের কাজ না করে এবং তাকে সরল ও সত্যিকার মুসলমান হতে হবে। যতটুকু তার সামর্থ্য আছে তদনুসারে সে যেন ইসলামের আহ্কামের অনুগামী এবং আল্লাহকে এক বিশ্বাসকারী মুসলমান এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর উপর সত্যিকার ইমান রাখে এবং মানুষের হকসমূহ (মৌলিক অধিকারসমূহ) যেন নস্যাৎকারী না হয় (পরিশিষ্ট-১, শর্ত নং -৭)।

ধারা নং–২২

ওসীয়্যতকারী যেন অবশ্যই তার সম্পূর্ণ সম্পত্তির কমপক্ষে এক-দশমাংশ সিলসিলার কাজের জন্য ওসীয়্যতের শর্ত মোতাবেক প্রদান করতে সম্মত হয়। (আল্ ওসীয়্যত পুস্তক, শর্ত নং-২)।

ধারা নং-২৩

যদি ওসীয়্যতকারী সম্পত্তির অধিকারী না হন কিন্তু তিনি উপার্জনশীল হন তবে আয়ের কমপক্ষে দশভাগের একভাগ প্রতি মাসে আঞ্জুমানকে দেয়ার অঙ্গীকার করবেন। আয় যদি ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক বা বার্ষিক হয় তবে সে অনুপাতে হিস্যায়ে আমদ্ তিনমাসে, ছয়মাসে বা বাৎসরিক হিসাবে আদায় করা যাবে।

ধারা নং-২৪

ওসীয়্যত কমপক্ষে ১০ ভাগের একভাগ এবং উর্ধ্বে তিনভাগের একভাগ করা যাবে।

ধারা নং-২৫

ওসীয়্যতকারী যদি ওসীয়্যতকালীন সময়ে সম্পত্তির মালিক ও উপার্জনশীল হন তবে ওসীয়্যত উভয়ের উপর প্রযোজ্য হবে।

ধারা নং-২৬

ওসীয়্যত আবেদনকারীর জন্য আবশ্যক, সে যেন ওসীয়্যত করার সময় 'চান্দায়ে আমের' বকেয়াদার না হন। একই ভাবে সে কোন মৃত ওসীয়্যতকারীর বকেয়া আদায় করার দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় ওসীয়্যত করতে পারবে না।

ধারা নং-২৭

ওসীয়্যতের আবেদনকারীকে অবশ্যই সুস্থ মস্তিস্কে, স্বজ্ঞানে এবং সুস্থ দেহে ওসীয়্যত করতে হবে। মৃত্যুশয্যায়/শেষ অবস্থায় ওসীয়্যত গৃহীত হবে না। (পরিশিষ্ট -১, শর্ত নং- ২)

নোট ঃ 'মৃত্যুশয্যা/শেষ অবস্থা' বলতে (১৯৮১ সালের মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এমন কঠিন রোগ যদ্বারা মৃত্যুর খুবই আশঙ্কা বা প্রকৃতই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া বুঝাবে)।

ধারা নং–২৮

ওসীয়্যতকারী যেন অবশ্যই নিজ সাধ্যানুযায়ী বেহেশতী মাকবেরার উন্নয়ন, সেখানকার বাগান লাগানো, মেরামত ইত্যাদি কাজের জন্য ওসীয়্যত করার সময়ে কিছু চাঁদা আদায় করে। এই অর্থ ওসীয়্যতের হিসাবের বাইরে হবে। এ চাঁদাকে চান্দা 'শর্তে আউয়াল' (প্রথম শর্ত হিসাবে দান) বলা হয়। (পরিশিষ্ট-১, শর্ত-১)।

ধারা নং–২৯

ওসীয়্যতের আবেদনকারীকে অবশ্যই ওসীয়্যত করার সময়ে 'চান্দা শর্তে আউয়াল, ছাড়াও 'এলানে ওসীয়্যত' (ওসীয়্যতের ঘোষণা প্রকাশনা খরচ) বাবদ চাঁদা প্রদান করতে হবে। (পরিশিষ্ট-১, শর্ত-২)।

ওসীয়্যত সম্পাদন ও বাস্তবায়ন

ধারা নং–৩০

ওসীয়্যতকারী নিজে যেন ওসীয়্যতের আবেদন নির্ধারিত আবেদন ফরমে (তপসিল 'ক' নমুনা অনুসারে) লিখে এবং নিয়মানুসারে পূরণ করে স্থানীয় জামা'তের মাধ্যমে মঞ্জুরীর জন্য সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়াকে * প্রেরণ করে।

ধারা নং–৩১

প্রত্যেক ওসীয়্যতের আবেদনের সাথে (তপসিল 'খ' নমুনা অনুসারে) কমপক্ষে দুইজন সত্যায়নকারী ওসীয়্যতকারী সত্যায়ন করবেন।

---

* বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আহমদীয়া মুসলিম জামা'আত, বাংলাদেশ ৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১ এ ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

ধারা নং–৩২

ওসীয়্যত মঞ্জুর করার পূর্বে প্রত্যেক আবেদনকারীর চারিত্রিক ও ধর্মীয় অবস্থা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক হবে, যা স্থানীয় আমীর বা প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। মেয়েদের বেলায় যথাসম্ভব স্থানীয় লাজনার মাধ্যমে এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

ধারা নং–৩৩

(ক) প্রত্যেক ওসীয়্যত সম্বন্ধে শরীয়তানুযায়ী দু'জন প্রাপ্ত বয়স্ক সাক্ষীর সাক্ষ্যের প্রয়োজন হবে। সাক্ষীদ্বয় ওসীয়্যতকারীর উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে হলে ভাল হয়।

(খ) ওসীয়্যতকারী এবং সাক্ষীদ্বয় আক্ষরিক জ্ঞান সম্পন্ন হোক বা নিরক্ষর হোক উভয় ক্ষেত্রে দস্তখত বা সীলমোহর দেয়ার পর টিপ সই দিতে বাধ্য থাকবেন এবং যারা শিক্ষিত তাদেরকেও টিপ দিতে হবে। পুরুষরা ডান হাতের এবং মহিলাগণ বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর টিপ সই দেবেন। [পরিশিষ্ট০২, প্রথম অধিবেশনের কার্যবিবরণী ক্রমিক নং ৩(খ)]।

(গ) ওসীয়্যতকারী যদি লিখতে জানে তবে সে যেন নিজের হাতে ওসীয়্যত লিখে।

ধারা নং–৩৪

প্রত্যেক আবেদনকারী যেন অবশ্যই ওসীয়্যত ফরমে নিম্নলিখিত অঙ্গীকার করে:-"আমি আইনগত এবং শরীয়তের বিধি অনুযায়ী অঙ্গীকার করছি যে, আমার বা আমার উত্তরাধিকারীর কারও আমার আদায়কৃত 'হিস্যায়ে জায়েদাদ' বা 'হিস্যায়ে আমদের' কোন অংশ পরবর্তীতে ফেরত চাওয়ার কোন অধিকার থাকবে না।"

ধারা নং–৩৫

মঞ্জুরী প্রদানের সময়ে মঞ্জুরী প্রদানের পূর্বে ওসীয়্যতকারীর চারিত্রিক ও ধর্মীয় অবস্থা ছাড়াও ওসীয়্যতের পূর্বে তাঁর আর্থিক অবস্থার প্রতিও নজর রাখতে হবে যেন উল্লেখযোগ্য আর্থিক কুরবানির বিষয় ও ওসীয়্যতের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত না হয়।

ধারা নং−৩৬

ওসীয়্যতের আবেদন প্রাপ্তির পর সেক্রেটারী মজলিসে কারপরদায সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আইন উপদেষ্টার কাছে উক্ত ওসীয়্যত সম্বন্ধে বিস্তারিত অভিমত গ্রহণ করবেন যাতে ওসীয়্যতে কোন ভুল বা ফাঁক না থাকে যার কারণে পরবর্তীতে ওসীয়্যতের সম্পত্তি বা টাকা নিতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

ধারা নং−৩৭

আইন উপদেষ্টা প্রত্যেক ওসীয়্যতকারীর আবেদনপত্রকে বিস্তারিত ভাবে পর্যালোচনা করে এমন বিষয়াদি চিহ্নিত করবেন যাদের উল্লেখ ধারা নং-৩৬-এ করা হয়েছে। তা'ছাড়া সে বাধাসমূহ দূরীভূত করার পন্থাও তিনি প্রস্তাব করবেন।

ধারা নং−৩৮

প্রত্যেক ওসীয়্যত মঞ্জুর হওয়ার পূর্বে কম পক্ষে দু'টি খবরের কাগজে তা অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে। (পরিশিষ্ট-১, শর্ত নং ২)।

ধারা নং−৩৯

প্রত্যেক ওসীয়্যত লিপিবদ্ধ হওয়ার দিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে ওসীয়্যতের যাবতীয় কাজ সম্পন্নকরণ সেক্রেটারী মজলিসে কারপরদাযের দায়িত্ব। যদি তা না করা যায় তবে ওসীয়্যতকারীকে মজলিসে কারপরদাযের আপারগতার বিস্তারিত কারণ জানাতে হবে।

ধারা নং–৪০

ওসীয়্যতের ব্যাপারে সত্যায়ন এবং আইনগত বিষয়াদি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ পর্যালোচনা করার পর সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিত হয়ে মজলিসে কারপরদায ওসীয়্যতটিকে মঞ্জুরীর জন্য সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার কাছে উপস্থাপন করবে।

ধারা নং–৪১

সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া ওসীয়্যতকারীর ওসীয়্যত কোন কারণ না দর্শিয়ে প্রতাখ্যান করার অধিকার রাখে। সর্বক্ষেত্রে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ভাবে কার্যকরী হবে।

ধারা নং–৪২

ওসীয়্যত মঞ্জুরীরর পর মজলিসে কারপরদায নিজ স্বাক্ষর এবং সিলমোহরসহ মুসীর নামে একটি সার্টিফিকেট জারী করবেন। (পরিশিষ্ট-১, শর্ত-৩)

ধারা নং–৪৩

যদি কোন ব্যক্তি ওসীয়্যতের ফরম পূরণ করে স্থানীয় জামা'তে জমা করে দেয় কিন্তু উক্ত কাগজপত্র কেন্দ্রে পৌঁছানোর পূর্বেই তাঁর মৃত্যু ঘটে, আর যদি আবেদনকারী নিম্নবর্ণিত সমস্ত শর্তাবলী পূরণ করে থাকে তাহলে এমতাবস্থায় তাঁর ওসীয়্যত মঞ্জুর হওয়া সম্ভব ঃ

(১) মৃত ব্যক্তি ওসীয়্যত সংক্রান্ত সকল বিষয় পূর্ণ করেছেন এবং যেহেতু তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটেছে তাতে ওসীয়্যত মঞ্জুরীর ব্যাপারে কোন বাধা- বিপত্তি নেই,

(২) যদি মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা সম্পত্তির মূল্য (ওসীয়্যতের অংশ) পরিশোধে সম্মত ও প্রস্তুত থাকে,

(৩) সার্বিক অবস্থায় কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না হয়। যেমন ঃ

(ক) সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ওসীয়্যত সম্পর্কিত বিষয়াদি নিষ্পত্তিতে দীর্ঘ সময় লাগে,

(খ) একটা গ্রহণযোগ্য সময় পর্যন্ত মীমাংসা না করার ইচ্ছা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আভাস পেলে,

(গ) স্বল্পমাত্রায় আর্থিক কুরবানী করার সময়কালীন ওসীয়্যত করা হয়ে থাকলে,

(ঘ) কতিপয় ধর্মীয় ব্যাপারে অপবাদ থাকলে- যেমন

১। নামাযে গাফিলতি

২। বেশী বেশী মালী কুরবানী করার ইচ্ছা না থাকা,

৩। নেযামে জামা'তের কাজসমূহে সহযোগিতার বেলায় গাফেল থাকলে।

(সূত্র সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, পাকিস্তান এর ৯-৭-৮৮ তারিখের বিশেষ সভার ১নং সিদ্ধান্ত)।

আদায়

ধারা নং−৪৪

সাধারণতঃ মুসীর মৃত্যুর পরে তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপর ওসীয়্যত কার্যকর হবে এবং মুসীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপর "হিস্যায়ে জায়েদাদ" প্রদান করতে হবে। (আল্ ওসীয়্যত পুস্তকের নির্দেশ নং - ১)।

ধারা নং−৪৫

এমন জমির মালিকগণ, যাদের জমি ওসীয়্যতের ব্যাপারে কোন

আইনগত বাধা বিপত্তি রয়েছে তাঁরা জমি ওসীয়্যত না করে অংশ হিসেবে সমপরিমাণ জমি নিজ জীবদ্দশায় হেবা করে দেয়া ভাল হবে। এই রূপ হেবাকৃত জমির হেবানামার উপর সম্ভাব্য অংশীদারদেরও সই করাবেন (যদি কেউ থাকেন) যা দ্বারা ঐ অংশীদারদের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। (প্রথম অধিবেশনের কার্য বিবরণীর ক্রমিক নং- ৪)।

ধারা নং –৪৬

৪৫ নং ধারার বর্ণনা মোতাবেক হেবা করতেও যদি কোন বাধা থাকে তবে যে পরিমাণ জমি সে হেবা করতে চায়, ঐ পরিমাণ জমির বাজার মূল্য নির্ধারণ বা বিক্রয় করে ঐ বিক্রয় লব্ধ অর্থ “মজলিসে কারপরদায বেহেশতি মাকবেরার” কাছে হস্তান্তর করবে। নতুন সম্পত্তির বেলাতেও তাকে অনুরূপ ব্যবস্থা করতে হবে। (১ম অধিবেশনের কার্যবিবরণীর ক্রমিন নং-৫)।

ধারা নং–৪৭

মজলিস কারপরদায ইচ্ছা করলে মুসীকে তাঁর সম্পত্তির (জায়েদাদের) সম্পূর্ণ অংশ অথবা কোন অংশের (নিয়ম অনুসারে) মূল্য নির্ধারণ পূর্বক হিস্যায়ে জায়েদাদ, নিজ জীবদ্দশায় পরিশোধ করার অনুমতি প্রদান করতে পারবে।

ধারা নং–৪৮

সাধারণ ভাবে একজন মুসীকে তার ‘তারকা’ (পরিত্যক্ত সম্পদ) থেকে ওসীয়্যতের অংশ আদায় করতে হবে। তবে মুসীর যদি এরূপ বর্ণনা থাকে যে, সে নগদ ‘তারকা’ সম্পূর্ণ বা আংশিক ওসীয়্যত আদায় করে দিয়েছে তবে তার বর্ণনা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে এবং এমন অবস্থায় ঐ নগদ ‘তারকা’র উপর ওসীয়্যতের অংশ ধার্য করা হবে না। যদি মুসীর নিজ বর্ণনা না পাওয়া যায় তবে স্থানীয় জামা’তের রিপোর্ট ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

ধারা নং-৪৯

(ক) যদি কোন মুসী তাঁর অস্থাবর সম্পত্তির কোন ওয়ারীস বা কয়েকজন ওয়ারীসের নামে এমন অবস্থায় হেবা করে, যেক্ষেত্রে ওয়ারীসদের অংশ ভাগ করার সুযোগ রয়েছে এবং তাতে যদি কোনক্রমে ওসীয়্যতের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে এমতাবস্থায় ওসীয়্যত অনুসারে উক্ত সম্পত্তির 'হিস্যায়ে জায়েদাদ' আদায় করতে হবে এবং এমন সম্পত্তি মুসীর মৃত্যুর পর 'তারকা' বলে গণ্য হবে।

(খ) যদি কোন মুসী তাঁর অস্থাবর সম্পত্তি যা থেকে ওসীয়্যত আদায় করা ওয়াজিব এমন অবস্থায় নিজ ওয়ারীস বা ওয়ারীসগণের নামে হেবা করে, যে ওয়ারীস ভাগের সময় তাঁর ওয়ারীস হবে অথবা কোনক্রমে ওসীয়্যতের আসল রূহ বিপন্ন হবার আশংকা থাকে এমন অবস্থায় ঐ সম্পত্তি থেকে ওসীয়্যতের অংশ আদায় করতে হবে।

ধারা নং-৫০

কোন মুসীর হিস্যায়ে জায়েদাদ (সম্পত্তির মূল্য) নির্ধারণ করার যাবতীয় পদক্ষেপ নিয়ম মোতাবেক সদরআঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রতিনিধি হিসাবে "নায়েম তশখীস জায়েদাদ" গ্রহণ করবেন।

ধারা নং-৫১

মুসীর সম্পত্তি থেকে যদি কোন আমদানী (আয়) হয়ে থাকে তবে ঐ আয় থেকে চাঁদায়ে আমের অর্থাৎ ১/১৬ হারে "হিস্যায়ে আমদ" আদায় করতে হবে।

ধারা নং-৫২

যে সম্পত্তির 'হিস্যায়ে জায়েদাদ' আদায় সম্পূর্ণভাবে সম্পাদান হয়ে গেছে সে সম্পত্তি থেকে "হিস্যায়ে আমদ" চাঁদা আম এর হারে আদায়

করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু পুণ্য লাভের উদ্দেশ্য হিস্যায়ে জায়েদাদ আদায় করার পরও এ চাঁদা দিতে থাকলে উত্তম।

ধারা নং–৫৩

প্রতি পাঁচ বৎসর পর-পর মুসীর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ কেন্দ্রে পাঠাতে হবে।

ধারা নং–৫৪

যদি মুসীর নিজ সম্পত্তির মধ্যে তাঁর উত্তরাধিকারদের পক্ষ থেকে এমন কোন পরিবর্ধন সাধন হয় যা মূলতঃ মুসীর সম্পত্তি নয় তবে মুসীর জন্য জরুরী হবে যে, সে

(ক) পূর্ব থেকে মরকযকে অবহিত করে অনুমতি লাভ করবে, (খ) সে বর্ণনা দেবে যে, ঐ নির্দিষ্ট পরিধির বা পরিমাপের সম্পত্তি তাঁর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ওয়ারীস স্বরূপ ভাগ হবে না, (গ) এ ধরনের বর্ণনা বা বিবৃতির উপর যতদূর সম্ভব উত্তরাধিকারীদের সই করাবেন।

ধারা নং–৫৫

পেনশনের কমিউটকৃত অংশের উপর ওসীয়্যতের অংশ আদায় করতে হবে এবং মুসীকে ঐ টাকা সম্পূর্ণটা প্রথমবারই আদায় করতে হবে। যদি কোন কারণে প্রথম কিস্তিতে সম্পূর্ণ টাকা আদায় করতে মুসী অপরাগ হয় তবে যথাযথভাবে নিয়ম অনুসারে মজলিসে কারপরদাযের কাছ থেকে সময় চেয়ে অনুমতি নিতে হবে।

ধারা নং–৫৬

মুসী যদি কর্মরত অবস্থায় মারা যায় তবে তার পরিবার “গ্র্যাচুইটি” বা “ফ্যামিলি পেনশন” নামে যে সাহায্য পাবে তাথেকে ওসীয়্যতের অংশ আদায় করার প্রয়োজন নেই।

ধারা নং–৫৭

মুসীর মৃত্যুর পর গ্রুপ ইনসিউরেন্সের এমন টাকা যার প্রিমিয়াম সরকার বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান আদায় করে থাকে উক্ত টাকার উপর ‘তারকা’ ধার্য হবে না।

ধারা নং–৫৮

এমন গ্রুপ ইনসিউরেন্স যার প্রিমিয়াম মুসীর বেতন থেকে কর্তন করা হতো ঐ ইনসিউরেন্সের যে পরিমাণ টাকা মুসীর বেতন থেকে কর্তন করা হতো ঐ পরিমাণ টাকার উপর ‘হিস্যায়ে জায়েদাদ’ ধার্য হবে। তবে মুসী যদি নিজ জীবদ্দশায় প্রিমিয়ামের জন্য কর্তনকৃত টাকা সহ সম্পূর্ণ বেতনের টাকার উপর ওসীয়্যতের চাঁদা আদায় করে থাকেন তবে তার উপর ‘হিস্যায়ে জায়েদাদ’ ধার্য হবে না।

ধারা নং–৫৯

প্রভিডেন্ড ফান্ডের যে অংশের উপর ওসীয়্যত আদায় করা হয়নি এবং মুসীর মৃত্যুর পরে তাঁর ওয়ারীসগণ যদি ঐ টাকা প্রাপ্ত হয় তবে তা ‘তারকা’ বলে গণ্য হবে এবং এর উপর ‘হিস্যায়ে জায়েদাদ’ প্রদান করতে হবে।

ধারা নং–৬০

ওসীয়্যতের অংশ হিসাবে যা ‘দেয়’ ওয়াজিব বা জরুরী হয়েছে তা কোনক্রমেই মাফ হতে পারে না।

ধারা নং–৬১

যদি (আল্লাহ না করুন) কোন দৈবদুর্বিপাকের কারণে কোন মুসীর সম্পত্তি বিনষ্ট হয়ে যায় বা বিরাট ক্ষতি হয়ে যায় তবে মজলিস কারপরদায এ বিষয়ে বিবেচনা করে “হিস্যায়ে জায়েদাদ” নির্ধারণ করবে।

বাতিল বা পুনর্বহাল

ধারা নং–৬২

কোন মুসীর ওসীয়্যত কোন কারণ না দেখিয়ে বাতিল করার সম্পূর্ণ এখতিয়ার সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার। এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

ধারা নং–৬৩

নেযামে জামা'ত থেকে যে ব্যক্তিকে বহিষ্কার করা হবে তার ওসীয়্যত বাতিল বলে গণ্য হবে।

ধারা নং–৬৪

জামা'তী নেযামের বিরুদ্ধকারীর ওসীয়্যত বাতিল বলে গণ্য হবে।

ধারা নং –৬৫

যদি কোন ব্যক্তি ওসীয়্যত করার পর ইমানী দুর্বলতার কারণে নিজ ওসীয়্যতকে অস্বীকার করে অথবা জামা'তের বিরুদ্ধে চলে যায় এমতাবস্থায় সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া আইনানুগভাবে এমন ব্যক্তির সম্পত্তি নিজ দখলে যদি নিয়েও থেকে থাকে তবু ঐ সম্পত্তি দখলে রাখা ঠিক হবে না। বরং এমন মাল ফেরত দিতে হবে। কারণ আল্লাহ কারও মালের অভাব বোধ করেন না এবং আল্লাহর কাছে এমন মাল অপসন্দীয় ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (পরিশিষ্ট-১, শর্ত নং-১২)।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে 'সম্পত্তি' বলতে এমন অস্থাবর সম্পত্তিকে বুঝায় যা অপরিবর্তনীয় অবস্থায় সদর আঞ্জুমানের দখলে রয়েছে "হিস্যায়ে জায়েদাদ" বা "হিস্যায়ে আমদ"-এর নগদ আদায়কৃত টাকা নয়। কারণ এমন এমন টাকা সঙ্গে সঙ্গে ঐসব উদ্দেশ্যে খরচ হতে থাকে যে

সব উদ্দেশ্যে ওসীয়্যত করা হয় এবং তা কোনক্রমেই ফেরতযোগ্য নয়।

ধারা নং –৬৬

যে মুসী ওসীয়্যতকে আর্থিক অপারগতার কারণে জারী রাখতে না পারবে তার দরখাস্তের ভিত্তিতে তার ওসীয়্যত বাতিল করা হবে।

ধারা নং–৬৭

যদি কোন মুসী সম্বন্ধে এমন তথ্য পাওয়া যায় যে, তার মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটেছে এবং তার বিবেক-বিবেচনা শক্তি লোপ পেয়েছে এবং তার দ্বারা প্রকাশ্য শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ ঘটছে, তবে তার মেডিকেল রিপোর্টের ভিত্তিতে বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া তার ওসীয়্যত বাতিল করতে পারবে।

ধারা নং–৬৮

যদি মুসী ছয় মাস পর্যন্ত 'হিস্যায়ে আমদ' এর চাঁদা আদায় না করে এবং সে দফতরকে নিজ অপরাগতা জানিয়ে চাঁদা আদায়ের সময় সীমাও বাড়িয়ে না নেয় তবে মজলিস কারপরদাযের সুপারিশক্রমে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া এমন ওসীয়্যতকে বাতিল করতে পারে।

ধারা নং–৬৯

প্রতি বৎসর বাৎসরিক 'আসল আমদ ফরম' (এই পুস্তিকার শেষে প্রদত্ত নমুনা নং 'গ' অনুযায়ী) পূরণ করে দফতর ওসীয়্যতে প্রেরণ করা মুসীর জন্য ওয়াজিব হবে। যদি এই ফরম ওসীয়্যতের দফতরে না পৌঁছে তবে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া যতদূর সম্ভব সতর্কতার পর ঐ মুসীদের বিরুদ্ধে শিক্ষামূলক পদক্ষেপ নিতে পারবে এবং এই পদক্ষেপ ওসীয়্যতের বাতিল করণ পর্যন্ত হতে পারে।

ধারা নং–৭০

ওসীয়্যত বাতিল করণের পূর্বে সকল অবস্থায় মুসীকে সতর্ক করা জরুরী হবে না। যদি ওসীয়্যত ধারা নং-৬৮ অনুযায়ী বাতিল করণের জন্য বিবেচনাধীন হয় তবে সাধারণতঃ মুসীকে কমপক্ষে একবার সতর্ক করা জরুরী হবে।

ধারা নং–৭১

মুসীর এমন উত্তরাধিকারীরা যারা মৃত মুসীদের বকেয়াসমূহ আদায় না করবে এবং নিজেদের অবস্থা বর্ণনা করে দফতর থেকে সময়ের সুযোগ গ্রহণ না করবে ঐরূপ ওসীয়্যত বাতিল করে দেয়া হবে।

ধারা নং–৭২

যে মুসীর ওসীয়্যত সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া কর্তৃক বাতিল করা হবে সে জামা'তের কোন ওহ্দাদার (মজলিসে আমেলার সদস্য) হতে পারবে না।

ধারা নং–৭৩

যে ওসীয়্যত ধারা নং– ৬৩ অনুযায়ী বাতিল করা হয়–শাস্তি মাফ হয়ে যাবার পর উক্ত ব্যক্তির দরখাস্ত পাওয়া গেলে তার ওসীয়্যত পুনর্বহাল করণের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় মধ্যকালীন সময়ের 'হিস্যায়ে আমদ' খাতে চাঁদা আদায় করা জরুরী হবে।

ধারা নং–৭৪

যে ব্যক্তির ওসীয়্যত ৬৪নং ধারা মোতাবেক বাতিল হয়ে যায় এমন ব্যক্তিকে পুনরায় বয়আত হতে হবে। যদি সে নতুন করে ওসীয়্যত করতে চায় তবে নিয়ম মোতাবেক বিবেচনাধীনে আসতে পারে।

ধারা নং–৭৫

যে ওসীয়্যত ৬৬ নং ধারা অনুসারে বাতিল হয়েছে, ওসীয়্যত পুনর্বহাল করার জন্য মুসীর দরখাস্ত ঐ সমস্ত শর্তাবলীর সাথে বিবেচনাযোগ্য যে সমস্ত শর্তাবলী নতুন ওসীয়্যতের জন্য নির্ধারিত আছে। অধিকন্তু উক্ত মুসীকে ঃ–

(ক) প্রথমবার বাতিলকৃত 'ওসীয়্যতের' সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করতে হবে,

(খ) ওসীয়্যত বাতিল অবস্থায় থাকাকালীন সময়ের "চাঁদা আম" পরিশোধ করতে হবে।

ধারা নং–৭৬

যে ওসীয়্যত ৬৭ নং ধারা মাফিক বাতিল হয়েছে তা মুসীর স্বাস্থ্যবান হওয়ার পর তার দরখাস্ত অনুসারে তা পুনর্বহালের জন্য বিবেচনাধীনে আসতে পারে কিন্তু শর্ত এই যে, তার সুস্থতা সম্বন্ধে ডাক্তারী সনদ পত্র থাকতে হবে।

ধারা নং–৭৭

যে ওসীয়্যত ৬৮ নং ধারা মাফিক বাতিল হয়েছে তার পুনর্বহাল করণের জন্য 'হিস্যায়ে আমদ' সম্পূর্ণটা আদায় করতে হবে। বাতিল থাকাকালীন শুধু "চাঁদায়ে আম" আদায়কৃত হওয়া যথেষ্ট হবে না, বরং এই সময়কালের "চাঁদায়ে আম" ও 'হিস্যায়ে আমদের" ব্যবধানটাও আদায় হতে হবে। ওসীয়্যত পুনর্বহালের জন্য ঐ সমস্ত শর্তাবলী পূরণ করতে হবে যা নতুন ওসীয়্যতের জন্য নির্ধারিত।

দাফন এবং স্মৃতি ফলক

ধারা নং-৭৮

যখন কোন মুসীর মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহ দাফনের জন্য বেহেশতী মাকবেরায় আনা হবে তখন নিম্মলিখিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হবেঃ-

(ক) উত্তরাধিকারীদের কাছে থেকে জিজ্ঞেস করে মুসীর মৃত্যুর সঠিক সময় তাঁর ফাইলের উপর লিখে দেয়া হবে।

(খ) যদি কোন এমন বিষয় থাকে যার ফলে সে মূহূর্তে মৃতদেহকে বেহেশতী মাকবেরায় দাফন করা সম্ভব না হয় এবং বিষয়টি সুরাহা হওয়া পর্যন্ত মৃতদেহ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে যথারীতি ঐ মৃতদেহের ডাক্তারী পরীক্ষা করানো হবে এবং তদনুসারে যদি অবিলম্বে দাফন করা জরুরী হয় তবে সেই মৃতদেহকে "আমানত" স্বরূপ সাধারণ কবরস্থানে দাফন করা হবে। রাবওয়ার হাসপাতালের জন্য জরুরী হবে যে, তা অনতিবিলম্বে ঐ মৃতদেহকে পরীক্ষা করে মজলিসে কারপরদাযকে ঐ মৃতদেহের কি অবস্থা এবং কত সময় পর্যন্ত দাফন না করে রাখা সম্ভব হতে পারে এ বিষয়ে বিস্তারিত রির্পোট দেবে।

ধারা নং-৭৯

প্রত্যেক মৃতদেহ যা কাদিয়ান/রাবওয়া এর ভূমিতে মৃত্যুবরণ করেনি তা বাক্স বন্ধ না করে কাদিয়ান/রাবওয়া আনয়ন করা না জায়েয হবে। (পরিশিষ্ট-১, শর্ত নং-৫)।

ধারা নং-৮০

মুসীকে তাঁর ওসীয়্যতের চাঁদা সম্পূর্ণরূপে আদায় হওয়ার পরই বেহেশতী মাকবেরায় দাফন করা যেতে পারে। নতুবা নিম্মলিখিত ব্যতিক্রম ছাড়া তা আমানতস্বরূপ অন্য কবরস্থানে দাফন করতে হবে। ব্যতিক্রম যদি কোন মুসীর 'হিস্যায়ে জায়েদাদ' আদায় না হয়ে থাকে

তবে উক্ত অংশের আদায় সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য এমন যামিনদার যা মজলিস কারপরদায নগদ আদায়ের তুল্য মনে করে–পাওয়া গেলে তাকে বেহেশতী মাকবেরায় দাফন করা যেতে পারে।

ব্যাখ্যা ঃ (ক) এই সুযোগ শুধু 'হিস্যায়ে জায়েদাদের' সম্বন্ধে গ্রহণীয় হবে। হিস্যায়ে আমদের টাকা সম্পূর্ণ আদায় হওয়া জরুরী হবে।

(খ) নির্ভরযোগ্য যামানতদার কোন ব্যক্তি বিশেষও হতে পারে তবে শর্ত এমন উপযুক্ত দু'জন মুসী যামিনদার হতে পারে যাদের যামানত মজলিসে কারপরদাযের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় আর তারা টাকা পূরণ করে দেবার যোগ্যতা রাখেন। তাদের দুইজনের প্রত্যেকেই পৃথক-পৃথকভাবে সমস্ত টাকা আদায় করার দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। তাছাড়া আদায়ের সময় সীমাও নির্ধারণ করতে হবে–যা কোনক্রমে এক বৎসরের বেশি হবে না।

ধারা নং–৮১

কোন মুসীর মৃত্যুর পর তার হিস্যায়ে ওসীয়্যত আদায় না হওয়ার কারণে যদি উক্ত মুসী আমানত স্বরূপ দাফন হয়ে থাকে, তবে তার ওয়ারীসদের উপর এটি ফরয হবে যে, অনূর্ধ্ব এক বৎসরের মধ্যেই মুসীর পরিত্যক্ত (তারকা) সম্পত্তির মধ্যে থেকে "হিস্যায়ে জায়েদাদ" এবং সকল অবশ্য দেয় চাঁদা আদায় করে দেবেন। অন্যথায় ওসীয়্যত বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে হ্যাঁ, ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিকূল অবস্থা হলে মজলিস কারপরদায তা বিবেচনা করে ঐ অবশ্য দেয় চাঁদা আদায়ের সময়সীমা বাড়াতে পারে।

ধারা নং–৮২

মুসীর কবরের উপর যে কতবা (স্মৃতিফলক) স্থাপিত করা হবে তার উপর নিম্নলিখিত বিষয় লিপিবদ্ধ করা হবে:-

(১) মুসীর নাম, (২) মৃত্যুর তারিখ (৩) বয়আতের তারিখ (৪) বয়স (৫) ওসীয়্যতের তারিখ (৬) যদি ১০/১ এর বেশি অংশের ওসীয়্যত হয় তবে তার উল্লেখ (৭) বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য বা বিশেষ কোন খেদমতের ঘটনা সংক্ষেপে (৮) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অথবা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ যদি সংশ্লিষ্ট মুসী সম্বন্ধে কোন প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করে থাকেন তবে তার উল্লেখ করা যাবে।

ধারা নং–৮৩

মুসীর দাফনের জন্য ওসীয়্যতের অফিস স্থান নির্দেশ করবেন। (পরিশিষ্ট নং ১, শর্ত নং ৩)।

ধারা নং–৮৪

বেহেশতী মাকবেরায় কেউ নিজের বা কোন আত্মীয়ের জন্য (কবরের) স্থান নির্ণয় করার অধিকারী হবে না।

ধারা নং–৮৫

বেহেশতী মাকবেরায় "কাত্বায়ে সাহাবায়ে কেরাম" (সাহাবায়ে কেরামের গ্রুপে) দাফন হওয়ার জন্য 'সাহাবা'র সংজ্ঞা হবে যে, তিনি নিজ পিতা-মাতা বা কোন অভিভাবকের ঈমানের অবস্থায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে দেখেছেন এবং তখন তাঁর নিজ বয়স কমপক্ষে বার বৎসর ছিল।

ধারা নং–৮৬

কোন মুসীর মৃতদেহ যা অন্য স্থানে আমানতস্বরূপ দাফন করা হয়েছে তা কমপক্ষে ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর বেহেশতী মাকবেরায় দাফনের জন্য আনয়ন করা যেতে পারে কিন্তু কমপক্ষে একমাস পূর্বে অবশ্যই দফতর নাযারাত বেহেশ্তী মাকবেরা থেকে অনুমতি লাভ করতে হবে। অনুমতি গ্রহণ না করে মৃতদেহকে আনয়ন করা যাবে না।

(পরিশিষ্ট-১, শর্ত নং-৫)।

ধারা নং—৮৭

যদি (আল্লাহ্ না করুন) কোন মুসী যে আল্ ওসীয়্যতের সকল শর্তাবলী পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন অথচ প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় তবে তাঁর সম্বন্ধে নির্দেশ এই যে, বাক্স বন্ধ করে তাঁর লাশ অন্যত্র কোন স্থানে আমানতস্বরূপ কমপক্ষে দুই বৎসরের জন্য দাফন করতে হবে। দুই বৎসর পর এমন মৌসুমে যেন তাঁকে বেহেশতী মাকবেরায় দাফনের জন্য আনা হয়, যখন তাঁর মৃত্যুস্থানে এবং কাদিয়ানে/রাবওয়ায় প্লেগ না থাকে। (পরিশিষ্ট-১, শর্ত নং-৬)।

ধারা নং—৮৮

(আল্লাহ্ না করুন) যদি কোন ব্যক্তি 'আল্ ওসীয়্যত' পুস্তিকা অনুসারে ওসীয়্যত করে এবং মজযূম (কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত) হয় যার শারীরিক অবস্থা এমন নয় যে, এই কবরস্থানে আনা যায়, তবে এমন ব্যক্তিকে শারীরিক অসুবিধার কারণে এই কবরস্থানে আনা ঠিক হবে না। কিন্তু সে যদি ওসীয়্যতের উপর কায়েম থেকে থাকে তবে তার পুরস্কার এ বেহেশতী মাকবেরায় দাফন কৃত ব্যক্তির মতই হবে। (পরিশিষ্ট-১, শর্ত নং-১৭)।

ধারা নং—৮৯

যদি কোন মুসীর এমন মৃত্যু ঘটে যেমন, নদীতে ডুবে মারা যান বা অন্য কোন কারণে মৃতদেহ আনয়ন করা সাধ্যের বাইরে হয়, তবে তাঁর ওসীয়্যত বহাল থাকবে যদি তিনি ওসীয়্যতের অন্যান্য শর্তাবলী পালন করে থাকেন এবং আল্লাহর নিকটে তিনি এমনই হবেন যেমন তিনি বেহেশতী মাকবেরায় দাফন হয়েছেন। আর তাঁর স্মরণে বেহেশতী মাকবেরায় ইট বা পাথরের উপর 'কতবা' লিখে স্থাপন করা জায়েয হবে। (পরিশিষ্ট-১, শর্ত নং-৮)।

ধারা নং−৯০

নিয়মিত কতবাসমূহ ছাড়া অন্য প্রত্যেক কতবার বাক্য বিবরণীর জন্য মজলিসে কারপরদায থেকে অনুমোদন নিতে হবে।

ধারা নং−৯১

কোন গয়ের মুসীর দাফনের বিষয়, পরিশিষ্ট-১, শর্ত নং- ৪ এবং ১৮ অনুযায়ী সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সুপারিশক্রমে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ)-এর খেদমতে পেশ করা যেতে পারে।

উপরোক্ত শর্তগুলো নিম্নরূপ

"আঞ্জুমান কর্তৃক নিরূপিত বিশেষ কোন অবস্থা ব্যতীত, কোন নাবালক শিশু বেহেশতী হিসাবে এই কবরস্থানে সমাহিত হবে না; এবং এই কবরস্থানে সেই মৃতের কোন আত্মীয় সমাহিত হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না সে নিজে আল্ ওসীয়্যত পুস্তিকার যাবতীয় শর্ত পালন করবে"।

"যদি কারও স্থাবর বা অস্থাবর কোন সম্পত্তি না থাকে এবং এতদসত্ত্বেও প্রমাণিত হয় যে, সে একজন সালেহ দরবেশ, মুত্তাকী ও খালেস মু'মিন, কপটতা, সংসার পূজা বা অনুবর্তিতার কোন ত্রুটি তার মধ্যে নাই, তবে তিনি আমার অনুমতিক্রমে অথবা আমার পরে আঞ্জুমানের সর্বস্মতিক্রমে এই মাকবেয়ায় সমাহিত হতে পারবেন।"

বিবিধ

ধারা নং−৯২

যদি ওসীয়্যতের সম্পদের বিষয় কোন মামলা মোকাদ্দমা হয় এবং এর বিহিতকরণের জন্য খরচপত্র হয় তবে ঐ সকল খরচ ওসীয়্যত ফান্ড থেকে নির্বাহ করতে হবে। (পরিশিষ্ট-১, শর্ত নং-১১)।

বিশদ ব্যাখ্যা, সংশোধনী এবং রহিতকরণ

ধারা নং–৯৩

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রণীত আল্ ওসীয়্যত পুস্তিকা, ২০শে ডিসেম্বর, ১৯০৫ ইং তারিখের নির্দেশ, পরিশিষ্ট-১ এবং সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ট্রাস্টিগণের ২৯শে জানুয়ারী, ১৯০৬ ইং তারিখের প্রথম অধিবেশনের কার্য-বিবরণী আমাদের এই নিয়মাবলীর (কাওয়ায়েদের) বিশ্লেষণের জন্য বুনিয়াদী দস্তাবেজ (নথিপত্র) বলে পরিগণিত হবে এবং কোন ধারার এমন ব্যাখ্যা করা জায়েয হবে না যা এই বুনিয়াদী নথিপত্রের বিপরীত হয়।

ধারা নং–৯৪

ওসীয়্যতের নিয়মাবলীর মধ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহর নির্দেশে বা অনুমোদনক্রমে পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বাতিল করা সম্ভব হবে।

পরিশিষ্ট-৪

ওসীয়্যতকারী সম্বন্ধে নির্দেশাবলী

১। ওসীয়্যতের ফরম পূর্ণ করার পূর্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রণীত আল্ ওসীয়্যত পুস্তিকা ও আল্ ওসীয়্যত পুস্তিকার পরিশিষ্ট এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সমর্থিত ২৯ শে জানুয়ারী, ১৯০৬ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কাদিয়ান সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ট্রাষ্টিগণের প্রথম অধিবেশনের কার্য-বিবরণী পড়ে বা শুনে নিবেন।

২। ওসীয়্যতের নেযাম এবং ওসীয়্যতের নিয়মাবলী সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য "মজলিসে কারপরদায মসালেহ্ কবরস্থান" কর্তৃক প্রকাশিত "কাওয়ায়েদে ওসীয়্যত" (ওসীয়্যতের নিয়মাবলী) পড়ে বা শুনে নিবেন।

৩। ওসীয়্যত সুসাস্থ্য অবস্থায় করতে হবে। মৃত্যু শয্যায়কৃত ওসীয়্যত মঞ্জুর হবে না।

৪। ওসীয়্যতকারী নিজের ওসীয়্যত লিখার সময় বিস্তৃতভাবে যেন লিখে "আমি ওসীয়্যত করছি যে, আমার মৃত্যুর পর আমার স্থাবর ও অস্থাবর রেখে যাওয়া সম্পূর্ণ সম্পত্তির *..........অংশের মালিক সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া হবে। এখন আমার সম্পূর্ণ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলে। এর বর্তমান মূল্য লিখে দেয়া হল।" তদসংগে একথাও লিখতে হবে যে, "এখন আমার মাসিক/বাৎসরিক আয় .... টাকা আছে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আয়ের ....অংশ সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া পাকিস্তান, রাবওয়ার নিয়মাবলী অনুযায়ী দিতে থাকবো।"

---

*এখানে উল্লেখ থাকে যে, বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, পাকিস্তান, রাবওয়ার আইনানুগ জাতীয় প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা।

৫। কোন লিখা সন্দেহযুক্ত ও সংশয়যুক্ত হবে না এবং লিখা স্পষ্টক্ষরে লিখতে হবে। দুই প্রকার কলম বা দুই প্রকার কালি দ্বারা লিখতে পারবে না।

৬। যে ওসীয়্যতে স্থাবর সম্পত্তি লিখা হবে তাতে যতদূর সম্ভব ওসীয়্যতকারীর ওয়ারীশগণের বা অংশীদারগণের স্বাক্ষর সাক্ষ্য হিসাবে থাকবে।

৭। ওসীয়্যতের ফরমের উপর দুইজন প্রসিদ্ধ, সম্মানিত ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিকে তাদের সম্পূর্ণ ঠিকানা ও সিলমোহরসহ সাক্ষী করাবেন এবং ওসীয়্যতের ফরম নিজের স্থানীয় জামা'তের আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবের মাধ্যমে পাঠাবেন।

৮। মহিলা ওসীয়্যতকারীর ওসীয়্যতের ফরমের উপর স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্টকে তৃতীয় সাক্ষী হিসেবে সাক্ষী করাতে হবে। যদি লাজনা কায়েম না থাকে তবে লিখতে হবে যে, এখানে লাজনা কায়েম নেই।

৯। বিবাহিতা মহিলা ওসীয়্যতকারীর স্বামী জীবিত থাকলে তার সাক্ষী ওসীয়্যতের (ফরমের) উপর জরুরী হবে। এটিও স্পষ্ট করা জরুরী হবে যে, ওসীয়্যতকারীর মোহরানা কত? এটি আদায় হয়েছে না স্বামীর দায়িত্বে রয়েছে? স্বামীর দায়িত্বে থাকলে স্বামীর লিখা প্রয়োজন যে, সে ওসীয়্যতকারীর মোহরানার ওসীয়্যতের অংশ দেয়ার দায়িত্বভার নিচ্ছে। সেই সাথে স্বামীর মাসিক আয় লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং স্বামী মুসী হলে তার ওসীয়্যত নম্বর লিখতে হবে।

১০। গহনার বিবরণ, ওজন এবং আনুমানিক মূল্য লিখাতে হবে।

১১। স্থাবর সম্পত্তি যেমন, জমি বা ঘর-বাড়ির অবস্থান, পরিমাণ এবং আনুমানিক মূল্য লিখতে হবে। সে সাথে ঐ সম্পত্তি থেকে যে আয় হয় তা নির্দিষ্ট করতে হবে।

১২। ওসীয়্যত করার সময় শর্তে আউয়ালের (প্রথম শর্ত) চাঁদা এবং

এলানে ওসীয়্যতের (ওসীয়্যতের ঘোষণার) খরচাদি ২৯ ও ২৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী দেয়া জরুরী। ওসীয়্যত মঞ্জুর না হলে প্রথম শর্তের চাঁদা ওসীয়্যতকারীকে ফেরৎ দেয়া যেতে পারে বা ওসীয়্যতকারীর ইচ্ছানুযায়ী "চাঁদা আম"-এ জমা হতে পারে। ওসীয়্যতের ঘোষণার খরচাদি ফেরতযোগ্য নয়।

১৩। ওসীয়্যতকারীর ইচ্ছানুযায়ী ওসীয়্যত লিখার সময় বা মঞ্জুরীর দিন হতে ওসীয়্যত গণ্য হতে পারবে। সুতরাং যদি ওসীয়্যতকারী ওসীয়্যত লিখার দিন থেকে নিজের ওসীয়্যত করান তবে ঐ তারিখ হতে চাঁদা "হিস্যায়ে আমদ্" দেয়া জরুরী হবে কিন্তু ওসীয়্যতকারী চাঁদা "হিস্যায়ে আমদ" দেয়ার সময় রশিদের উপর "আমানত" কথাটি লিখাবেন যাতে ওসীয়্যত মঞ্জুর না হলে "হিস্যায়ে আমদ" খাতে প্রদত্ত টাকা সে ফেরত নিতে পারে বা নিজের ইচ্ছানুযায়ী "চাঁদায়ে আম" খাতে জমা দিতে পারে।

১৪। ওসীয়্যতকারীর জন্য এটা জরুরী যে, তিনি স্বয়ং এই বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখবেন যে, ওসীয়্যতের আর্থিক দিক শুধু কুরবানি এবং দ্বীনের খেদমতের আবেগ প্রকাশের জন্য নতুবা ওসীয়্যতের আসল আকাঙ্খা ও উদ্দেশ্য ইমান, ইখলাস, আমলে সালেহ্। কুরবানির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রত্যেক ওসীয়্যতকারীর জন্য এটি জরুরী যে, তিনি মুত্তাকী হবেন, সর্বপ্রকার হারাম হতে আত্মরক্ষাকারী, শেরক ও বিদা'ত জনক কর্ম করবেন না। খাঁটি ও সরল অন্তঃকরণের হবেন এবং যথাসম্ভব ইসলামী বিধি-নিষেধের সম্পূর্ণ আজ্ঞানুবর্তী হবেন এবং তাক্ওয়া তাহারাত (খোদা-ভীতি ও পবিত্রতা) সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে চেষ্টিত থাকবেন। তিনি হবেন মুসলমান, খোদাকে এক জ্ঞান করবেন ও তাঁর রসূলের প্রতি সত্যিকারভাবে বিশ্বাসী হবেন এবং এতদসংগে "হুকুকূল ইবাদ" (আল্লাহর সৃষ্ট জীবের হক) আত্মসাৎকারী হবেন না।
(সেক্রেটারী, মজলিসে কারপরদায মসালেহ্ কবরস্থান রাবওয়া, জেলা-জং, পাকিস্তান)।

পরিশিষ্ট - ৫

মজলিসে কারপরদাযের নিয়মাবলী
আমদ (আয়)

ধারা নম্বর ২ এর ছ নম্বর অংশের ব্যাখ্যাসমূহ এবং ওসীয়্যতের নিয়মাবলীর ১৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী;

নিয়ম নং–১

আয়ের মধ্যে মুসীর সর্ব প্রকার আয় অন্তর্ভুক্ত আছে কিন্তু সর্ব প্রকার ঐ এলাউন্স যা খরচ করার অধিকার চাকুরীজীবি মুসীর মর্জি অনুযায়ী নয় তা আয় হতে আলাদা হবে।

পরিশিষ্ট - ৬

মজলিসে কারপরদাযের নিয়মাবলী

নেযামে তাসখিস (যাচাই করার পদ্ধতি)

(প্রথম অধিবেশনের কার্যবিবরণীর ৪ ও ৫ ধারার প্রেক্ষিতে ওসীয়্যতের ১৭,৪৫,৪৬ ও ৪৭ ধারা অনুযায়ী)

নিয়ম নং−১

মজলিসে কারপরদাযের ইচ্ছানুযায়ী মুসীর জন্য অনুমতি থাকবে যে, তার নিজের জীবদ্দশায় নিজের সম্পূর্ণ সম্পত্তির অথবা তার কোন অংশের যাচাই করবার নিয়ম অনুযায়ী “হিস্যায়ে জায়েদাদ” (সম্পত্তির অংশ) দিতে পারবে।

নিয়ম নং−২

তাসখিস (যাচাই) এর জন্য মুসী মজলিসে কারপরদাযকে লিখিত দরখাস্ত দিবে, যার মধ্যে বর্তমান সময়কার নিজের সম্পূর্ণ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিষদ বিবরণ ও সে সাথে আনুমানিক মূল্য উল্লেখ করবে।

নিয়ম নং−৩

যদি সম্পত্তি যাচাই করাতে হয় তবে তাকে নির্দিষ্ট করা জরুরী হবে।

নিয়ম নং−৪

সম্পত্তির মূল্য যাচাই এর ব্যাপারে মজলিসে কারপরদায “নাযেম তাসখিস জায়েদাদ” (সম্পত্তি যাচাই করার সম্পাদক) * ও স্থানীয় জামাআতের পরামর্শে বাজারের মূল্য ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ চিন্তা করার পর ফয়সালা করবে।

---

* পাকিস্তানের বাইরের মুসীগণ ওকীলুল মাল - ২য়, তাহরীকে

জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া এর মাধমে যাচাই করাবেন।

নিয়ম নং-৫

যাচাইকৃত মূল্য সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মঞ্জুরীর পর কার্যকর হবে।

নিয়ম নং-৬

পরে যাচাইকৃত সম্পত্তির অংশ একসঙ্গে বা কিস্তিতে দুই বৎসরের মধ্যে দেয়া যেতে পারবে।

নিয়ম নং-৬ (ক)

প্রত্যেক মুসীর এমন ধরনের ঘর যাতে সে থাকে বা মৃত্যুর পরে তার ওয়ারীশগণ থাকবে, যাচাইয়ের পর সেটির হিস্যায়ে জায়দাদের আদায়ের মেয়াদ এই শর্ত সাপেক্ষে পাঁচ বৎসর হবে যে, প্রত্যেক বৎসর কমপক্ষে সম্পত্তির অংশের এক-পঞ্চমাংশ বা বিশ-শতাংশ দেয়া আবশ্যক হবে। এছাড়া সর্ব প্রকার ওসীয়্যত করা সম্পত্তির অংশ ৬নং নিয়ম অনুযায়ী দিতে হবে।

নিয়ম নং-৬ (খ)

মুসীর বর্ণনাকৃত ঘরের নিয়ম নং ৬ (ক) অনুযায়ী ওসীয়্যতের অংশ দেয়ার সময়, খোদা না করুন, যদি মুসীর মৃত্যু হয় তবে ওয়ারীশগণ বাধ্য থাকবেন যে, এই সুযোগ হতে লাভবান হওয়ার জন্য ধারা ৮০ অনুযায়ী তারা যামানত পেশ করবে যা মজলিসে কারপরদাযের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে (১৯৮৫ সালের মজলিসে শূরার ফয়সালা অনুযায়ী)।

নিয়ম নং-৭

সম্পত্তির অংশের কোন কিছু নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে দিতে না পারলে যাচাই বাতিল বলে গণ্য হবে।

নিয়ম নং–৮

নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিতর সম্পত্তির অংশ (হিস্যায়ে জায়েদাদ) আংশিক আদায়ের পরিপ্রেক্ষিতে মুসীর সম্পত্তির ততটুকু অংশই আদায়কৃত বলে গণ্য হবে এবং বাকী সম্পত্তির জন্য তাকে নতুন করে যাচাইয়ের জন্য দরখাস্ত করতে হবে।

পরিশিষ্ট - ৭

মজলিসে মুসীয়ান

কাওয়ায়েদে ওসীয়্যতের (ওসীয়্যতের নিয়মাবলীর) ১৮নং ধারার প্রেক্ষিতে–

গঠন এবং সদস্য ঃ

১। প্রত্যক জামাআতে যেখানে তিন অথবা এর চেয়ে বেশি মুসী আছেন ঐ স্থানে একটি মজলিসে মুসীয়ান গঠন করতে হবে।

২। প্রত্যেক মুসী নিজের স্থানীয় মজলিসের সদস্য হবেন।

৩। মজলিসে মুসীয়ানের একজন সভাপতি হবেন যাঁকে স্থানীয় মুসীগণ নিজেদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করবেন। এমনিভাবে মহিলা মুসীগণেরও একজন সভাপতি হবেন যিনি মজলিসে মুসীয়ানের সহ সভাপতি বলে আখ্যায়িত হবেন।

৪। মজলিসে মুসীয়ানের সভাপতির কার্যকাল তিন বৎসর হবে।

৫। মজলিস মুসীয়ানের সভাপতি জামাআতের "সেক্রেটারী ওসীয়্যত" এবং মজলিসে আমেলার সদস্য হবেন।

৬। মজলিসে মুসীয়ানের ঐসব হালকা হবে ঐ স্থানীয় জামাআতের যে হালকাসমূহ অথবা মজলিসে মুসীয়ান স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যতগুলো হালকার প্রস্তাব করবেন ততগুলো ।

৭। প্রত্যেক হালকার জন্য মজলিসে মুসীয়ানের একজন "সেক্রেটারী মজলিসে মুসীয়ান" হবেন যাঁকে নির্দিষ্ট হালকার মুসীয়ান নিজেরা নিজেদের মধ্যে থেকেই মনোনীত করবেন।

দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ ঃ

(ক) নতুন ওসীয়্যতকারী বানানোঃ

৮। মজলিসে মুসীয়ানের কর্তব্য যে, তারা স্থানীয় জামাআতে ওসীয়্যতকারী হওয়ার জন্য তাহ্‌রীক করবেন এবং অ-মুসী বন্ধুদেরকে ওসীয়্যতের নেযামে অংগ্রহণ করানোর চেষ্টা করতে থাকবেন এবং 'আল্ ওসীয়্যত' পুস্তিকা ও সিলসিলার খলীফাগণের নির্দেশসমূহের প্রতি বন্ধুগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে থাকবেন।

৯। মজলিসে মুসীয়ানের কর্তব্য হবে যে, নতুন ওসীয়্যতকারীর ব্যাপারে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যেমন, নতুন মুসীগণকে পথপ্রদর্শন করবেন এবং ওসীয়্যত ফরম লিখা ও পূর্ণ করার ব্যাপারে তাদেরকে সাহায্য করবেন।

১০। মজলিসে মুসীয়ানের সভাপতির কর্তব্য হবে যে, নির্দিষ্ট ফরমের উপর ওসীয়্যত লিখানোর পর অনতিবিলম্বে তা কেন্দ্রে পাঠাবেন। ওসীয়্যতের মঞ্জুরী না হওয়া পর্যন্ত যাবতীয় চিঠিপত্র আদান-প্রদান মজলিসে মুসীয়ানের সভাপতির মাধ্যমে হবে।

(খ) তরবিয়ত ও তদারকি ঃ

১১। মজলিসে মুসীয়ানের সভাপতি "নাযারত বেহেশতী মাকবেরা" এর অফিস এবং মুসীগণের মধ্যে সংযোগকারীর কর্তব্য পালন করবেন।

১২। মজলিসে মুসীয়ানের সভাপতির কর্তব্য হবে যে, তিনি নিজের স্থানীয় জামাআতের সমস্ত পুরুষ এবং মহিলা মুসীগণের সম্পূর্ণ তালিকা নিজের কাছে রাখবেন এবং যে মুসী স্থানান্তরিত হয়ে অন্য জামাআতে চলে যাবে তার সম্বন্ধে কেন্দ্রকে অবগত করবেন।

১৩। মজলিসে মুসীয়ান নিয়মিতভাবে সময়-সময় নিজেদের সভা অনুষ্ঠিত করবে।

১৪। মজলিসে মুসীয়ান নিজেদের সভাগুলিতে ওসীয়্যতের নেযামের প্রয়োজনীয়তা, এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলার সুসংবাদ এবং মুসীগণের উপর অর্পিত কর্তব্যসমূহের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকবেন এবং মুসীগণের ওয়ারীশের তরবিয়তের ব্যবস্থাও করবেন। আর তাদেরকে ওসীয়্যতের মূলতত্ত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত করতে থাকবেন।

১৫। মজলিসে মুসীয়ান এটি যাচাই করতে থাকবেন যে, মুসীগণের আমল ও আকিদায় এমন কোন দুর্বলতা যেন না দেখান যাতে মুসীগণের মর্যাদার হানি হয়।

১৬। মজলিসে মুসীয়ানের কর্তব্য হবে যে, এটি এই ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যে, অশিক্ষিত মুসীগণকে কুরআন নাযেরা এবং নাযেরা জানা ব্যক্তিদেরকে অনুবাদ ও তফসীর সহ পড়ানোর জন্য পরিকল্পনা করে নিয়মিত কাজ চালিয়ে যাবেন।

১৭। মজলিসে মুসীয়ান এই বিষয়েও বিশেষ ব্যবস্থা করবে যে, প্রত্যেক মুসী এমন দুইজন বন্ধুকে কুরআন করীম পড়াবেন যারা কুরআন করীম পড়তে জানেন না।

১৮। মজলিসে মুসীয়ানের কর্তব্য হবে যে, জামাআতের সাধারণ তরবিয়তের মাপকাঠিকে উন্নত করার চেষ্টা করতে থাকবেন এবং এর জন্য ব্যক্তিগত ভাবে মুসীদের উপর কাজ অর্পণ করবেন এবং সেগুলোর ওপর আমল করাবেন।

তা'লীমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযী

১৯। স্থানীয় জামাআতের মধ্যে "তালীমুল কুরআন" এবং "ওয়াকফে আরযী" এর তাহরীকের যাবতীয় কর্তব্য মজলিসে মুসীয়ানের উপর ন্যস্ত হবে। মজলিসে মুসীয়ানের সভাপতি মুসীদের সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে "তা'লীমুল কুরআন" এবং "ওয়াকফে আরযী" এর উদ্দেশ্যসমূহ পূর্ণ করার ব্যাপারে চেষ্টিত থাকবেন।

২০। মজলিসে মুসীয়ানের কর্তব্য হবে যে, স্বীয় স্থানীয় জামাআতের অবস্থা এবং সংখ্যানুযায়ী যথোপযুক্ত সংখ্যায় ওয়াকফে আরযীকারী সরবরাহ করার ব্যবস্থা করবেন।

২১। মজলিসে মুসীয়ানের কর্তব্য হবে, নিজের সদস্যদের মধ্যে শতভাগ (পরিপূর্ণ) তালীমুল কুরআনের লক্ষ্য অর্জন করবেন এবং কোন মুসী যেন এমন না থাকে যে, কুরআন করীম নাযেরা পড়তে না পারেন।

২২। মজলিসে মুসীয়ানের কর্তব্য হবে যে, কুরআনের আলো প্রকাশে চেষ্টিত থাকবেন এবং এ ব্যাপারে স্থানীয় জামাআত "নাযারত তালীমুল কুরআন" এবং "দফতর বেহেশতী মাকবেরা" এর উপদেশ অনুযায়ী কাজ করতে থাকবেন।

ওসীয়্যতকারীর সাহায্য এবং পথ প্রদর্শক ঃ

২৩। মজলিসে মুসীয়ানের কর্তব্য হবে, যেন সমস্ত মুসীকে ওসীয়্যতের নিয়মাবলী সম্বন্ধে অবগত রাখার ব্যবস্থা করেন এবং ওসীয়্যতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত উপদেশ এবং নির্দেশাবলী সম্বন্ধে মুসীগণকে অবগত রাখার জন্য সভা অনুষ্ঠিত করেন অথবা অন্য কোন রকম পদ্ধতি অনুসরণ করেন।

২৪। মজলিসে মুসীয়ানের কর্তব্য হবে, এটি যেন নিজের জামাআতের মুসীদের "আসলে আমদ" ফরম (প্রকৃত আয়ের ফরম) সময়মত পূর্ণ করে পাঠাবার এবং নিয়মিত হিসাব রাখার প্রয়োজনীয়তাকে সুস্পষ্ট করতে থাকে এবং এ ব্যাপারে মুসীগণের সম্ভাব্য অসুবিধাসমূহ দূর করার পন্থা নির্দেশ করে।

নির্বাচন ঃ

২৫। মজলিসে মুসীয়ানের সভাপতির নির্বাচন স্থানীয় জামাআতের মুসীগণের সাধারণ সভায় হবে।

২৬। মজলিসে মুসীয়ানের সভাপতি নির্বাচনী সভার পূর্বে মুসীগণকে

নির্বাচনের তারিখ, সময়, নির্বাচনের জায়গা সম্বন্ধে লিখিতভাবে অবগত করবেন এবং সভা হতে অনুপস্থিত মুসী শাস্তি প্রাপ্ত হবেন।

২৭। মজলিসে মুসীয়ানের নির্বাচনী সভার জন্য উপস্থিতি পঞ্চাশ শতাংশ হতে হবে।

২৮। নির্বাচনী সভা হতে অনুমতি ব্যতিরেকে অনুপস্থিত মুসীর ইসলাহ এর পদ্ধতি সভার মধ্যে প্রস্তাব করা হবে এবং মজলিসে মুসীয়ানের সভাপতি একে কার্যকর করার ব্যবস্থা করবেন।

২৯। মসলিসে মুসীয়ানের নির্বাচনের কার্যক্রম মঞ্জুরীর উদ্দেশ্যে মজলিসে কারপরদাযের সেক্রেটারীর * মাধ্যমে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নাযেরে আলা ** সাহেবকে পাঠিয়ে দিতে হবে।

৩০। নাযেরে আলা সাহেবের কাছ থেকে মঞ্জুরী আসা পর্যন্ত মজলিসে মুসীয়ানের প্রাক্তন সভাপতি নিজের দায়িত্ব পালন করবেন এবং মজলিসে মুসীয়ানের মঞ্জুরী আসার পর নতুন সভাপতি নিজের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

৩১। মজলিসে মুসীয়ানের সভাপতির নির্বাচন এমন সময় হবে যে, এর সাথে স্থানীয় জামাআতের কর্মকর্তাদের এবং মজলিসে মুসীয়ানের সভাপতির মেয়াদ একই সঙ্গে আরম্ভ এবং শেষ হয়।

৩২। মজলিসে মুসীয়ানের সভাপতি নির্বাচনের (ফলাফলের) মঞ্জুরী আসার পর মজলিসে মুসীয়ানের সভাপতি নিজের জামাআতের হালকাসমূহের মধ্যে সেক্রেটারীর নির্বাচন করাবেন এবং এর (ফলাফলের) মঞ্জুরী স্থানীয় জামাআতের আমীর/প্রেসিডেন্ট দিবেন।

---

*পাকিস্তানের বাইরের জামাআতের জন্য ওকীলুল মাল - ২য়, তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, পাকিস্তান, রাবওয়া।

**পাকিস্তানের বাইরের জন্য ওকীলে আলা, তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, পাকিস্তান, রাবওয়া ।

পরিশিষ্ট- ৮

মুসীর জন্য নির্দেশাবলী

১। "বেহেশতী মাকবেরা" অফিসের *সঙ্গে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের সময় বা স্থানীয় জামাআতের মধ্যে চাঁদা "হিস্যায়ে আমদ" "হিস্যায়ে জায়েদাদ" দেয়ার সময় নিজের নাম, পিতা এবং স্বামীর নামের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ওসীয়্যত নম্বর অবশ্যই লিখবেন।

২। নিজের স্থান এক জামাআত হতে অন্য জামাআতে পরিবর্তনের সময় "বেহেশতী মাকবেরা" এর অফিস *এবং উভয় সম্পর্কযুক্ত জামাআতকে নিজের নতুন ঠিকানা সম্বন্ধে অবগত করাবেন।

৩। "বেহেশতী মাকবেরা" এর অফিস *অথবা স্থানীয় জামাআত হতে "আসল আমদ" এর ফরম পাওয়ার পর ভালভাবে পূর্ণ করে এবং স্থানীয় জামাআতের সেক্রেটারী মাল হতে সত্যায়িত করে প্রত্যেক বৎসর ৩১শে আগষ্টের মধ্যে উক্ত অফিসকে পাঠানো আপনার কর্তব্য। যদি আপনি "আসল আমদ" ফরম না পেয়ে থাকেন তবে "বেহেশতী মাকবেরা" এর অফিসকে অবহিত করবেন। সে সাথে স্থানীয় জামাআতকেও অবহিত করবেন।

৪। "হিস্যায়ে আমদ" এবং "হিস্যায়ে জায়েদাদ" দেয়ার পূর্বে পরিশিষ্ট-৫ এর (ওসীয়্যতের নিয়মাবলী) মধ্যে লিপিবদ্ধ মজলিস কারপরদাযের নিয়মাবলীর প্রেক্ষিতে ওসীয়্যতের নিয়মাবলীর ২নং ধারার ২নং ব্যাখ্যা ১৭নং ধারা এবং 'নেযামে তাসখিস" এর প্রেক্ষিতে প্রথম অধিবেশনের কার্যবিবরণী এর ৪,৫, নং অংশ এবং ১৭,৪৫,৪৬,৪৭ নং ধারায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করুন।

* পাকিস্তানের বাইরের জামাআত ওকিলুল মাল ২য়, তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, পাকিস্তানকে জানাবেন।

৫। চাঁদা “হিস্যায়ে আমদ” এবং “হিস্যায়ে জায়েদাদ” দেয়ার রশিদ একটি ফাইলে হিফাযতে রাখবেন। একইভাবে ওসীয়্যতের সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাগজ-পত্রসমূহও হিফাযতে রাখার ব্যবস্থা করবেন।

৬। চেষ্টা করবেন যখন আপনি মরকযে সিলসিলা (সিলসিলার কেন্দ্রে) আসার সুযোগ পান তখন “বেহেশতী মাকবেরা” অফিসে নিজের রশিদসমূহ সঙ্গে নিয়ে এসে নিজের ওসীয়্যতের হিসাব যাচাই করবেন।

৭। স্মরণ রাখবেন যে, নিয়মাবলী অনুসারে প্রত্যেক পাঁচ বৎসর পর নিজের সম্পত্তি সম্পর্কে “বেহেশতী মাকবেরা” অফিসকে বিস্তারিত জানানো আবশ্যক।

৮। সব সময় এদিকে দৃষ্টি রাখবেন যে, ওসীয়্যতের আর্থিক দিক শুধু কুরবানি এবং দ্বীনের খেদমতের আবেগ প্রকাশের জন্য নতুবা ওসীয়্যতের আসল আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য ঈমান, ইখলাস, আমলে সালেহ্ এবং কুরবানির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। প্রত্যেক ওসীয়্যতকারীর জন্য এটি জরুরী যে, তারা মুত্তাকী হবেন, সর্বপ্রকার হারাম হতে আত্মরক্ষাকারী, শিরক ও বিদা’তজনক কর্ম করবেন না। খাঁটি সরল অন্তঃকরণের হবেন এবং যথাসম্ভব ইসলামী বিধি-নিষেধের সম্পূর্ণ আজ্ঞানুবর্তী হবেন এবং তাক্ওয়া তাহারাত (খোদা-ভীতি ও পবিত্রতা) সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে চেষ্টিত থাকবেন। তিনি হবেন মুসলমান, খোদাকে এক জ্ঞান করবেন ও তাঁর রসূলের প্রতি সত্যিকার ভাবে বিশ্বাসী হবেন এবং সে সাথে “হুকুকূল ইবাদ” (আল্লাহর সৃষ্ট জীবের হক) আত্মসাৎকারী হবেন না।

পরিশিষ্ট - ৯

সাক্ষীগণের জন্য নির্দেশাবলী

ওসীয়্যতের নিয়মাবলী ৩১,৩২, ধারা অনুযায়ী

ওসীয়্যতকারীদের ওসীয়্যতে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে সাক্ষীগণ নিম্মলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন :

১। ওসীয়্যতকারী যেন নেযামে জামাআতের সাথে এতায়াত, সাহায্য-সহযোগিতা এবং সম্মানে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হয়।

২। ওসীয়্যতকারীর বিরুদ্ধে নেযামে সিলসিলার পক্ষ হতে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়াতো হয়নি। যদি এমন কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়ে থাকে তবে সে বিষয়ে বিশ্বস্তভাবে "বেহেশতী মাকবেরা" অফিসকে *অবগত করবেন।

৩। ওসীয়্যতকারী এবং তার পরিবারের সকল সদস্য পর্দার নির্দেশসমূহের উপর আমলকারী হবেন।

৪। ওসীয়্যতকারী আর্থিক বিষয়ে এবং লেনদেনের ব্যাপারে ত্রুটিহীন হবেন এবং তার জীবিকা নির্বাহ শরীয়ত অনুযায়ী সাধারণ ভাবে অপসন্দনীয় হবে না।

৫। ওসীয়্যতকারী নিজের বিবাহিত জীবনে ইসলামী শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হবেন।

---

*পাকিস্তানের বাইরের জন্য ওকীলুল মাল ২য় , তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, পাকিস্তান

পরিশিষ্ট - ১০

মজলিসে কারপরদায মসালেহ্ কবরস্থান এর জন্য নির্দেশাবলী (ওসীয়্যতের নিয়মাবলীর ধারা নং -৩৫ অনুযায়ী)

প্রত্যেক নতুন ওসীয়্যত মঞ্জুরীর জন্য আসলে নিম্মলিখিত নির্দেশগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখবেনঃ :

১। জামাআতের লাযেমী চাঁদাসমূহে এবং মালী তাহরীকসমূহে ওসীয়্যতকারীর মধ্যে কুরবানির অংশগ্রহণীয়তা সম্বন্ধে পরীক্ষা করতে হবে।

২। ওসীয়্যতের উদ্দেশ্যসমূহের জন্য উপযুক্ততা এবং ওসীয়্যতের শর্তের দৃষ্টিকোণ হতে পুরুষ ও মহিলার হকুক (অধিকার) এবং ফরায়েয (কর্তব্যসমূহ) সমান-সমান হবে।

৩। ওসীয়্যতকারীর পক্ষ থেকে ওসীয়্যতের পূর্বে কোন সম্পত্তি হেবা (দান) উপলক্ষে বা নিজের সন্তানদের বা অন্য ব্যক্তিদের নামে স্থানান্তরিত হয়েছে কিনা এই দৃষ্টিকোণ হতে সমস্ত বিষয় দেখা উচিত যে, এর দ্বারা কোন রকম আর্থিক কুরবানীর রূহ আঘাত প্রাপ্ত হচ্ছে কিনা।

৪। ওসীয়্যতকারীর বর্ণিত আয়ের সাথে তার জীবন ধারণ পদ্ধতির কোন পার্থক্য আছে কিনা তাও যাচাই করতে হবে।

৫। ওসীয়্যতকারীর বয়স ৬০ বছর অথবা এর উর্ধ্বে হলে যদি মজলিস প্রয়োজন মনে করে তবে, ওসীয়্যতকারী হতে:- (ক) তার বেশি থেকে বেশি মাসিক বা বাৎসরিক আয় কত।

(খ) তখন পর্যন্ত ওসীয়্যত না করার কারণসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে পারবেন।

পরিশিষ্ট - ১১

স্থানীয় আঞ্জুমানসমূহের কর্মকর্তাদের জন্য নির্দেশাবলী ঃ

১। প্রত্যেক জামাআতের জন্য জরুরী হবে যে, সেই জামাআত যেন নিজের কাছে মুসী মহিলা / পুরুষদের যাবতীয় পরিচয়াদি এবং ওসীয়্যত নম্বর সম্বলিত পূর্ণ একটি রেজিষ্টার রাখেন যার একটি নকল "বেহেশতী মাকবেরা" অফিসকে * প্রতি বছর আর্থিক বছরের প্রারম্ভে সংশোধন এবং খন্ডন সহ পাঠান।

২। স্থানীয় জামাআতের কর্তব্য হবে যে, যখন কোন মুসী এক জামাআত হতে অন্য জামাআতে চলে যান তখন তার পরিবর্তিত ঠিকানা "বেহেশতী মাকবেরা " এর অফিস * এবং স্থানান্তরিত জামাআতকে যেন পাঠান।

৩। স্থানীয় জামাতের কর্তব্য হবে যে, "আসল আমদ ফরম" পাওয়ার পর এই বিষয়ের তত্ত্বাবধান করেন যেন, ৩১শে আগষ্টের মধ্যে সকল পুরুষ ও মহিলা মুসী "আসল আমদ ফরম" পূর্ণ করে সেক্রেটারী মালের মাধ্যমে সত্যায়িত করে "বেহেশতী মাকবেরা" এর অফিসে * ফেরত পাঠিয়েছেন।

৪। যদি পূর্ণকৃত "আসল আহমদ ফরম" সেক্রেটারী মালের সঙ্গে মুসীর মতানৈক্য হয় তবে তিনি উহাকে স্থানীয় আমীর / প্রেসিডেন্টের দৃষ্টিগোচর করাবেন। যিনি যাচাই এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়ার পর যদি প্রয়োজন মনে করেন তবে গোপনীয়তার সঙ্গে নিজের রিপোর্ট মজলিস কারপরদাযকে পাঠাবেন।

৫। স্থানীয় জামাআতের কর্তব্য হবে যে, প্রতি মাসে "হিস্যায়ে আমদ"

---

* পাকিস্তানের বাইরের জামাআতের জন্য ওয়াকীল মাল ২য়, তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, পাকিস্তান।

এবং "হিস্যায়ে জায়েদাদ" এর পূর্ণ বিবরণের সঙ্গে টাকা "খাজানা সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া"-কে পাঠাতে থাকবেন* ।

৬। মুসীগণের চাঁদা "হিস্যায়ে আমদ" এবং "হিস্যায়ে জায়েদাদ" পাঠাবার সময় বিবরণে ওসীয়্যত নম্বর দেয়া ছাড়াও নাম, পিতা এবং স্বামীর নাম অবশ্যই লিখবেন।

৭। এমন ওসীয়্যতকারী যার ওসীয়্যতের মঞ্জুরী বা অ-মঞ্জুরী সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত আসেনি এমন ক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের সময় আবশ্যকীয় যে,

(ক) "চাঁদা শর্তে আওয়াল" "চাঁদা হিস্যায়ে আমদ" "চাঁদা আম" এবং "হিস্যায়ে জায়েদাদ" ইত্যাদি খাতে দেয়া চাঁদার রশিদের উপর 'আমানত' শব্দটি লিখে চাঁদা আদায় করবেন। (এই কারণে যে, ওসীয়্যত মঞ্জুর না হওয়ার প্রেক্ষিতে এমন টাকা ওসীয়্যতকারীর কাছে ফেরত দেয়া যেতে পারে অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুমতিক্রমে চাঁদা আম' এ শামিল করা যেতে পারে)।

(খ) ধারা নং–৩৮ অনুযায়ী আবশ্যক যে, মঞ্জুরীর জন্য পেশ করার পূর্বে প্রত্যেক ওসীয়্যতকে দুটি সংবাদ পত্রে প্রকাশ করতে হবে। ধারা নং ২৯ অনুযায়ী ওসীয়্যতের এলানের খরচাদি ওসীয়্যতকারীরই দেয়া জরুরী। এই পরিস্থিতিতে ওসীয়্যতের এলানের টাকা ফেরতযোগ্য নয়। সুতরাং তা আদায়ের সময় "আমানত" শব্দ যেন না লেখা হয়।

৮। ৬৩,৬৬ ও ৬৮ ধারা মোতাবেক যেসব মুসীর ওসীয়্যত বাতিল করা হয়েছে এবং ৭৩,৭৫ ও ৭৭ ধারা অনুযায়ী যাদের ওসীয়্যত পুনর্বহাল করার প্রক্রিয়া চলেছে তাদের জন্য তা জরুরী যে, তাদের কাছে থেকে

---

* বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আহমীয়া মুসলিম জামাআত, বাংলাদেশ-এ নামে ব্যাংক ড্রাফট যোগে অর্থ দপ্তরে পাঠাতে হবে।

চাঁদা আদায়কালীন সংশ্লিষ্ট রশিদে চাঁদার খাতে 'আমানত' কথাটি লিখতে হবে। যেন তার ওসীয়্যতের দরখাস্ত মঞ্জুর না হলে তার ইচ্ছানুযায়ী উক্ত টাকা তাকে ফেরৎ দেয়া যেতে পারে বা চাঁদা আমের সাথে সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে।

৯। স্থানীয় জামাআতসমূহ এই বিষয়ের ব্যবস্থা করবেন যে, মুসী এবং অ-মুসী ব্যক্তিবর্গের চাঁদার আলাদা-আলাদা বিবরণ তৈরী করে খাজানা অফিসে পাঠাবেন। উভয় প্রকার চাঁদা একই বিবরণের সংগে পাঠাবেন না।

১০। স্থানীয় জামাআতসমূহ এই বিষয়ের ব্যবস্থা করবেন যে, "খাজানা সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া" কে যে চাঁদা "হিস্যায়ে আমদ" "হিস্যায়ে জায়েদাদ" পাঠাতে হবে তার সাথে হিস্যায়ে আমদ ও হিস্যায়ে জায়েদাদের বিবরণের দু'টি নকল পাঠাতে হবে এবং তৃতীয় নকল সরাসরি ওসীয়্যত অফিসকে পাঠাতে হবে।

১১। স্থানীয় জামা'তসমূহ এই বিষয়ের ব্যবস্থা করবেন যে,চাঁদার বিবরণের সংগে রশিদ নম্বর, বই নম্বর এবং তারিখ তিনটিই লিখতে হবে এবং রশিদ নম্বর মুসীর খাতায় লিখতে হবে। এই লেখাগুলি কেন্দ্রের কুপন নম্বরের অতিরিক্ত হবে।

১২। স্থানীয় জামা'তসমূহ এই বিষয়ের ব্যবস্থা করবেন যে,যখন কোন মৃত দেহ সমাহিত করার জন্য রাবওয়াতে পাঠাবেন তখন নির্দিষ্ট ফরমের তপসীল-চ প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য লিপিবদ্ধ করে মৃত দেহের সংগে পাঠাতে হবে।

(তপসীল-ক)

ওসীয়্যতের নমুনা ফরম (ধারা -৩০ অনুযায়ী)

In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.
We render praises to Him and invoke His blessings
on His noble Prophet
And on His servant the Promised Messiah.

I .... son/daughter/wife/ widow of .... Aged .... Date of Baiat .... Residing at (Full address) ....on Solemn affirmation voluntarily, free of all compulsion and without fear this day of month do hereby make the following will;-

I am a follower of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the Promised Messiah and Mahdi of Qadian, Distt. Gurdaspur, and sincerely believe in all his claims. I have read , or have had read out to me and have understood perfectly the `Will' published by the Promised Messiah in the form of a booklet entitled *`the Al-Wasiyyat"* bearing the date December 24, 1905, and suppliment to the same, dated January 6. 1906 and the resolution passed by the Board of Trustees, Sadr Anjuman Ahmadiyya, Qadian, at their first session held on January 29, 1906 as approved by the Promised Messiah. I hold all the instructions contained therein fully binding on me and in the light thereof, I desire that after my death my body may be carried to the

Bahishtee Maqbarah, Qadian, for burial there, provided that premission to do so has been granted to me or after my death to my heirs by the Executive Committee of the **Maqbarah.** If I fail to deposit in advance in the treasury of **Sadr Anjuman Ahmadiyya, Pakistan,** Rabwah an adequate sum of money to cover expenditure to be incurred in transporting my remains the same should be deducted from my estate. Such expenses will not be debited to the portion of my estate assigned by this **`Will'** to the **Sadr Anjuman Ahmadiyya, Pakistan, Rabwah.**

2. In addition to `Al Wasiyyat' instructions and directions issued by Hazrat Khalifatul Masih IV of Sadr Anjuman Ahmadiyya, Pakistan or Tahrik-i-Jadid Anjuman Ahmadiyya, Pakistan, Rabwah, or the Committee of Bahishtee Maqbarah in connection with this cemetry of testators, shall to the extent of the aforesaid instructions and directions effect this `Will' be binding on me and my heirs.

3. This Will of mine, which is my last Will shall remain operative and binding in favour of the Sadr Anjuman Ahmadiyya, Pakistan, Rabwah whether my remains are interned in the Cemetry or not.

4. I hereby pay a sum of ....as subscription due accordingly under the first condition and another sum of ....on account of advertisement expenses.

5. I make the follwing Will in respect of my property:

Note:- The testator should herein give,. in details a statement showing his assets both movable, and immoveable in terms of their current money value, and should clearly name the part and portion thereof which he proposes to bequeath in favour of the **Sadr Anjuman Ahmadiyya, Pakistan, Rabwah**,(a society registered under act XXI of 1860).

For instructions please see the reverse side of the Attestation Form.

Note:- The testator and the witness, whether they are literate or illiterate must affix their thumb impression in addition to their signatures. The gents should affix the left hand thumb inpression while ladies should affix the right hand thumb impression.

PRESENT ADDRESSS:

Name place post Office Distt.

PERMANENT ADDRESSS:

Name place post Office Distt.

UNDERTAKING OF THE BAND IN CONNECTION WITH THE DOWER

I undertake the responsibility of paying to Sadr Anjuman Ahmadiyya, Pakistan, the Chanda Wassiyyat of the Haq Mehr (Dower) of my wife .... which is ....

Signature of

Husband

Signature of witness No. I .... Signature of witness No. 2 ....

UNDERTAKING IN CASE OF HOLDING AGRICULTURAL PROPERTY

I have declared my Agricultural Land valuing .... in the Will. I undertake to deposit during my lifetime........................part of it, at the rate prevalent in the market. in the chest of Sadr Anjuman Ahmadiyya, Pakistan. In case neither l nor my heirs pay the said part of my property, this Will of mine shall be deemed to have been cancelled.

Note:- During lifetime a Moosi may pay the Chanda Wassiyyat on his immoveable property in 100 (one hundred) equal instalments after the value of the property has been assessed and approved by the Sadr Anjuman Ahmadiyya, Pakistan.

ATTESTATION REGARDING REGULAR SUBSCRIPTION (CHANDA AAM).

Certified that the testator Mr./Mrs./Miss .... has been paying the regular subscription (Chanda Aam) to this Jamaat and that there are no arrears due from him under this head.

Date ....

Financial Secretary

(তপসীল-খ)

(ধারা -৩১ ও ৩২ অনুযায়ী)

Will No ....

In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.

We render praises to Him and invoke His blessings on his noble prophet and on His servant. the promised Messiah.

ATTESTATION

1. I Solemnly affirm that: The testator (Name).
....
S/o ....D/o ....
W/O ....
resident of .... adheres to the laws of Islam as far as is possible for him/her and strives in the paths of piety and purity as a Muslim subscribing to the Unity of God and believing in His prophet, and further that he/she is not a violator of the rights of His creatures.

2. The entries in respect of his/her property and income made by the testator in the form are correct.

3. And his/her Will was never invalidated before.
signature of the attesting witness No. 1 ....
Full address ....
Signature of the attesting witness No. 2 ....

Full address ....
Signature of the attesting witness No.3 *
Full address ....
Detail of the income and property as listed in the Will:-

*Note:- The Signature of attesting witness No. 3 is required only in the case of ladies. The attesting witness shall preferably be on office bearer of Lajna imaillah. If there is no Lajna in local Jamaat it should be so stated.

INSTRUCTIONS

1. Before committing the Will to writing, read thorough the `Al Wasiyyat', its supplement and rulings or have those read out to you; and it must be clearly understood that the first prerequisite that makes the Will entertainable is that the testator be a virtuous person, obedient to the injunctions of sharia who gives preference to the demands of his faith over all worldly considerations, is a truthful, straight forward, clean and a sincere Ahmadi Muslim.

2. The Will must be made in state of health. Any Will made during sickness ending in death will not be valid.

3. The testasor should make intries as laid down in clause 5 of this Form on persuance of the procedure detailed on the last page of the *`Al Wasiyyat'*. No entry shall be ambiguous or blurred and the inscription shall be clean, shall not be with two pens, nor in two inks. It

should be an attestation by respectable witness, with their full addresses.

4. The will listing non-moveable property shall bear in witness thereof signatures of the heir and partners of testator.

5. The Will made by a woman shall bear in witness thereof the signature of her husband, it he be alive. The dower (mahr) is also a part of a woman`s property. Its amount should be clearly stated; also wherther it has been realized from the husband or is still outstanding against him. The inventory of ornaments should list articles with their respective weight and approximate price.

6. The Will covering non-moveable property should be registered formally with the Sub-Registrar of the area, The testator who cannot, on account of some legal hitch, bequeath property should make an outright gift grant in favour of the Sadr Anjuman Ahmadiyya, Pakistan, Rabwah, of such portion thereof as is proposed to be bequeathed and should get the property covered by the grant duly entered in official revenue records in the name of Sadar Anjuman Ahmadiyya. Pakistan, Rabwah, and forward a copy of the mutation entry to the aforesaid Sadr Anjuman.

Should there be some hitch in making a grant in the aforesaid manner, the total property should be listed in the Will in details, together with its respective location,

and its current price should be given. The testator shall enter the aforesaid price in consultation with the local branch of the Sadr Anjuman and forward an attestation made in a separate paper by the local President to the effect that the price entry is in accord with current rates. It should further be attested to that the testator has no property other than that which has been listed.

7. The property inherithed and the property acquired by the testator should be shown separately.

8. In addition to his property, every testator shall bequeath part of his monthly income except the income of the property covered by the Will; and the bequeathed portion of income shall be deposited in the chest of the Sadr Anjuman Ahmadiyya, Pakistan, Rabwah, every month according to the terms of the Will. Every testator shall advise the aforesaid office about any decrease or increase in his income. In case of the salaried testator, the Will shall cover the entire salary and shall not exclude the provident fund.

9. The bequeathed portion of income shall be paid in from the month the Will was made not withstanding any delay in the issuance of the Certificate.

10. The Will shall be liable to be cancelled in the event of a testator failing to pay-in the portion of the income bequeathed in favour of the aforesaid Anjuman after it had become due for a period of six months, or after having begun making payment therof, if he suspends

further contribution without seeking inability and shall not be entitled to a refund of the monies he has hitherto paid on account of his Will unless the said testator has God forbid, renounced faith in Ahmadiyyat.

11. Should a person bequeathing 1/10th of his property meet death through a mishap, such as drowning in a river, or die in a foreign land from where the transport of his dead body may not be feasible, the Will of the aforesaid person shall remain valid and in the sight of God he / she shall be deemed to have been buried in this cemetry; and it will be permissible to inscribe on a tablet of stone or brick-work the aforesaid detail and place it in memorium in the aforesaid cemetry.

Schedule C (a). (তপসীল-গ (১)

IN THE NAME OF ALLAH. THE GRACIOUS, THE MERCIFUL
WE RENDER PRAISES TO HIM AND INVOKE
HIS BLESSINGS ON HIS NOBLE PROPHET

Office of the secretary Wasayya, Ahmdiyya Muslim Jamaat,Banglades 4 Bakshi Bazar Road, Dhaka

Mohtaram .... Wasiyyat no ....
Mohtarema ....

Dear sir/Madam,
The amounts detailed below have been received from you as Chanda Hissa Amad/Hissa Amad at the rate of Chada Aam during the year commencing 1st July ....ending 30th June ....

Please examine the detalls carefully, sign the attached form and despatch it to Bahishti Maqbarah office at your earliest convenience. May Allah reward you with the best of rewards.

Month	Hissa Amad	Date of payment in Treasury	Hissa Amad Chanda Am	Date of Payment in Treasury	Remarks
July					
August					
September					
October					
November					
December					
January					
February					
March					
April					
May					
June					
Total					

Note: Please preserve this statement for your personal record and only sign the attached form and despatch the same.
Payments received after 30th June ....shall be accounted for in the year ..../ .... The details of such payments are given below.

□The Secretary Wasayya, Ahmadiyya Muslin Jamaat Bangladesh shall despatch this statement to musis.

Schedul C (b) তপসীল-গ (২)

IN THE NAME OF ALLAH, THE GRACIOUS. THE MERCIFUL
WE RENDER PRAISES TO HIM AND INVOKE HIS BLESSINGS ON
HIS NOBLE PROPHET

`I pray to Almighty Allah that he may be pleased to make this place a graveyard for such of my followers who in word and deed have really dedicated themselves to His cause, and in whose affairs theirs is no taint of the love of this world. Amen O Lord of the worlds! (Al-Wasiyyat)

DECLARATION / VERIFICATION REGARDING PAYMENTS OF CHANDA HISSA AMAD

To
The Secretary * Wasiyyat No..................
Majlis Karpardaz
Sadr Anjuman Ahmadiyya Pakistan
Rabwah.

Assalam-o-Alaikum wa Rahmatullahi-wa-Barakatuhu.
I have received details of payments towards Hissa Amad made by me during the fiscal year .... It is submitted that:-

(1) The account sent by you of payments made by me is correct; and I verify that Hissa Amad due on my total income stands paid.
OR
(2) The account sent by you is incorrect. My payments towards Hissa Amad are not recorded fully. Detail of payments, alongwith receipt nos.

---

*The Musis living outside Pakistan shall address this declaration to wakilul Mal II. Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyya, Pakistan. Rabwah.

of local Jamat, is enclosed. Please verify accordingly; and I verify that Hissa Amad due on my total income stands paid.
OR

(3)
Comparing the statement of accounts sent by you/ enclosed by me (as ref. in 2) with Hissa Amad payable by me, a sum of .... remains due ** which I shall (God Willing) pay within .... months and inform the office of the payments.

** Hissa Amad Wasiyyat (1/10 or ....) ....
Hissa Amad Chanda Am (1/16) ....
TOTAL ....

(Signature of Musi)
Name:
Present Address:

Permanent Address:

Date:

Shcedule `D' তপসীল-ঘ

ATTESTATION OF PARTICULARS

While attesting the Prospective Musi's behaviour in religious matters the following points should be considered by the Witenesses. The Questionnaire is to be answered and duly certified and signed by the members of the Managing Committee and the Amir.

Questions	Answers
1. Name and address of the Prospective Musi (testator)	
2.Whether the Prospective Musi is a Mobai Ahmadi? (i,e; has he/ she pledged allegiance to Hadrat Khalifatul Masih?)	
3. Whether he/she may be considered to be outstanding in rendering his/ her services to the jamaat with the spirit of obedience, co-operation and respect for the jamaat and its Organisation?	
4. Whether he/ she displays visible interest and co-operation in activities of Auxiliary Organisations? (viz. Khuddamul Ahmadiyya, Ansarullah, Qustionas Answers Lajna Imaillah as the case may be.)	
5. Whether he / She has ever been subjected to any punitive action? If so please state the nature of proceedings.	

6. whether she abides by the Islamic injunctons and spirit of `PURDAH'? In case of the Prospective Musi having wife and children state whether his wife and daughters (if any) abide by the Islamic injunctions and spirit of `PURDAH'?

---

7. Whether he/she enjoys a character free of blemish or blame in respect of financial matters and dealings?

---

8. Whether the matrimonial life of the spouse is in accord with Ahmadiyya Teachings?

---

9. Whether the prospective Musi's livelihood / profession may be termed as undesirable in Shari'ah or custom?

---

10. Whether a statement showing payments of the regular and obligatory contributions and other financial sacrifices for the past five years duly attested by the Financial Secretary of the Jamaat concerned has been attached?
(Proforma attached herewith)

---

11. Whether has he/ she transferred any property, to wife / husband or any son/ daughter or any other person, prior to under taking of this Will either as a gift or as a legacy, bequet, inheritance or testamentory disposition? If so, please mention the details of such property and the dates of its transfer etc. (approximate date if exact date is not known)

12. Judged from the family's existing standard of living, what are the approximate average expenses per head incurred on food, clothings and other general amenities being enjoyed?

---

13. Is there any property purchased by the prospective *Musi* in the name of any of his / her son/ daughter, relative or friend? If so give its details alongwith its value.

---

14. Provide details of any property of the prospective *Musi* which he/ she inherited from his / her spouse or parents. Has such a property been included in the list of the property stated in this Wasiyyat? If not, explain why?

---

15. If the age of the prospective itelik is 60 yerars or above then state:-
(a) what has been his / her maximum income per month or per annum in the previous years?
(b) Why could he / she not undertake the Wasiyyat at an earlier stage?

---

16. If the spous of the Prospective italik is a italik / Ex- italik please give his / her *Wasiyyat* Number.

---

17. Is the Prospective Musi undertaking this Wasiyyat while he / she is in good state of health?

---

18. Are there any dues / arrears in respect of any deceased *Musi* buried in *Bahishti Maqbarah* still to be paid by the Prospective *Musi*?

19. How many sons has the Prospective Musi? State also their profession.	
20. What financial assistance are the sons or other relatives rendering to the Prospective Musi?	
21. The description of the jewellry received at the time of marriage.	

We the members of the Managing Committee do hereby certify that the above particulars are correct to the best of our knowledge and that the Prospective italik is a fit and proper person to be included in the institution of Wasiyyat according to the Promised Messiah's booklet `Al-Wasiyyat'.

(Signature of Amir/President)

Members:-

1. ----------------------
2. ----------------------------

3. ---------------------------

Schedule `E' তপসীল-ঙ

STAEMENT SHOWING FINANCIAL SACRIFICES OF THE PROSPECTIVE MUSI

(In Terms of Question No. 10)

Name .... Son/Daughter/Wife/ Widow of ....

YEAR						
CHANDA AM	BUDGET					
	PAYMENT					
CHANDA JALSA SALANA	BUDGET					
	PAYMENT					
TAHRIK JADID	PROMISE					
	PAYMENT					
WAQF JADID	PROMISE					
	PAYMENT					
ANSAR/ KHUDDAM/ LAJNA	BUDGET					
	PAYMENT					
CENTENARY FUND	PROMISE					
	PAYMENT					
*	PROMISE					
	PAYMENT					
*	PROMISE					
	PAYMENT					
*	PROMISE					
	PAYMENT					
*	PROMISE					
	PAYMENT					

SIGNATURE
OF FINANCIAL SECRETARY
*OTHER SACRIFICES

SIGNATURE
OF AMIR / PRESIDENT

Schedule `F' তপসীল-চ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

IN THE NAME OF ALLAH, THE GRACIOUS, THE MERCIFUL
WE RENDER PRAISES TO HIM AND INVOKE
HIS BLESSINGS ON HIS NOBLE PROPHET

PARTICULARS OF DECEASED MUSI / MUSIAH FOR BURIAL

1. Name of deceased Musi /Musiah, Father's / Husband's name and place of Residance	
2. * Wasiyyat No. with date and portion of which wasiyyat has been made effective (1/10 to 1/3).	
3. Permanent Address / Place of Residance	
4. *Detail of property stated in Wasiyyat form	
5. (i) Immovable property at the time of death (ii) Movable property at hte time of death i e; cash and other assest. jewellry, bank balance etc.	
6. Particulars of any such property which the deceased Musi had to receive from the `tarka' (legacy) of any relative	
7. Source of income / occupation / business of the deceased at the time of death	
8. Detail of any loan which deceased Musi owed to anybody or someone owed to him. Also gratuity, insurance. etc.	
9. Any other matter requiring explanation	
10. Name of heirs of the Musi / Musiah, alongwith their addresses	

* Note. These will be filled in by the office.

11. Whether the due Hissa Jai'dad will be paid in cash or a security / surety shall be furnished? In latter case what arrangements will be made for security / surety

---

I certify that the above information is correct to the best of my knowledge.

Attested

Amir/President

signature**
Name
Address

Date

Date

** State also relation with the deceased.

DRAFT STATEMENT OF THE WILL TO BE WRITTEN
BY PROSPECTIVE MUSIS
UNDER PARA 6 OF THE WASIYYAT FORM

(1**). For those whose Livelihood depends on Income only and who have no Property:**

I hereby make the following Will;

I own no property at present (movable or immovable). My livelihood depends on monthly income which is at present .... per month. I promise to pay I /   , as per rules, of my income to Sadr Anjuman Ahmadiyya Pakistan during my life. If i acquire any property in future, I shall inform Majlis Karpardaz accordingly. Sadr Anjuman Ahmadiyya Pakistan, Rabwah shall be the owner of 1 /   portion of my entire movable and immovable property which I may leave behind at the time of my death.

This Will of mine be made effective from* ....

Signature of Testator

Thumb Impression
Date:

Witness No. 1

Signature &
Thumb Impression
Name:
Father's Name:
Address:

Date:

Witness No. 2

Signature &
Thumb Impression
Name:
Father's Name:
Address:

Date:

---

* Either write here date of writing the Will or the date of acceptance.

(2) **For those whose Livelihood depends on Income from Land/Property only:**

I hereby make a Will that Sadr Anjuman Ahmadiyya Pakistan, Rabwah shall be the owner of 1/....... portion of my entire movable and immovable property which I may present movable and immovable property has been given below alongwith its present value.

My income, at present from the above property is .... per month / year. I promise to pay Hissa Amad at the rate of Chanda `AM (1/16) on my income to Sadr Anjuman Ahmadiyya Pakistan, Rabwah during my life.

If I acquire any income from sources other than the above property, I shall inform Majlis Karpardaz about this fact and will pay 1 /... part of it, as per rules to Sadr Anjuman Ahmadiyya Pakistan, Rabwah .

This Will of mine be made effective from* ....

Signature of Testator

Thumb Impression
Date:

Witness No. 1	Witness No. 2
Signature &	Signature &
Thumb Impression	Thumb Impression
Name:	Name:
Father's Name:	Father's Name:
Address:	Address:
Date:	Date:

* Either write here date of writing the Will or the date of acceptance.

(3). **For those whose Livelihood depends partly on Income from Land / Property and party on Income from other Sources:**

I hereby make a Will that *Sadr Anjuman Ahmadiyya Pakistan,* Rabwah shall be the owner of 1/... portion of my entire movable and immovable property which I may leave behind at the time of my death. The detail of my present movable and immovable property has been given below alongwith its present value.

My livelihood depends on income from above property as well as from other sources as undr:-

1. Income from Property .... per month / year.
2. Income from business /service. etc .... per month / year.

I promise to pay Hissa Amad at the rate of Chanda `Am (1/16) on income from above property and 1/ of other income, as per rules, to Sadr Anjuman Ahmadiyya Pakistan, Rabwah during my life.
If I acquire any property in future, I shall inform Majlis Karpardaz accordingly and this Will of mine will be effective on that also.
This Will of mine be made effective from* ....

Signature of Testator

Thumb Impression
Date:

Witness No. 1	Witness No. 2
Signature &	Signature &
Thumb Impression	Thumb Impression
Name:	Name:
Father's Name:	Father's Name:
Address:	Address:
Date:	Date:

---

* Either write here date of writing the Will or the date of acceptance.

(4). **For those whose Livelihood depends on Income only but who Additionally own only a House or Residential Property:**

I hereby make a Will that Sadr Anjuman Ahmadiyya Pakistan, Rabwah shall be the owner of 1/... portion of my entire movable and immovable property which I may leave behind at the time of my death. The detail of my present movable and immovable property has been given below alongwith its present value.

My livelihood depends on monthly / annual income of .... which I earn as .... (salary / business etc.) I promise to pay 1/ part of my income to *Sadr Anjuman Ahmadiyya Pakistan, Rabwah* during my life.
If I acquire any property in future, I shall inform *Majlis Karpardaz* accordingly and this will of mine will be effective on that also.
This Will of mine be made effective from* ....

Signature of Testator

Thumb Impression
Date:

Witness No. 1

Signature &
Thumb Impression
Name:
Father's Name:
Address:

Date:

Witness No. 2

Signature &
Thumb Impression
Name:
Father's Name:
Address:

Date:

---

* Either write here date of writing the Will or the date of acceptance.